ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

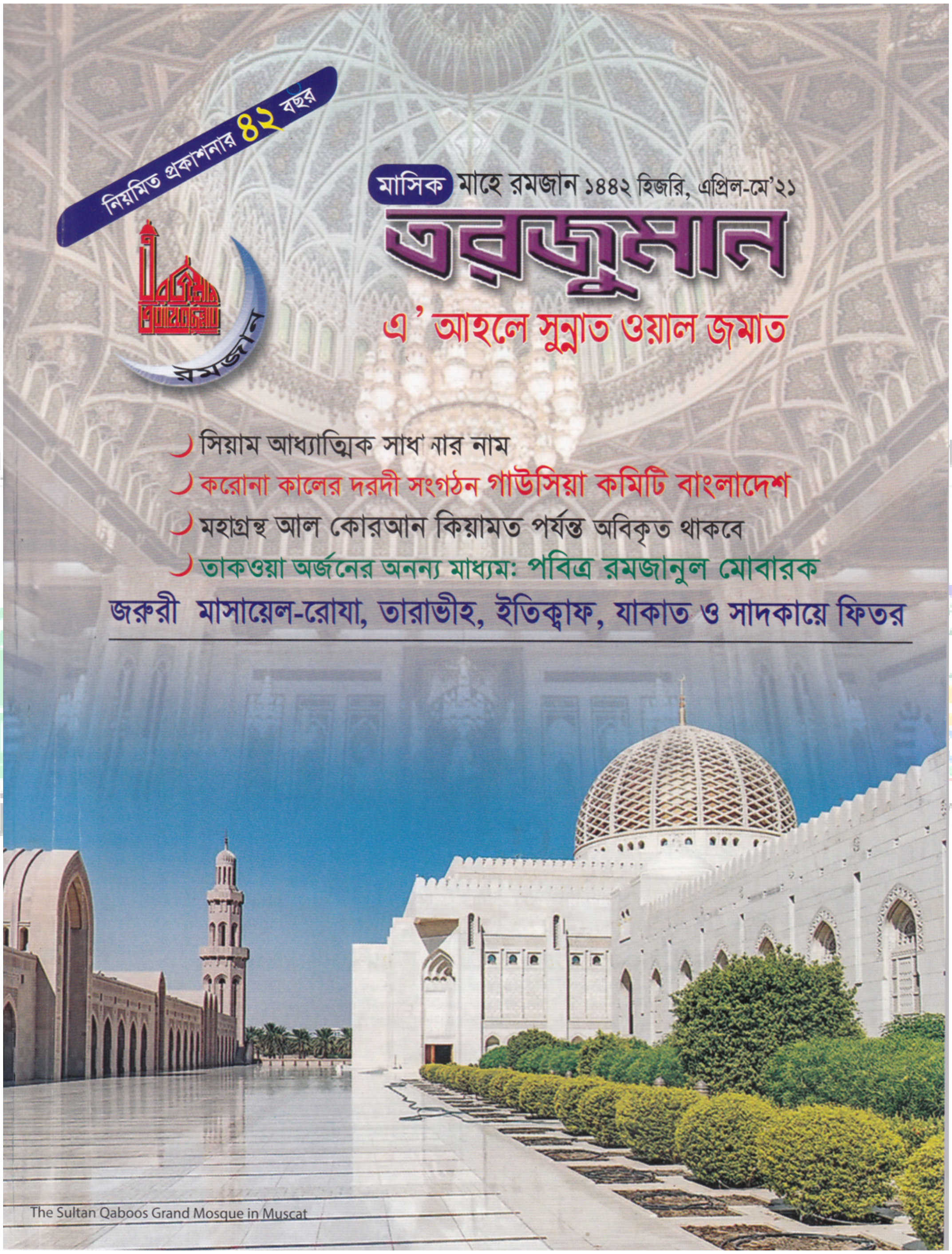

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় মাহবুব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম
নির্দেশিত পথ ও মত আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাত'র আক্বীদাভিত্তিক মুখপত্র

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman

প্রতিষ্ঠাতা : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা হাফেজ ক্বারী
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি

পৃষ্ঠপোষক : রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী
রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও ত্বরীকত হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব
সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী

FOUNDER : ALLAMA ALHAJ HAFEZ QUARI SYED
MUHAMMAD TAYYAB SHAH (RA.)

PATRON : HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD TAHER SHAH (M.J.A.)
HAZRATUL ALLAMA ALHAJ SYED
MUHAMMAD SABIR SHAH (M.J.A.)

বিনিময় ২৫ টাকা

PUBLISHED BY : ANJUMAN-E-RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST
321, Didar Market, Dewan Bazar, Chittagong. Bangladesh
Phone: (+880-31) 2855976 e-mail: info@anjumantrust.org / tarjuman@anjumantrust.org

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

মাসিক

তরজুমান

৪২ তম বর্ষ □ ৯ম সংখ্যা
রমাদ্বান : ১৪৪২ হিজরি
এপ্রিল-মে ২০২১, বৈশাখ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

লেখা সংক্রান্ত যোগাযোগ

সম্পাদক
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ

E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
Website: www.anjumantrust.org
www.facebook.com/monthlytarjuman

গ্রাহক, এজেন্ট ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মাসিক তরজুমান
৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা)
দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ০৩১-২৮৫৫৯৭৬, ০১৮১৯-৩৯৫৪৪৫

প্রবাসী গ্রাহক ও এজেন্টদের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

THE MONTHLY TARJUMAN
A.C. NO. - SB/1453010001669
RUPALI BANK LTD.
DEWAN BAZAR BRANCH
CHITTAGONG, BANGLADESH.

আন্জুমানের মিসকিন ফান্ড একাউন্ট নং-১৪৫৩০-২০০০১৩২৫
চলতি হিসাব, রূপালী ব্যাংক লি. দেওয়ান বাজার শাখা

দরসে কোরআন ৪
অধ্যক্ষ মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল আলীম রিজভী

দরসে হাদীস ৬
অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভী

শানে রিসালত ৮
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

রমজানুল মুবারকে ঐতিহাসিক দিবসের স্মরণ ১৩
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

সিয়াম: এক আধ্যাত্মিক সাধনার নাম ২১
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম আমিরী

মহাগ্রন্থ আল-ক্বোরআন কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে ২৪
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ আল-মাসুম

রোযা, তারাভীহ্, ই'তিকাফ, যাকাত ও সদক্বায়ে ফিতর ২৭

আলহাজ্ব ফজলুর রহমান সরকার (রাহ.) স্মরণে ৩৭
মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীন

রোজার নিয়ম মেনে সুস্থ থাকুন ৪১

তাকওয়া অর্জনের অনন্য মাধ্যম:পবিত্র রমজানুল করীম ৪৩
মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান

করোনাকালের দরদী সংগঠন :
গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ : আমার স্মৃতিচারণ ৪৭
মোছাহেব উদ্দীন বখতিয়ার

প্রশ্নোত্তর ৫১

সংস্থা-সংগঠন-সংবাদ ৬২

পাঠকের কথামালা ৭১
গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ছাপানো কপির সাথে এ সূচির সামঞ্জস্য নেই

সিয়াম সাধনা বা রমাদ্বান সম্পর্কে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহু পবিত্র ক্বোরআন মজিদে ইরশাদ করেন, '' হে মু'মীনগণ তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হলো, যেমন বিধান দেয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর, যাতে তোমরা পরহেজগার (তাক্বওয়া) অর্জন করতে পার।'' [সূরা বাক্বারাঃ আয়াত-১৮৩]

মাহে রমাদ্বান প্রশিক্ষণের মাস, সংযত ও আত্মশুদ্ধি অর্জনের মাস, সত্য ও ন্যায়ের অনুশীলনের মাস। দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবোধ, সহমর্মিতা, সমবেদনা ও সহানুভূতির, মহা প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত হবার মাস মাহে রমাদ্বান। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাত লাভের মাস। এ মাসে অনেক বিত্তশালী মুসলিম পার্শ্ববর্তী অভাবগ্রস্ত, আত্মীয়-স্বজনকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দান করে থাকে। পাশাপাশি দেখা যায় একশ্রেণির অতি মুনাফা লোভি অসৎ ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করে দেয়, যা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক কাজ। যারা অহেতুক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে সিয়াম পালনকারীর দুর্দশা বৃদ্ধি করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হউক।

আল্লাহর অবারিত রহমতের শুভসংবাদ নিয়ে আগত রমাদ্বানুল মোবারক। যারা রমাদ্বানের সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে না তারা নির্বোধ, নিকৃষ্ঠ। প্রিয় নবী ইরশাদ ফরমান, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা এবং তদনুযায়ী আমল করা ত্যাগ করলোনা তার এই পানাহার ত্যাগ (সিয়াম) করার কোন প্রয়োজন নেই। [সহীহ বুখারী শরীফ]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

সম্পাদকীয়

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, শা'বান মাসের আখেরী দিনে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত খুতবায় বলেন, হে মানুষ, তোমাদের ছায়া দিতে আবর্তিত হতে যাচ্ছে মহান মুবারক মাস, এ মাসে রয়েছে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম রজনী। এ মাসের সিয়ামকে আল্লাহ্ ফরজ করে দিয়েছেন। এ মাসের রাতে দন্ডায়মান হওয়াতে (তারাবীহ নামায) রয়েছে সাওয়াব। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের জন্য একটি ফরজ কাজ আদায় করবে, সে অন্য মাসের ৭০টি ফরয আদায়ের সাওয়াব পাবে। এটা ধৈর্যের মাস। ধৈর্যের প্রতিদান হচ্ছে 'জান্নাত', এ মাস পরস্পরের মধ্যে সদ্ব্যবহার করার ও সহমর্মিতার। এ মাসে মু'মীনদের রিযিক বৃদ্ধি করা হয়। মহান রাব্বুল আলামীন হাদীসে কুদসীতে ইরশাদ করেন, '' রোযা আমারই জন্য আর আমি নিজেই তার প্রতিদান দেব।''

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

এ মাসের শেষ দশকের বিজোড় রাত্রিতে 'লাইলাতুল ক্বদর' রাত্রি ঘোষণা করেছেন আল্লাহ্ আমাদের জন্য। হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এ রজনীতে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে তাওবা করে গুনাহ্ ক্ষমা চাওয়া যাবতীয় নেক মকসুদ পুরণ হওয়া এবং একজন ঈমানদার বান্দা হিসেবে পরিগণিত হবার লক্ষ্য নিয়ে আল্লাহর নিকট চাইতে হবে। তাহলে রমাদ্বানের রহমত-বরকত-মাগফিরাত আমাদের নসীব হবে ইনশা-আল্লাহ্। আল্লাহ্ আমাদের পিতা-মাতাদের, আত্মীয়-প্রতিবেশীসহ মুসলিম মিল্লাতকে ক্ষমা করুন। শরীয়ত সম্মত জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করছি- আ-মী-ন।

১ মে আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস বিশ্বের মেহনতী মানুষের প্রতি রইলো শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা। প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন'র প্রদর্শিত পথে যেন আমরা শ্রমজীবি মানুষের মূল্যায়ন করতে শিখি এ হোক আমাদের প্রত্যাশা। প্রিয় নবী ইরশাদ করেছেন শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাবার পূর্বেই তার পারিশ্রমিক পরিশোধ কর। তোমার পরিচ্ছেদ আহার সবই যেন অধীনস্থদের মধ্যে কোন বৈষম্য সৃষ্টি না করে।

দরসে কোরআন

আল্লাহ-রাসূলকে সংযুক্ত করে উল্লেখ করা পরিপূর্ণ ঈমানের পরিচায়ক

অধ্যক্ষ হাফেজ কাজী আবদুল আলীম রিজভী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَه□ كُبِتُوْا
كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ قَدْ اَنْزَلْنَا
اٰيٰتٍ بَيِّنٰتٍ□-وَ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ
(٥) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا
عَمِلُوْا□-اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَ نَسُوْهُ□-وَ اللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ (٦) اَلَمْ تَرَ اَنَّ
اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِى
الْاَرْضِ□-مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا
هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَ
لَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَ لَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ
اَيْنَ مَا كَانُوْا-ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ□- اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ(٧)

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়

তরজমাঃ (মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন) নিশ্চয় যারা বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তাদেরকে অপদস্থ করা হয়েছে, যেমন অপদস্ত করা হয়েছিল তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। এবং নিশ্চয় আমি (আল্লাহ) সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। (স্মরণ করো) যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন অতঃপর তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত করবেন। আল্লাহ সেগুলোর গণনা করে রেখেছেন আর তারা তা ভুলে গেছে। আর প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর সম্মুখে রয়েছে। (ওহে শ্রোতা!) তুমি কি দেখো নি যে, অবশ্য আল্লাহ জানেন যা কিছু নভোমন্ডলে রয়েছে এবং যা কিছু ভুমন্ডলে। যে কোন স্থানে তিন ব্যক্তির কানাঘুষা হয়, সেখানে চতুর্থ তিনি (আল্লাহ) বিরাজমান থাকেন এবং পাঁচজনের হলে, তবে ষষ্ঠ তিনি (অর্থাৎ আল্লাহ) এবং না তা থেকে কম সংখ্যক না তদপেক্ষা বেশির কিন্তু তিনি তাদের সাথে থাকেন তারা যেখানেই থাকুক না কেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামত দিবসে জ্ঞাত করবেন যা কিছু তারা করেছে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

[সূরা আল মুজাদালাহ্, ৫,৬ ও ৭ নং আয়াত]

আনুষঙ্গিক আলোচনা

শানে নুযুল: উদ্ধৃত আয়াতগুলো আল্লাহর পবিত্র বাণী اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ الخ - এর শানে নুযুল প্রসঙ্গে মুফাসসেরীনে কেরাম উল্লেখ করেছেন। একদা রবিআহ বিন আমর ও হাবিব বিন আমর ভ্রাতৃদ্বয় এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া পরস্পর কথোপকথন করছিল। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল আমাদের এসব কথাও কি মহান সৃষ্টিকর্তা জানেন? অন্যজন মন্তব্য করলো, কিছু অংশ জানেন, অবশিষ্টাংশ জানেন না। তৃতীয় জন বলল, কিছু অংশ জানলে সবকিছুই জানেন। তখনই এ আয়াত অবতীর্ণ হয় এবং জানিয়ে দেয়া হয় যে, শুধু মানবজাতির মুখের কথোপকথন নয় বরং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের সবকিছুই জানেন। তাঁর নিকট সৃষ্টিজগতের কোন বিষয়ই গোপন কিংবা উহ্য নেই। [তাফসীরে রুহুল বয়ান ও নুরুল ইরফান শরীফ]

রাসূলে করীমের বিরূদ্ধাচরণ মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ

আল্লাহর পবিত্র বাণী اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللّٰهَ الخ অর্থাৎ নিশ্চয় যারা বিরূদ্ধাচরণ করে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের, তাদেরকে অপদস্ত করা হয়েছে। সুরা আহযাব এর ৫৭নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে, اِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الخ অর্থাৎ নিশ্চয় যারা কষ্ট দেয় আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে আল্লাহ অভিসম্পাত করবেন তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত ও উভয় জাহানে। সুরা আহযাব এর ৩৬নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে, وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا الخ অর্থাৎ যে ব্যক্তি নির্দেশ অমান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবশ্যই সে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে। উদ্ধৃত আয়াতসমূহের মর্মবাণীর পর্যালোচনা করলে প্রমানিত হয় যে, মহান আল্লাহ্ বান্দার সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, লালনকর্তা ও সর্বময় নিয়ন্ত্রণকর্তা। বান্দার সার্বিক জাগতিক কার্যক্রম পরিচালনায় মহান স্রষ্টা আল্লাহর সাথে দৃশ্যমান ও সাক্ষাৎ

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

কোনরূপ লেনদেন কিংবা সংশ্লিষ্টতা বান্দার সঙ্গে নেই। সুতরাং মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিরূদ্ধাচরণ করা কিংবা তাঁকে কষ্ট দেওয়া বান্দার পক্ষে সম্ভবপর নয়। মহান স্রষ্টা রাব্বুল আলামীন এহেন আচরণের অনেক অনেক উর্ধ্বে, পূত-পবিত্রময় স্বত্ত্বা। বরং মানব-দানবসহ সৃষ্টিকুলের সঙ্গে সার্বিক জীবনাচারে সার্বক্ষণিক সংযোগ-সংশ্লিষ্টতা, লেনদেন ও কার্যক্রম রয়েছে আল্লাহর প্রেরিত পরম প্রিয়তম সুহৃদ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে। সুতরাং বান্দার পক্ষে আল্লাহর প্রিয়তম রাসূলের বিরূদ্ধাচরণ করা কিংবা কষ্টদান করা অথবা নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব ও সহজ। যেহেতু সার্বিক জীবন পরিচালনায় বান্দার সাথে রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের সহযোগ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। সুতরাং আল্লাহর হাবিবের বিরূদ্ধাচরণ করা মানে স্বয়ং আল্লাহরই বিরূদ্ধাচরণ করা, তাঁকে কষ্ট দেয়া মানে সবকিছুর স্রষ্টা আল্লাহকেই কষ্ট দেওয়া, তাঁর নির্দেশ অমান্য করা প্রকৃত পক্ষে আল্লাহরই নির্দেশ অমান্য করা। কারণ, তিনি তো মহান আল্লাহরই প্রেরিত পরম প্রিয়তম সুহৃদ, শ্রেষ্ঠতম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তিনি সৃষ্টিকুল সরদার, সৃষ্টিকুলের সম্মুখে ব্যাপক বৃহত্তম পরিসরে সার্থক, কার্যকর ও স্থায়ীরূপে মহান আল্লাহর কলেমা বাণী ও দ্বীনকে বাস্তবায়ন ও প্রতিষ্ঠাকারী নূরানী স্বত্ত্বা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন মূলত আল্লাহরই সন্তুষ্টি অর্জন, তাঁর নৈকট্য অবলম্বন করা মানে স্বয়ং স্রষ্টারই নৈকট্য অর্জনে ধন্য হওয়া। এজন্য সুরা নিসা ৫ম পারায় এরশাদ হয়েছে, من يطع الرسول فقد اطاع الله অর্থাৎ যে রাসূলে কারীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করে সে অবশ্যই আল্লাহরই আনুগত্য করে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য এক ও অভিন্ন। এর মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নির্ণয় করা ঈমান ও ইসলাম পরিপন্থী। (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কে সংযুক্ত করে উল্লেখ করা প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমানেরই পরিচয়

উদ্ধৃত সুরা আল মুজাদালাহ এর ৫ম আয়াতে এরশাদ হয়েছে, إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الخ অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তাদেরকে অপদস্ত করা হয়েছে। সুরা আল আহযাবের ৫৭নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে- إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদেরকে অভিসম্পাত করবেন দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে। সুরা আল আহযাবের ৩৬নং আয়াতে এরশাদ হয়েছে, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الخ অর্থাৎ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ অমান্য করে তারা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে। উদ্ধৃত তিন আয়াত ছাড়াও কুরআনে কারীমের অসংখ্য আয়াতে মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নিজের সঙ্গে সংযুক্ত করে উল্লেখ করেছেন। সহিহ বুখারী ও মুসলিম শরিফসহ সকল হাদিসের বিশুদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে, রাসূলে আকরাম নুরে মুজাস্সাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিশে সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাঁরা জবাবে আদব সহকারে বলতেন, الله ورسوله اعلم অর্থাৎ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। এখানেও সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সংযুক্ত করে উল্লেখ করতেন।

অতএব কুরআনে করীমের নির্দেশনা এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম এর অনুসৃত আমলের আলোকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যুক্ত করে উল্লেখ করা শুধু বৈধই নয় বরং প্রকৃত ও পরিপূর্ণ ঈমানের অভিব্যক্তি। এছাড়া মুমিনের ঈমান আনয়ন করা প্রথম ও বলিষ্ট স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে যে কলেমা তাইয়্যেবা ও কলেমায়ে শাহাদাত সেখানেও আল্লাহ এবং তাঁর প্রিয়তম রাসূলকে সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সংযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। (সুবহানাল্লাহ) এক কথায় কুরআনের আয়াতে হাদিসে নববী শরিফের রেওয়ায়াতে, কলেমাতে, আযান-ইক্বামতে, খুতবাতে এবং সাহাবায়ে কেরামের স্বীকৃতিতে সর্বত্রই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সংযুক্ত করে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই দ্বীন ইসলামের নির্দেশনা। এর ব্যতিক্রম করে আল্লাহ এবং রাসূলের মধ্যে পার্থক্য রেখা নির্ণয় করার পাঁয়তারা ইয়াহুদি-নাসারাদের সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্র যা ঈমান-ইসলাম পরিপন্থী ও কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী, সহজ-সরল মুমিনগণকে ঈমান হারা করার সুগভির চক্রান্ত। আল্লাহ হেফাজত করুন।

লেখক: অধ্যক্ষ-কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদরাসা, মুহাম্মদপুর এফ ব্লক, ঢাকা।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

সুন্নাত নামাযের ফজীলত

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ বদিউল আলম রিজভি

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى لَهُ بَيْتٌ فِيْ الْجَنَّةِ اَرْبَعٌ قبلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمغربِ وَركعتين بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.- (رواه ابن ماجه) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ رَكْعَتَا الْفجر خيرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا- (رواه مسلم- /)

অনুবাদঃ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বার রাকা'আত সুন্নাত নামায নিয়মিত আদায় করে তার জন্য জান্নাতে একখানা ঘর তৈরী করা হবে। তাহলো জোহরের আগে চার রাকা'আত, জোহরের পরে দুই রাকা'আত, মাগরিবের পরে দুই রাকা'আত, এশার পরে দুই রাকা'আত, এবং ফজরের আগে দুই রাকা'আত। [ইবনে মাযাহ্, ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১৪০]

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ফজরের দুই রাকা'আত সুন্নাত নামায দুনিয়া থেকে এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সবকিছু থেকে উত্তম। [সহীহ্ মুসলিম১/৫০১]

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বর্ণিত হাদীসদ্বয় ও আরো অসংখ্য হাদীস শরীফের বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে সুন্নাত নামাযের ফজীলত প্রমাণিত। হাদীস সংশ্লিষ্ট আলোচনার আলোকে সুন্নাতের অর্থ, গুরুত্ব, তাৎপর্য কুরআন হাদীসের সুন্নাত শব্দের ব্যবহার, উপরন্তু হাদীসের আলোকে সুন্নাত নামাযের ফজীলত ও কিছু সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী মাসআলা বর্ণনা করার প্রয়াস পাবঃ

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সুন্নতের অর্থ ও তাৎপর্য

প্রখ্যাত অভিধানবেত্তা ইবনুল মানযুর বলেন-

اَلسُّنَّةُ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهَا وَالْاَصُلُ فِيْهِ الطَّرِيْقَةُ وَالسِّيَرَةُ

অর্থাৎ সুন্নাহ এবং তা থেকে নির্গত শব্দের অর্থ হলো, রীতি-পদ্ধতি, পথ নিয়ম জীবন চরিত।

[লিসানুল আরব, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৩৯৯]

কুরআন ও হাদীসে সুন্নাত শব্দের ব্যবহার

পবিত্র কুরআনের বহু স্থানে সুন্নাত শব্দের উল্লেখ রয়েছে-

سُنَّةَ مَنْ قَدْ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُوْلِنَا وَلَاتَجِدُ لِسُنَّتِنَا تحويلاً

অর্থাৎ আমার রাসূলগণেল মধ্যে আপনার পূর্বে যাদেরকে পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও ছিল এরূপ নিয়ম, আর আপনি আমার নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবেন না।

[সূরা আল ইসরা: আয়াত-৭৭]

এভাবে পবিত্র কুরআনের ১১টি আয়াতে ১৪বার সুন্নত শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন-

سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ - وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا- (৬২)

অর্থাৎ পূর্বে যারা অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিলো আল্লাহর রীতি। আপনি কখনো আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবেন না। [সূরা আল আহযাব: আয়াত-৬২]

হাদীস শরীফের আলোকে সুন্নাতের বর্ণনা

দৈনিক পঞ্জেগানা ফরজ নামাযের পূর্বাপর আমরা সুন্নাত নামায আদায় করি, অসংখ্য হাদীস শরীফ দ্বারা সুন্নাত নামাযের গুরুত্ব ও ফজীলত প্রমাণিত। যেসব নামায নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম আদায় করেছেন তা আমাদের জন্য সুন্নাত হিসেবে গণ্য।

ফজর ও জোহরের সুন্নাত অত্যধিক গুরুত্ববহ

হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَايَدْعُ اَرْبَعَا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىْ)

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জোহরের পূর্বে চার রাকা'আত এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকা'আত, পরিত্যাগ করতেন না। [বোখারী শরীফ]

শরয়ী মাসায়েল

সকল সুন্নাতের মধ্যে ফজরের সুন্নাত সর্বাধিক ফজীলত পূর্ণ। এমনকি ইমামগণ এটাকে ওয়াজিব বলেছেন, বিশুদ্ধ মতানুসারে ফজরের সুন্নাতের পর জোহর নামাযের পূর্বের চার রাকাআত সুন্নতের মর্যাদা।

হাদীস শরীফে এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করবে, সে নবীজির শাফাআত পাবে না।

[রদ্দুল মোখতার, বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ.-২৩]

জোহর বা জুম্আর সুন্নাত পড়তে পারেনি, ফরজ পড়ে নেবে। ফরজের পর পূর্বের সুন্নাত পড়ে নেবে। উত্তম হলো পরের সুন্নাত আদায়ের পর পূর্বের সুন্নাত পড়ে নেয়া।

[ফাতহুল কদীর, বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড]

ফজরের সুন্নাত কাযা হলে

ফজরের সুন্নাত কাযা হলে সূর্যোদয়ের পর পড়ে নেয়া উত্তম। (গুনিয়া), ফরজ নামাযের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে পড়া সর্বসম্মতভাবে নিষিদ্ধ।

[রদ্দুল মোখতার, ফাত্ওয়া-এ রজভীয়্যাহ, খন্ড-৩, পৃ. ৪৬২, বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৪]

আসরের সুন্নত

আসরের সুন্নাত শুরু করল এমতাবস্থায় জামাত শুরু হল, তখন দু' রাকাআত সুন্নাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে জামাতে শামিল হয়ে যাবে। এ সুন্নাত পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। [ফাতওয়া-এ রজভীয়্যাহ]

আসরের নামাযের পর কোন প্রকার নফল নামায পড়া নিষেধ। [দুররুল মোখতার, আলমগীরি]

সুন্নাতের প্রকারভেদঃ সুন্নাত দু' প্রকার

১. সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ২. সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ্

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ হচ্ছে সেই নামায যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা আদায় করেছেন, ওজর ব্যতীত কখনো ত্যাগ করেননি। যে সুন্নাতের ব্যাপারে শরীয়তের তাগিদ রয়েছে। বিনা ওজরে একবারও বর্জন করলে গুনাহ্গার হবে। কোন কোন ইমাম সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ বর্জনকারীকে পথভ্রষ্ট হিসেবে গণ্য করেছেন। বর্জনে অভ্যস্থ ব্যক্তি ফাসিক, শরয়ী বিধানে তার সাক্ষ্য পরিত্যাজ্য। [বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ খন্ড]

সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ নামাযের রাকাআত সংখ্যা

১. ফজরের নামাযের পূর্বে দুই রাকাআত
২. জোহরের নামাযের পূর্বে চার রাকাআত, পরে দু' রাকাআত।
৩. মাগরিবের ফরজের পর দুই রাকাআত
৪. এশার ফরজের পর দুই রাকাআত। মোট বার রাকআত। সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ বিধানগতভাবে ওয়াজিবের কাছাকাছি।

[ফাতাওয়া-এ রজভীয়্যাহ, খন্ড-৩, পৃ. ২৭৯]

জুমাবারে দুই রাকাআত ফরজের পূর্বে চার রাকা'আত, ফরজের পর প্রথম নিয়্যতে চার রাকাআত, দ্বিতীয় নিয়্যতে দু' রাকাআত। মোট দশ রাকাআত, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ আদায় করতে হবে।

সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ্

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম অধিকাংশ সময়ে যে নামায আদায় করেছেন, কোন কোন সময় ওজর না থাকা সত্ত্বেও আদায় করেনি। তা সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত নামায আদায়ে অসংখ্য সওয়াব রয়েছে। তবে আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা নেই। তিরস্কার বা শাস্তি নেই। সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ্কে সুন্নাতে যায়েদাহ্ও বলা হয়।

[দুররুল মোখতার]

আসর নামাযের পূর্বে চার রাকা'আত এবং এশার নামাযের পূর্বে চার রাকা'আত সুন্নাতে যায়েদাহ'র অন্তর্ভুক্ত।

[বাহারে শরীয়ত]

জুমআর আগে-পরে সুন্নাতের বর্ণনা

জুমুআর সুন্নাত প্রসঙ্গে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে- হযরত আবু আবদুর রহমান আস্ সুলামী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, যেন আমরা জুম্আর আগে চার রাকাআত এবং পরে চার রাকাআত সালাত আদায় করি। [ফিকহুস সুনানি ওয়াল আমার, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০৩]

তাহাবী শরীফে হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَنْ كَانَ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا - (طحاوى)

অর্থাৎ- হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যদি কেউ জুমুআর পর সালাত আদায় করে তবে সে যেন ছয় রাকাআত সালাত আদায় করে।

[তাহাবী শরীফ]

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মাসআলা

জুমুআর পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ পরে চার রাকাআত পড়বে অতঃপর দু' রাকাআত পড়বে। যেন উভয় হাদীসের উপর আমল হয়ে যায়।

[গুনিয়া, বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ খন্ড]

আসরের ফরজের পূর্বে চার রাকাআত সুন্নাতে যায়েদাহ্ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে-

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ رَحِمَ اللّٰہُ اِمْرًا صَلّٰی قَبْلَ الْعَصْرِ اَرْبَعًا- (رواہ الترمذی)

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে রহমত করুন। যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকাআত সালাত আদায় করে।

[তিরমিযী, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার]

আসরের চার রাকাআত সুন্নাতে যায়েদা সময় সুযোগের অভাবে চার রাকাতের স্থলে দু' রাকাআত আদায় করারও অনুমতি রয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে

عَنْ عَلِیْ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ کَانَ یُصَلِّیْ قَبْلَ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ- (رواہ ابو داود)

অর্থাৎ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আসরের পূর্বে দু রাকাআত সালাত আদায় করেছেন।

[আবু দাউদ]

মাগরিবের সুন্নাত

মাগরিবের ফরজের পর দু' রাকাআত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে-

عَنْ عَائِشَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا قَالَتْ کَانَ النَّبِیُّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ یُصَلِّیْ الْمَغْرِبَ ثُمَّ یَرْجِعُ اِلٰی بَیْتِیْ فَیُصَلِّیْ رَکْعَتَیْنِ-

হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের ফরজ সালাত আদায় করতেন, এরপর তিনি আমার ঘরে ফিরে এসে দু' রাকআত সালাত আদায় করতেন। [ইবনে মাজাহ্, ১ম খন্ড, হাদীস নং-১১৬৪]

মাগরিবের পর ছয় রাকাআত আওয়াবীন নামায

عَنْ اَبِیْ ھُرَیْرَۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلّٰی بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَکْعَاتٍ لَمْ یَتَکَلَّمْ بَیْنَہُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لہ بِعِبَادَۃِ ثِنْتَیْ عَشْرَۃَ سَنَۃً- (رواہ ابن ماجہ)

হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকাআত সালাত আদায় করবে এবং এর মাঝখানে কোন মন্দ কথা বলবেনা, তাকে বার বছর ইবাদতের সাওয়াব দেওয়া হবে। [ইবনে মাযাহ, ১ম খন্ড, হাদীস-১১৬৭]

মাগরিবের নামাযের পর ছয় রাকাআত সালাতুল আওয়াবীন পড়া খুবই ফজীলতপূর্ণ।

হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাআত নামায পড়বে তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।

[তিরমিযী, মুমিন কি নামায, পৃ. ১২৬]

সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম

ফকীহগণের বর্ণনা মতে সুন্নাত ও নফল নামায মসজিদের চেয়ে ঘরে পড়া উত্তম। নবীজি একদল লোককে মসজিদে নফল নামায আদায় করতে দেখে এরশাদ করেন-

عَلَیْکُمْ بِہٰذِہِ الصَّلٰوۃِ فِی الْبُیُوْتِ -[رواہ الترمذی والنساء]

তোমরা ওসব নামায ঘরে আদায় করবে। [তিরমিযী ও নাসাঈ]

কিন্তু তারাবীহ্ নামায তাহিয়্যাতুল মসজিদ এবং সফর হতে প্রত্যাবর্তন করে দু' রাকাআত নফল নামায মসজিদে পড়া উত্তম। ইতিকাফ পালনকারী নফল নামায এবং সূর্যগ্রহণের নামায মসজিদে পড়বে। [বাহারে শরীয়ত ৪র্থ খন্ড]

যদি ঘরে ব্যস্ততা ও একাগ্রতা কম হওয়ার আশঙ্কা হয় তখন মসজিদে পড়বে। [রদ্দুল মোহতার]

তবে অনেক সময় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম মসজিদেই সুন্নত ও নফল আদায় করতেন। তবে তারাবীহ্র ক্ষেত্রে জামাতের বিধান থাকার কারণে মসজিদে আদায় করা উত্তম।

[বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ খন্ড]

লেখক: *অধ্যক্ষ- মাদ্‌রাসা-এ তৈয়্যবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাযিল (ডিগ্রী), হালিশহর, বন্দর, চট্টগ্রাম।*

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

শানে রিসালত

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

তাবূকের যুদ্ধ ও হুযূর-ই আকরামের তিন সাহাবা-ই কেরাম

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ- وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ-

তরজমা: **১১৭.** নিশ্চয় আল্লাহ্র রহমতসহ ধাবিত হলো এ অদৃশ্যের সংবাদদাতা এবং ওই মুহাজিরগণ ও আনসারের প্রতি, যারা সংকটকালে তাঁর সাথে সাথে ছিলো। এর পরে যে, তাদের মধ্যে কিছু লোকের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো; অতঃপর তাদের প্রতি রহমত সহকারে দৃষ্টিপাত করেন। নিশ্চয় তিনি তাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র, দয়ালু।

১১৮. এবং ওই তিনজনের প্রতি, যাদেরকে মওকূফ রাখা হয়েছিলো এ পর্যন্ত যে, যখন পৃথিবী তাদের জন্য সংকুচিত হয়ে গিয়েছিলো . . . আল-আয়াত।

[সূরা তাওবা: আয়াত-১১৭-১১৮, কান্যুল ঈমান]

শানে নুযূল

এ দু'টি আয়াত ঐতিহাসিক তাবূকের যুদ্ধের সাথে সম্পৃক্ত। এ যুদ্ধের অপর নাম 'গায্ওয়া-ই উসরত' (সংকটপূর্ণ যুদ্ধ)। এটা হক্ব বাত্বিলের মধ্যে ওই সর্বশেষ যুদ্ধ, যাতে হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সশরীরে শরীক হয়েছিলেন এবং স্বয়ং ইসলামী সৈন্য বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেছিলেন।

ঘটনাঃ ৯ম হিজরীর রজব মাস। এ ভয়ানক ও দুঃখজনক খবর আসলো যে, রূম সাম্রাজ্যের বাদশাহ্ ক্বায়সার-ই রূম এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে এ অসদুদ্দেশ্যে 'মদীনা মুনাওয়ারার উপর হামলা করার প্রস্তুতি নিয়েছে যে, মদীনা মুনাওয়ারাকে ধ্বংস করে মুসলমানদেরকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এ খবর শুনা মাত্র হুযূর তাজদারে মদীনা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের পয়গাম্বরসুলভ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে ঘোষণা করে দিলেন- "রূমী সৈন্যরা মদীনা মুনাওয়ারায় আসার পূর্বেই আমরা এগিয়ে গিয়ে তাদের ভূ-খণ্ডে তাদের তূফানী সৈন্য বাহিনীর মোকাবেলা করবো।" সুতরাং আল্লাহর নবীর এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে রিসালত-প্রদীপের উপর প্রাণোৎসর্গকারী সাহাবা-ই কেরাম দৌড়ে এসে সমবেত হতে থাকেন। দেখতে দেখতে ত্রিশ হাজার প্রাণোৎসর্গকারীর এক বিরাট জমা'আত প্রাণপণে যুদ্ধ করার জন্য ইসলামী পরচমের (পতাকা) নিচে একত্রিত হয়ে গেলেন।

কিন্তু, আল্লাহু আকবার, এ সৈন্যবাহিনীর অভিযাত্রা শুরু করার সময়টি ছিলো বড় কষ্টকর ও কঠিন। মুসলমানদের দারিদ্রের অবস্থা এ ছিলো যে, এ দীর্ঘ সফরের জন্য প্রতি দশজন লোকের আরোহণের জন্য একটি মাত্র উট ছিলো, যার উপর পালা পালা করে তাঁরা আরোহণ করছিলেন। মৌসুমের গরমের অবস্থাও এ ছিলো যে, আরবের মরুভূমির একেকটি ধূলিকণা জ্বলন্ত চুলোতে পরিণত হয়েছিলো। বাতাস তো বাতাস ছিলো না যেন 'লূ' হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছিলো। ওদিকে খাদ্য সামগ্রীর স্বল্পতার অবস্থা এ ছিলো যে, প্রতি ২৪ ঘন্টায় একেকটি খেজুরের উপর কয়েকজন সাহাবী এভাবে দিনাতিপাত করছিলেন যে, প্রত্যেকে ওই খেজুর চুষে কিছুটা পানি পান করছিলেন মাত্র। পানির স্বল্পতা তো আরো শোচনীয় ছিলো। কয়েক মানযিল পর্যন্ত এক ফোঁটা পানিও পাওয়া যায়নি; বরং কখনো কখনো পানির পিপাসায় কাতর হয়ে অনেকের প্রাণ যায় যায় অবস্থা হয়েছিলো।

কিন্তু এমন কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থায়ও সাহাবা-ই কেরামের জিহাদের প্রেরণা বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। ইসলামের জন্য নিজের শির ও প্রাণ উৎসর্গকারীর পূর্ণাঙ্গ জোশ সহকারে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। এভাবে শেষ পর্যন্ত তাঁরা তাবূকের ময়দানে পৌঁছে তাঁবূ খাঁটালেন। আর ওই আল্লাহ্ ওয়ালাদের আতঙ্ক ও দাপটের প্রভাব এমনভাবে বিস্তার লাভ করলো যে, রূমীদের অন্তর ভয়ে কেঁপে উঠলো। মুসলমানদের না'রা-ই তাকবীরের গগণচুম্বি ধ্বনি শুনে রূমীদের বড় বড় পলোয়ানদের দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে লাগলো। রোম সম্রাট কায়সার এমন ভীত সন্ত্রস্থ হয়ে

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

পড়লো যে, মদীনা মুনাওয়ারার উপর হামলা করার যাবতীয় পরিকল্পনা ধূলোয় মিশে গিয়েছিলো। মুসলিম বাহিনীর বিরাট আয়োজন, সাহস ও শক্তি দেখে রোমানরা ভীত হয়ে পালায়ন করল। তাজেদারে মদীনা সেখানে ২০ দিন অবস্থান করে ইসলামের শত্রুদেরকে উত্তমরূপে আতঙ্কিত করে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ নিয়ে যান। বিশ্বনবী ও মুসলমানদের এ বিজয় দেখে আয়লার খ্রিস্টান গভর্ণর বার্ষিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আত্ম-সমর্পণ করে; সিরীয় সীমান্তের কয়েকটি ইহুদি ও খ্রিস্টান বসতি এলাকাও অধিকৃত হয় এবং দূমাতুল জন্দলের খ্রিস্টান শাসক বন্দী হয়ে সদাচরণের মুচলিকা দিতে ও মাথা পিছু কর দিতে বাধ্য হয়। বর্ণিত হয় যে, হুযূর-ই আকরাম জীবনে ছোট বড় ২৭টি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তন্মধ্যে ৯টি যুদ্ধ স্বয়ং পরিচালনা করেন।

[সূত্র: উচ্চ মাধ্যমিক ইসলামের ইতিহাস: প্রথমপত্র- হাসান আলী চৌধুরী]

হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম যখন তাবূক থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন এবং মসজিদ-ই নবভী শরীফে আসন অলঙ্কৃত করলেন, তখন প্রায় ৮০ জনের অধিক মুনাফিক তাঁর পবিত্র দরবারে এসে হাযির হলো, যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। তারা তখন মিথ্যা শপথ করে এবং নানা ধরণের অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলো। তারা সুন্দর সুন্দর কথা হুযূর-ই আকরামকে ধোঁকা দেওয়ার এবং নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণিত করার চেষ্টা করছিলো। আর রহমতে আলাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও তাদের মিথ্যা ও দোষগুলো গোপন করার খাতিরে তাদের বাত্বিনকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করে তাদের কথিত ওযরগুলো কবূল করলেন এবং কাউকে কোনরূপ তিরস্কার করেননি।

তিনজন সত্যিকার অর্থে মু'মিনের অবস্থা

তাঁদের একজন হলেন হযরত কা'ব ইবনে মালিক, দ্বিতীয়জন হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া এবং তৃতীয়জন হযরত মুরারাহ্ ইবনে রাবী'। এ তিনজন হলেন নিষ্ঠাবান সাহাবী। তবে তাঁরা যুদ্ধে শরীক হননি। এ তিনজন সাহাবী যখন রসূল-ই আকরামের দরবারে আসলেন, তখন তাঁরা কোন মিথ্যা বাহানা পেশ করেননি; স্বচ্ছ হৃদয়ে একেবারে সত্য কথাটি পেশ করলেন। তাঁরা বলেছেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমাদের কোন বাধ্য বাধকতা ও ওযর ছিলো না, আমরা শুধু অলসতা ও উদাসীনতা বশত: যুদ্ধে শরীক হইনি। এজন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী, চূড়ান্ত পর্যায়ের লজ্জাবোধ করছি এবং মাফ চাচ্ছি।

রহমতে আলম হুযূর-ই আকরাম এ তিনজন নিষ্ঠাবান সাহাবীর বর্ণনা শুনে এরশাদ করলেন, "এ তিনজন একেবারে সত্য কথাই বলেছে। কিন্তু আমি এখন তাদের সম্পর্কে রায় মওকূফ রাখছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে খোদা তা'আলার কোন ফরমান নাযিল হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কোন ফয়সালা করবো না। এখন আমি তাদের সম্পর্কে এ হুকুম দিচ্ছি যে, সমস্ত মুসলমান এ তিনজনকে সম্পূর্ণ বয়কট করবে।"

হুযূর-ই আকরামের এ এরশাদ শুনা মাত্র সমস্ত মুসলমান তাঁদের (এ তিনজন) সাথে সালাম-কালাম, মেলামেশা ও পানাহার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিলেন।

এমতাবস্থায় দীর্ঘ চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলো। এরপর তাজেদারে মদীনা এ হুকুমও জারী করলেন যেন তাঁরা নিজ নিজ স্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে যান। এ বয়কটের কারণে এ তিনজন সাহাবীর উপর কি অবস্থা হলো তাতো সহজে অনুমেয়। হযরত মুরারাহ্ অপারগ হয়ে নিজ ঘরে আত্মগোপন করলেন এবং রাতদিন অস্থির হয়ে কান্নাকাটিতে মশগুল হয়ে গেলেন। হযরত কা'ব যেহেতু বড় বাহাদুর লোক ছিলেন, সেহেতু তিনি ঘরে আত্মগোপন করেন নি, বরং পাঁচ ওয়াক্তের নামায মসজিদে নবভী শরীফে পড়তেন, বাজারে যেতেন। কিন্তু পুরানা বন্ধুদের সালাম দিলে তারা সালামের জবাবও দিতেন না; বরং অতি ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে চলে যেতেন। তিনি বলেন, "আমি মসজিদে নবভী শরীফে গিয়ে হুযূর-ই আকরামের যথা সম্ভব নিকটে গিয়ে নামায পড়তাম আর এ আশায় তাঁর নূরানী চেহারার দিকে তাকাতাম যে, তিনি আমাকে একবার হলেও রহমতের দৃষ্টিতে দেখবেন। কিন্তু আফসোস! তিনি আপন চেহারা মুবারককে আমার দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নিতেন।" তিনি আরো বলেন, "আমার দুই আপজন আমার চাচাত ভাই আবূ ক্বাতাদার বাগানের দেওয়ালে চড়ে তাঁকে আমি সালাম করলাম। কিন্তু তিনি না আমার সালামের জবাব দিলেন, না আমার দিকে ফিরে দেখেছেন। এমনকি আল্লাহর কসম দিয়েও তাঁকে আমার দিকে ফেরাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত আমি অশ্রু সজল হয়ে দেওয়াল থেকে নেমে ফিরে এলাম।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

শাহী প্রস্তাবনামা উনুনে

হযরত কা'ব ইবনে মালকের বর্ণনা, "এক্ষণি আমার আপন জন আবূ ক্বাতাদার ব্যবহারে আমার হৃদয় খণ্ডবিখণ্ড হচ্ছিলো, আমার চোখের পানি থামেনি, আরেকটা চরম পরীক্ষা আমার সামনে এসে হাযির। আর তা হচ্ছে আমি বাজারের ভিতর দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম। কি দেখতে পাচ্ছিলাম! সিরিয়া-রাজ্যের এক কৃষক লোকজনকে জিজ্ঞাসা করছে- কা'ব ইবনে মালিক কে? তাকে কোথায় পাওয়া যাবে? সে আমাকে খুব হন্যে হয়ে তালাশ করছিলো। আর আমি দেখলাম- কেউ মুখেতো কিছুই বলছিলো না, বরং আমার দিকে ইশারা করে তাকে আমার দিকে ফেরাতে চাচ্ছে। কৃষকটি আমাকে দেখামাত্র আমার দিকে দৌঁড়ে এলো এবং সে আমাকে একটি চিঠি দিলো, যা গাস্সানের বাদশাহ্ আমার নামে লিখেছিলো। তাতে সে লিখেছিলো-

"হে কা'ব ইবনে মালিক! আমি জানতে পেরেছি যে, তোমার নবী তোমার উপর বড় যুল্ম করেছেন। কিন্তু খোদা তো তোমাকে এমন মানহীন করে তৈরি করেননি যে, দুনিয়ায় তোমার কোন সাথী ও সাহায্যকারী থাকবে না! তুমি এক্ষুণি আমার দরবারে এসে যাও! আমি তোমার প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনকারী ও সাহায্যকারী।"

বেরাদরানে মিল্লাত! হযরত কা'ব বলেছেন, এ চিঠি পড়ে আমি গাস্সানের বাদশার প্রতি ক্ষোভে ফেটে পড়লাম। আমি ভালভাবে বুঝতে পরলাম যে, এটাও আমার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বড় পরীক্ষার উপকরণ। সুতরাং আমার ঈমানের শিরা-উপশিরায় আবেগের তূফান বইতে লাগলো। আমি রাগে ও ক্ষোভে নিজেকে সামাল দিতে পারলাম না। আমি এক রুটি তৈরীকারীর জ্বলন্ত চুলোয় ওই চিঠিটা ফেলে দিলাম। আর ওই কৃষককে বললাম, "তুমি তোমার দেশে গিয়ে গাস্সানের বাদশাহ্কে বলে দিও, "তোমার চিঠির জবাব হচ্ছে এটাই।" এটা বলে তিনি চলে গেলেন। কৃষকটি আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো।

[বোখারী শরীফ: ২য় খণ্ড, ৬৩৫ পৃষ্ঠা, 'কা'ব ইবনে মালিকের হাদীস' শীর্ষক অধ্যায়]

সুপ্রিয় পাঠক সমাজ!

মোট কথা, এমনি অসহনীয় অবস্থায় ওই তিন সাহাবীর ৫০ দিনরাত অতিবাহিত হয়ে গেলো। এ তিনজন মদীনা মুনাওয়ারার অলিতে-গলিতে, হাটে-বাজারে প্রত্যাখ্যাত ও লাঞ্ছিত ছিলেন। তাঁদের অবস্থা জিজ্ঞাসাকারী কিংবা সাহায্যকারী কেউ রইলো না। বস্তুত: এটা একটা অসহনীয় পরীক্ষা ছিলো। কিন্তু ওই সাহাবীত্রয়ের ধৈর্য্যের পাহাড় হিমালয়ের চেয়েও উঁচু ছিলো। তাঁদের ধৈর্যের বিন্দুমাত্র কমতি হয়নি। যদিও মনের দুঃখে অহরহ তাঁদের কান্না কিছুক্ষণের জন্যও থামেনি। এদিকে তাঁদের মনে আরেক চিন্তা বিরাজ করছিলো এবং কাঁটার মতো বিঁধে যাচ্ছিলো। তা হচ্ছে যদি এমতাবস্থায় তাঁদের কারো মৃত্যু হয়ে যায়, তবে তো হুযূর-ই আকরাম ও তাঁর কোন সাহাবী তাঁদের জানাযার নামাযও পড়বেন না, আর যদি ইত্যবসরে হুযূর-ই আকরামেরও ওফাত শরীফ সংঘটিত হয়ে যায়, তবে তো তারা সারা জীবন এমতাবস্থায় থেকে যাবেন। জানাযার নামায তো দূরের কথা তাঁদের লাশে কেউ হাতও লাগাবেন না। এসব কথা চিন্তা করতে করতে তাঁদের হৃদয় পটে ভূ-কম্পন চলছিলো, আর এর উপক্রম হয়েছিলো যেন তাঁদের রূহ বের হয়ে যাবে।

তাওবা কবূল হলো

মোট কথা, এ পঞ্চাশ দিন এ তিন সাহাবীর উপর তিন বছরের চেয়ে বেশী সময়ের মতো অতি কষ্টে অতিবাহিত হলো। এ দীর্ঘ সময় যাবৎ তাঁদের তাওবা-ইস্তিগফার, আল্লাহ্ ও রসূলে আকরামের দরবারে কান্নাকাটি জারী-ই ছিলো। এরপর একদিন পরম দয়ালু আল্লাহর রহমতের সমুদ্রে ঢেউ খেললো। রাতের শেষ ভাগে হুযূর রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার হুজুরা মুবারকে তাশরীফ রাখছিলেন। হঠাৎ আল্লাহর ওহী নাযিল হয়েছে। হুযূর রহমতে আলম বললেন, يَا اُمَّ سَلَمَةَ تِيْبَ عَلٰى كَعْبٍ হে উম্মে সালামাহ্! কা'বের তাওবা কবূল হয়েছে। সুবহা-নাল্লাহ্! সুবহা-নাল্লাহ্! তাঁদের প্রসঙ্গে পবিত্র ক্বোরআনের এ আয়াত শরীফ নাযিল হয়েছে-

لَقَد تَّابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ الاية-

অর্থাৎ- নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা নবীর দিকে এবং মুজাহিদগণ ও আনসারের দিকে রহমতরাজির সাথে মনোনিবেশ করেছেন, কারা সংকটপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে নবীর অনুসরণ করেছেন। [. . . আল-আয়াত]

এ আয়াতগুলোতে অনেক শিক্ষা ও নসীহত রয়েছে। আরো অনেকগুলো সুক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। যেমন- যখন আল্লাহ্

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

তা'আলা নিজের রহমতরাজির সাথে কৃপাদৃষ্টি প্রদানের ঘোষণা দিলেন, তখন মুহাজির ও আনসারের পূর্বে আপন নবীর উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতে আনসার ও মুহাজিরদের অগণিত ফযীলত ও গুণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে আনসার ও মুহাজিরগণ কঠিন সময়েও রসূলে আকরামের দরবার ছাড়েন নি। তৃতীয়তঃ ৮০ জন লোক রসূলে আকরামের দরবারে মিথ্যা অজুহাত পেশ করেছিলো। কিন্তু রসূল আকরাম তাদের রহস্য ফাস করে তাদের অপমাণিত করেন নি; বরং তাদের মামলা আল্লাহর উপর ছেড়ে দিয়ে তাদের অব্যহতি দিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত কা'বা ইবনে মালিক, হযরত মুরারাহ্ ইবনে রবী' ও হযরত হেলাল ইবনে উমাইয়্যা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম সত্য বলে রসূলে আকরামের দরবারে লজ্জিত হন এবং কঠোর অবস্থার সম্মুখীন হন। এর কারণ, ওই আশিজন গোপনে মুনাফিক ছিলো আর এ তিনজন সাচ্ছা মুসলমান ছিলেন। ওই আশিজন আল্লাহর দুশমন ছিলো আর এ তিনজন ছিলেন আল্লাহর বন্ধু। স্মর্তব্য যে, তিরস্কার করা হয় বন্ধুদেরকে, পরীক্ষাও হয় আপনদের, শত্রুদের নয়। বরং বন্ধু যত ঘনিষ্ট হয়, পরীক্ষাও তত বড় হয়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, اَشَدُّ النَّاس بَلَاءً اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ অর্থাৎ- আল্লাহ্ তা'আলার এ পবিত্র নিয়ম যে, তিনি . . .তাঁর প্রিয় বান্দাগণ অর্থাৎ তাঁর নবীগণ আলায়হিমুস্ সালামকে সর্বাপেক্ষা বড় পরীক্ষা এবং সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। আবার শেষ পরিণতিও মু'মিন এবং নেক বান্দাদের উত্তমই হয়, মুনাফিক্ব, কাফিরদের পরিণতি হয় অতি শোচনীয়।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

লেখক: বিশিষ্ট মহাপরিচালক আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

রমযানুল মুবারকে ঐতিহাসিক দিবসসমূহের স্মরণ

মাওলানা মুহাম্মদ আবুল হাশেম

আল্লাহ তা'আলা মাহে রমযানুল মুবারককে অফুরন্ত বরকত ও ফযিলতের প্রস্রবন বানিয়েছেন। আর এ ফযিলতের অগণিত কারণ ও যুক্তি রয়েছে, যেগুলোর বদৌলতে এটিকে **شهرالله** 'শাহরুল্লাহ' আখ্যা দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় উলূহী কিতাব ক্বোরআনুল কারীমও এ মাসে নাযিল করেছেন, যা এ মাসের ফযিলতের একটি চিরস্থায়ী কারণ। ইরশাদ-ই বারী তা'আলা-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

'রমযান মাস, যাতে ক্বোরআন অবতীর্ণ হয়েছে।'[১]

লায়লাতুল ক্বদর, রোযা রাখা এবং ই'তিকাফ করা ওই সকল ফযিলত, যেগুলো এ মাসের গুরুত্ব ও ফযিলতকে অবর্ণনীয় পর্যায় পর্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও মাহে রমযানুল মুবারকে কতগুলো মর্যাদাপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যেগুলোর স্মরণ অত্যধিক কল্যাণের কারণ হয়। তন্মধ্যে সায়্যিদাহ-ই কায়িনাত হযরত ফাতিমাতুয্যাহ্রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র ওফাত দিবস, হযরত খাদীজাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র ওফাত দিবস, হযরত সায়্যিদাহ আয়েশা সিদ্দিক্বাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র ওফাত দিবস, ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ, ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়, মাওলায়ে কায়িনাত হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র শাহাদাত, ই'তিকাফ, ক্বোরআন নাযিল দিবস উল্লেখযোগ্য। এ ঘটনাবলি ও দিবসসমূহ স্মরণ করা ও হৃদয়-মস্তিষ্কে বিদ্যমান রাখা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন-এর এ বাণীর আওতাভুক্ত। এরশাদ হচ্ছে, **وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ** 'এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করিয়ে দাও!'[২]

নিচে উল্লেখিত ঘটনাবলি ও দিবসসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

০১. হযরত ফাতিমাতুয্যাহ্রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র ওফাত দিবস: (০৩ রমযানুল মুবারক, ১১ হিজরী)

সায়্যিদাতুন নিসা-ইল 'আ-লামীন, নূর-ই দীদাহ-ই রাহমাতুল্লিল 'আলামীন, হযরত সায়্যিদাহ ফাতিমাতুয্যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সর্বাধিক প্রিয় ও আদরের 'সাহেবযাদী' (তনয়া) ছিলেন। তাঁর শুভ জন্ম ৩৯ নবভী বছরে হয়েছিল। তিনি 'যাহরা', 'বতুল', 'ত্বয়্যিবাহ', 'ত্বাহিরাহ', 'শাকিরাহ', 'আবিদাহ', 'সায়্যিদাতুন নিসা'-এর ন্যায় পবিত্র উপাধীসমূহ দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ ও পরিচিত ছিলেন। যিনি 'আহলে বায়ত'-এর উলূহী 'লক্বব' (উপাধী) পেয়েছেন এবং '**اهل كساء**' 'আহলে কিসা' তথা চাদরাবৃত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে শামিল হওয়ার মর্যাদাও হাসিল করেছেন। যিনি এমন মহামর্যাদাবান 'মা', যাঁর দু'শাহযাদাহ **سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ** নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ফরমান মোতাবেক জান্নাতের যুবকদের সরদার। তিনি এমন নেককার স্ত্রী, যাঁর পরম সম্মানিত স্বামী হলেন খলীফা-ই রাশিদ, বিলায়তের প্রস্রবন, 'বাবু মাদীনাতিল ইলম' (ইলমের শহরের দ্বার) খেতাবপ্রাপ্ত মাওলায়ে কায়িনাত হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি স্বয়ং সায়্যিদাতুন নিসা-ইল 'আ-লামীন আর তাঁর সর্বাধিক মর্যাদাবান পিতা হলেন, রাহমাতুল্লিল আলামীন, ইমামুল আম্বিয়া এবং সায়্যিদুল মুরসালীন। তাঁর মহামর্যাদার বিন্যাস যেন এভাবেই সুসজ্জিত যে, তাঁর পরম সম্মানিত পিতা হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সম্মানিত স্বামী হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু, এক শাহযাদা হযরত ইমাম হাসান মুজতবা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং অপর শাহযাদা ইমাম হুসাইন সায়্যিদুশ শোহাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

সারা জগতের সকল সম্মান ও মর্যাদা এ পরিবারেরই পবিত্র সত্ত্বাগণের পদযুগলের ধুলি। সমস্ত পবিত্রতা তাঁদের নিকট থেকেই অর্জিত হয়। আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত সায়্যিদাহ-ই কায়িনাত-এর সুমহান পরিবার-পরিজনের পবিত্রতা বর্ণনা করে স্বীয় উলূহী কিতাব ক্বোরআনুল হাকীমে এভাবে এরশাদ করছেন,

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

'হে নবী পরিবারবর্গ! আল্লাহ তো এটাই চান যে, তোমাদের থেকে প্রত্যেক অপবিত্রতা দূরীভূত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে অতীব পরিচ্ছন্ন করে দেবেন।'[৩]

[১] আল-ক্বোরআন: সূরা (২) বাক্বারা, আয়াত:১৮৫
[২] আল-ক্বোরআন: সূরা (১৪) ইবরাহীম, আয়াত: ৫
[৩] আল-ক্বোরআন: সূরা (৩৩) আল্ আহযাব, আয়াত: ৩৩

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

কালাম-ই ইলাহীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা) পরিবারবর্গকে 'আহলে বায়ত' উপাধী দান করে বিশ্বজগতের চতুর্দিকে তাঁর মহত্ব ও উঁচুতার ঢংকা বাজিয়ে দিয়েছেন। কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর ওই সকল মহত্ব ও মর্যাদাকে স্থায়ী রাখার জমানত প্রদান করেছেন। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ধারাবাহিকভাবে ছয় মাস পর্যন্ত তাঁকে 'আহলুল্ বায়ত'-এর হৃদয়স্পর্শী আহ্বান দ্বারা সম্বোধন করে মুসলমানগণের অন্তরে তাঁর মর্যাদা, মর্তবা ও ফযিলতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন এবং মুসলমানগণকে মুক্তির পথের দিশা দিয়েছেন।

হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, ছয় মাস পর্যন্ত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিয়মিত আমল ছিল যে, যখন ফজরের নামাযের জন্য তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন সায়্যিদাহ-ই কায়িনাত ফাতিমাতুয্‌যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র দরজায় পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এরশাদ করতেন: **الصلاة ، يا اهل البيت** 'হে আহলে বায়ত! নামায কায়েম করো। অতঃপর এ পবিত্র আয়াত তিলাওয়াত করতেন-

إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.[৪]

হযরত সায়্যিদাহ-ই কায়িনাত ফাতিমাতুয্‌যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র ফাযাইল ও মানাক্বিব অপরিসীম, অন্তহীন। হাদিস শরীফের কিতাবসমূহ, ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে তাঁর মহামর্যাদার কথা ভরপুর রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো:

❖ হযরত মিস্‌ওয়ার ইবনে মাখ্‌রামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

فَاطِمَةُ بِضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي

'ফাতিমা আমার (শরীরের) টুকরা, যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো, সে যেন আমাকে অসন্তুষ্ট করলো।'[৫]

এ হাদিস-ই মুবারকে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সায়্যিদাহ-ই কায়িনাতকে শুধুমাত্র স্বীয় শরীরের অংশ আখ্যা দিয়েছেন তাই নয়, বরং স্বীয় উম্মতকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আমাকে খুশি ও আনন্দিত দেখতে চায়, সে যেন আমার প্রাণ ফাতিমাকে অসন্তুষ্ট না করে। আমার শাহযাদী'র প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন প্রত্যেকের উপর আবশ্যক। যে ব্যক্তি আমার শরীরের টুকরাকে অসন্তুষ্ট করেছে, আমিও তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

❖ হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সায়্যিদাহ ফাতিমাকে এরশাদ করেন:

إِنَّ اللهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ وَيَرْضَى لِرِضَاكِ

'নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।'[৬]

❖ হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত,

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشْبَهَ كَلَامًا وَحَدِيثًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَاطِمَةَ، وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، وَقَبَّلَهَا، وَرَحَّبَ بِهَا، وَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَتْ هِيَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا، قَامَتْ إِلَيْهِ، فَقَبَّلَتْهُ، وَأَخَذَتْ بِيَدِهِ،

'তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে কথাবার্তায় সায়্যিদাহ ফাতিমা'র চেয়ে অধিক মিল আর কাউকে দেখিনি। হযরত ফাতিমা যখন হুযূর করীমের নিকট আসতেন, তখন তিনি (হুযূর করীম) দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন, স্বাগতম জানাতেন এবং তাঁর হাত ধরে তাঁকে স্বীয় আসনে বসাতেন। আর যখন তিনি (হুযূর করীম) তাঁর নিকট তশরীফ নিয়ে যেতেন, তখন তিনি (সায়্যিদাহ ফাতিমা) দাঁড়িয়ে তাঁকে (হুযূর করীম) অভ্যর্থনা জানাতেন, তাঁকে চুম্বন করতেন এবং তাঁর হাত মুবারক ধরে নিজ আসনে বসাতেন।'[৭]

সায়্যিদাহ ফাতিমাতুয্‌যাহরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা স্বীয় পরম সম্মানিত পিতা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওফাত শরীফের পর ছয় মাস পর্যন্ত এ দুনিয়ায় জীবিত ছিলেন, কিন্তু এ কয়েক মাসে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর

[৪] তিরমিযী, আস্ সুনান, খন্ড-৫, পৃ.৩৫২, হাদিস নং-৩২০৬
[৫] বোখারী, আস্ সহীহ, খন্ড-০৫, পৃ. ২১, হাদিস নং- ৩৭১৪
[৬] হাকেম, আল মুসতাদ্‌রাক, খন্ড-০৩, পৃ. ১৬৬; হাদিস নং- ৪৭৩০
[৭] ইবনে হিব্বান, আস্ সহীহ, খন্ড-১৫, পৃ. ৪০৩, হাদিস নং- ৬৯৫৩

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

বিচ্ছেদে তিনি ভীষণ কষ্ট অনুভব করেন। হুযূরের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা তাঁকে সদাসর্বদা অস্থির করে রাখত। এমনিতে তো প্রত্যেক মানুষেরই মৃত্যুর সময় সুনির্দিষ্ট, যা কোনভাবেই ব্যতিক্রম হবে না। কিন্তু আমরা যখন সায়্যিদাহ-ই কায়িনাত হযরত ফাতিমা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)'র ওফাত মুহূর্তটির দিকে লক্ষ্য করি এবং তাঁর আল্লাহ তা'আলা ও হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সাক্ষাতের প্রস্তুতি দেখি, তখন এ দৃশ্যের উপর অন্তর ঈর্ষান্বিত হয়ে যায়।

উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা তাঁর ওফাত সম্পর্কে এভাবেই ব্যক্ত করেছেন যে, যখন হযরত ফাতিমার ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো, তখন আমি তাঁর সেবাযত্ন করছিলাম। অসুস্থতার সময়ে আমি দেখলাম একদিন সকালে তাঁর শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নতি হয়েছে, হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোন এক প্রয়োজনে বাহিরে গেলেন। সায়্যিদাহ ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বললেন,

يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا ، فَاغْتَسَلَتْ كَأَحْسَنِ مَا رَأَيْتُهَا تَغْتَسِلُ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ ، فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ قَدِّمِي لِي فِرَاشِي وَسَطَ الْبَيْتِ فَفَعَلْتُ، وَاضْطَجَعَتْ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ، وَجَعَلَتْ يَدَهَا تَحْتَ خَدِّهَا ثُمَّ قَالَتْ: يَا أُمَّهْ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ، وَقَدْ تَطَهَّرْتُ الْآنَ، فَلَا يَكْشِفُنِي أَحَدٌ فَقُبِضَتْ مَكَانَهَا.

'মা, অনুগ্রহ করে আমার গোসলের জন্য পানি নিয়ে আসুন; (আমি পানি পেশ করলাম); তিনি (সায়্যিদাহ ফাতিমা) আমার দেখা সর্বোত্তমভাবে গোসল করেছেন; অতঃপর বললেন, মা! আমাকে নতুন কাপড় দিন। আমি তাঁকে নতুন কাপড় দিলে, তিনি সেটা পরিধান করে নেন। অতঃপর বললেন, মা! আমাকে গৃহের মধ্যখানে বিছানা করে দিন; আমি অনুরূপ করে দিলাম। তিনি (সায়্যিদাহ ফাতিমা) কিবলামুখী হয়ে শুয়ে গেলেন, হাত মুবারক গাল মুবারকের নীচে রাখলেন; অতঃপর এরশাদ করলেন, মা! এখনই আমার ওফাত হবে। আমি পবিত্র হয়ে গেছি; সুতরাং কেউ যেন আমাকে বিবস্ত্র না করে। এরপর পরই ওই স্থানে তাঁর ওফাত হয়েছে।'[৮]

পরিশেষে ০৩ রমযানুল মুবারক ১১ হিজরী সনে নবী তনয়া সায়্যিদাহ ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ওফাত পান। তাঁকে জান্নাতুল বাক্বী' তে দাফন করা হয়।

০২. হযরত খাদীজাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র ওফাত: (১০ রমযানুল মুবারক ১০ নবভী সন)

হযরত খাদীজাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বিনতে খুওয়ায়লিদ ওই পবিত্র ও সৌভাগ্যবতী রমণী ছিলেন, যিনি শুধুমাত্র প্রথমেই নুবূয়তের সত্যায়ন করেছেন তা নয়, বরং ইসলামের শুভসূচনায় দ্বীনের দা'ওয়াত ও তাবলীগের মুশকিল ও কঠিন পর্যায়গুলোতে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-কে সুপরামর্শদাতা, সাহায্য-সহায়তাকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছেন। তাঁর আদর্শিক ও ঈর্ষার উপযুক্ত দাম্পত্য সঙ্গ সায়্যিদ-ই আলম হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র হৃদয়ের উপর বড় গভীর রেখাপাত করেছে। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সায়্যিদাকে ভীষণ মহব্বতে স্মরণ করতেন।

রমণীগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম কবূলকারীর মর্যাদা তিনিই অর্জন করেছেন। অধিকাংশ ইতিহাসবিদের অভিমত অনুযায়ী নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে আক্বদ মুবারক-এর সময় তাঁর বয়স চল্লিশ বছর ছিল, তখন হুযূর করীমের বয়স শরীফ ছিল পঁচিশ বছর। হযরত খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা আরবের একজন সম্পদশালী রমণী ছিলেন, কিন্তু নুবূয়তের চাদরের সাথে সংযুক্ত হওয়ার পর তিনি তাঁর সমস্ত সম্পদ স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় স্বামী হাবীব-ই খোদা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র কদমে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তিনি ছিলেন 'যা-হিদাহ' (দুনিয়াবিমুখ), 'আ-বিদাহ'(ইবাদতগুজার),'শাকিরাহ' (কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারিনী) ,'মুজাহিদাহ' (প্রচেষ্টাকারিনী) এবং 'সোয়াবিরাহ' (ধৈর্যশীল রমণী)। হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র মুখে উম্মুল মু'মিনীন হযরত খাদীজাতুল কোবরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র মক্বাম, সম্মান ও মর্যাদার কথা অসংখ্য হাদিস শরীফে বর্ণনা করেছেন; ওই সবগুলো অল্পপরিসরের আলোচনায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র কয়েকটি হাদিস শরীফ লক্ষ্য করুন-

[৮] মুসনাদে আহমদ, খন্ড-৪৫ , পৃ. ৫৮৭ , হাদিস নং- ২৭৬১৫

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

❖ ‘হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَنِي، لِمَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَذْكُرُهَا، وَأَمَرَهُ اللهُ أَنْ يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ ۔

‘আমি হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র পবিত্র রমণীগণের মধ্যে কারো প্রতি এত বেশি ঈর্ষা করি না, যতটুকু হযরত খাদীজার প্রতি করি। অথচ তিনি আমার শাদীর পূর্বেই ওফাত পেয়েছেন। আমি হুযূর করীমকে তাঁর কথা স্মরণ করতে গিয়ে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা‘আলা হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেন যে, আপনি খাদীজাকে মোতির প্রাসাদের সুসংবাদ দিন। যখন হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন বকরী যবেহ করতেন, তখন হুযূর করীম হযরত খাদীজার বান্ধবীদের নিকট গোশত হাদিয়া পাঠাতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত। (বোখরী)[৯]

❖ ‘হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন:

خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ

‘নিজ যুগে সবচেয়ে উত্তম রমণী, হযরত মারইয়াম রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা আর (এমনিভাবে) নিজ যুগে সর্বাধিক উত্তম রমণী হচ্ছে, হযরত খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা।’ (মুসলিম)[১০]

❖ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَتَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ خَدِيجَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يُقْرِئُ خَدِيجَةَ السَّلَامَ، فَقَالَتْ: إِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ

‘হযরত জিব্রাইল আলায়হিস সালাম নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র খেদমতে হাজির হলেন; এমতাবস্থায় হযরত খাদীজা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহাও হুযূর করীমের নিকট উপস্থিত ছিলেন। হযরত জিব্রাইল আরয করলেন, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা হযরত খাদীজার প্রতি সালাম প্রেরণ করেন।’ (এ সুসংবাদ শুনে) হযরত খাদীজা এরশাদ করলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা-ই সালাম; আর আপনার প্রতিও আল্লাহর সালাম ও রহমত প্রেরিত হোক।’[১১]

নবী-ই আকরম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র পরম অন্তরঙ্গ সাথী, সহানুভূতিশীল রমণী ও ইসলামের প্রতি ভীষণ অনুগ্রহকারিনী ১০ নবভী সনের ১০/১১ রমযানুল মুবারক স্বীয় রবের দরবারে হাজির হয়েছেন।

০৩. হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা’র ওফাত: (১৭ রমযানুল মুবারক ৫৮ হিজরী)

উম্মুল মু’মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা ‘আ-লিমাহ’ (জ্ঞানী), ‘ফা-দ্বিলাহ’ (মর্যাদাবতী) ও ‘ফকীহা-ই উম্মত’ (উম্মতের মধ্যে বিজ্ঞ মুফতী) ছিলেন। পবিত্র রমণীগণের মধ্যে তিনিই কুমারী রমণী ছিলেন। বড় বড় উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন সাহাবা-ই কিরাম ফিকহী মাসা-ইল-এর বিষয়ে দিকনির্দেশনা নেয়ার জন্য তাঁর প্রতি-ই প্রত্যাবর্তন করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র তাঁর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল। পবিত্র হাদিস শরীফে অধিক পরিমাণে তাঁর ব্যক্তিগত ফাযা-ইল বর্ণনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর কিছু ফাযা-ইল ও গুণাবলি নিম্নে লক্ষ্য করুন-

➢ হযরত জিব্রাইল আমীন তাঁর খিদমতে সালাম আরয করতেন।
➢ হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র রমণীগণের মধ্যে সর্বাধিক ভালবাসতেন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহাকে।
➢ হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহা’র নিকট যখন কোন কিছু আসত, তিনি তাৎক্ষনিকভাবে সেটি আল্লাহর রাস্তায় সাদ্‌ক্বাহ করে দিতেন।

[৯] বোখারী, আস্ সহীহ, খন্ড-০৫, পৃ. ৩৮, হাদিস নং- ৩৮১৬
[১০] মুসলিম, আস্ সহীহ, খন্ড-০৪, পৃ. ১৮৮৬, হাদিস নং- ২৪৩০
[১১] হাকেম, আল মুসতাদরাক, খন্ড-০৩, পৃ. ২০৬; হাদিস নং- ৪৮৫৬

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

- সায়্যিদাহ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা দুনিয়া ও আখেরাতে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা হাসিল করবেন।
- সায়্যিদাহ আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা অত্যধিক প্রাঞ্জলভাষী ছিলেন।
- হযরত সায়্যিদাহ ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহাকে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'কা'বার রবের শপথ! আয়েশা তোমার পিতার নিকট অতীব প্রিয়।'
- হযরত আয়েশা 'শে'র' (আরবি কাব্য), 'ফারায়েয' (উত্তরাধিকার বন্টন নীতি) এবং ফিকহ্ (ইসলামী আইনশাস্ত্র)'র সবচেয়ে বড় 'আ-লিমাহ' (জ্ঞানী) ছিলেন।
- হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ক্বোরআন মাজীদ, হালাল-হারাম এবং 'নসবনামা' (বংশানুক্রম)-এর সর্বাধিক ইলমের অধিকারী ছিলেন।

নিচে উল্লেখিত কিছু বৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে, যা পুরো উম্মতের মধ্যে শুধুমাত্র হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা-ই অর্জন করেছেন। যথা:

ক. হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র কোলে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর ওহী নাযিল হয়েছে।

খ. রফীক্ব-ই আ'লা (সুমহান বন্ধু)'র সাথে সাক্ষাতের সময় হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী মাথা মুবারক হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা'র কোল মুবারকে ছিল।

গ. ওফাতের পূর্বে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে মিস্ওয়াক করেছিলেন, সেটি হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা স্বীয় মুখে নিয়ে নরম করে হুযূর করীমকে পেশ করেছিলেন।

ঘ. ওফাত শরীফের পূর্বের কিছু দিন ওফাতের অসুস্থতার মধ্যে হযরত আয়েশা'র হুজরা শরীফকেই অবস্থানের জন্য মর্যাদা দিয়েছেন।

ঙ. হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অনন্ত ও স্থায়ী আরামস্থল হওয়ার মর্যাদাও হযরত আয়েশা'র হুজরা শরীফ অর্জন করেছে।

চ. হযরত আয়েশা'র পবিত্রতা বর্ণনায় সম্পূর্ণ সূরা নূর নাযিল করা হয়েছে।

ছ. সকল উম্মত তায়াম্মুমের অনুমতি পেয়েছে হযরত আয়েশা'র ওসীলায়।

জ. তাঁরই বরকতে উম্মত 'ক্বানূন-ই ক্বযফ' (মিথ্যা দোষারোপ আইন) পেয়েছে।

ঝ. হযরত আয়েশার ব্যাপারে হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, 'আমাকে আয়েশা'র বিষয়ে কষ্ট দিওনা।'

ঞ. এরশাদ করেন: আয়েশার 'ফযিলত' (মর্যাদা) সকল রমণীদের উপর এমন, যেমনি সরীদ-এর সকল খাবারের উপর 'ফযিলত' (মর্যাদা) হাসিল হয়েছে।

ট. উম্মতের এ মহান ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিস ২২১০টি হাদিস শরীফ বর্ণনা করেছেন।

তিনি ১৭ রমযানুল মুবারক ৫৮ হিজরীতে ওফাত পান। জান্নাতুল বাকী'তে তাঁর কবর শরীফ রয়েছে।

০৪. ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ:(১৭ রমযানুল মুবারক ২ হিজরী)

বদর যুদ্ধ ১৭ রমযানুল মুবারক ২ হিজরীতে মুসলমানগণ ও মক্কার কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হয়। ইসলামী যোদ্ধাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাজেদার-ই মদীনা হুযূর নবী-ই আক্রম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম, অপরদিকে কাফের যোদ্ধাদের নেতৃত্ব ছিল আবূ জাহল-এর নিকট। এ যুদ্ধকে 'গাযওয়া-ই বদরুল কোবরা' ও 'ইয়াওমুল ফুরক্বান' নামেও অভিহিত করা হয়। বদর একটি গ্রামের নাম, যা মদীনা-ই ত্বায়্যিবাহ থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। সেখানে পানির বেশ কয়েকটি কূপ ছিল এবং সিরিয়া থেকে আগমনকারী কাফেলাগুলো এখানে এসে যাত্রা বিরতি করত। উল্লেখ্য যে, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে গেছেন, তখন থেকেই মক্কার কুরাইশরা মদীনা-ই ত্বায়্যিবায় হামলা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। মক্কার কুরাইশরা মদীনার পথ দিয়ে সিরিয়ার দিকে বাণিজ্যিক সফরে যেত। একদা তাদের নিকট এ সংবাদ পৌঁছল যে, মুসলমানগণ মক্কার কুরাইশদের সিরিয়া থেকে আগমনকারী কাফেলার উপর হামলা করার জন্য আসছে, এতেই মক্কার কুরাইশরা মুসলমানগণের অস্তিত্ব বিলীন করার জন্য নিজেদের অপবিত্র ইচ্ছাগুলো সহকারে অহংকারের নেশায় মত্ত হয়ে মদীনা-ই

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

ত্বায়্যিবাহ'র প্রতি যাত্রা করল এবং বদর নামক স্থানে পৌঁছল, সেখানে ইসলামী যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ হল। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত শয়তানী শক্তিগুলোকে নস্যাৎ করে দিলেন। আর ইসলামের অনুসারীদেরকে মহাগৌরবের বিজয় ও সাফল্য দান করলেন। ইসলামী যোদ্ধা ৩১৩ জন ছিলেন, হাতিয়ার, খাদ্যরসদ, বাহন অত্যন্ত কম ছিল; অথচ বিপরীত পক্ষের কাফেররা মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাতিয়ার দ্বারা সুপ্রস্তুত ছিল; তাদের বাহনও ছিল বেশি, অগণিত উট ও খাদ্যরসদে ভর্তি ছিল। এতদ্সত্তেও মক্কার কাফেররা এত ছোট ইসলামী যোদ্ধাবাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে নি এবং পরিশেষে তাদেরকে পরাজয় বরণ করে পালিয়ে যেতে হয়েছিল।

ইসলামী যোদ্ধাগণকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হাজার হাজার ফেরেশতাকুল সাহায্য করেছিলেন। মক্কার কাফেরদের সত্তরের অধিক লোক এ যুদ্ধে জাহান্নামে নিপতিত হয়েছে আর প্রায় সত্তর জন লোক কয়েদী হয়েছিল। অপরদিকে ১৪ জন সাহাবা-ই কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শাহাদাতের শরাব পান করেছেন। শোহাদা-ই বদরের মধ্য থেকে তের জন তো বদরের ময়দানেই দাফন হয়েছে; কিন্তু হযরত ওবায়দাহ ইবনে হারিস যেহেতু বদর থেকে ফেরার পথে 'সাফরা' নামক স্থানে ওফাত পেয়েছেন, এ জন্য তাঁর কবর শরীফ 'মনযিল-ই সাফরা'তে অবস্থিত।

আসহাব-ই বদর ও শোহাদা-ই বদরের ফযিলত এ কথার দ্বারাই প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত হারিসা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন নওজোয়ান ব্যক্তি ছিলেন। বদর যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করার পর তাঁর মা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বললেন,

يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةَ حَارِثَةَ مِنِّي، فَإِنْ يَكُنْ فِي الجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، وَإِنْ تَكُ الأُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعُ، فَقَالَ: وَيْحَكِ، أَوَهَبِلْتِ، أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ، إِنَّهَا جِنَانٌ كَثِيرَةٌ، وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! হারিসা আমার কত আদরের আপনি তো তা অবশ্যই জানেন। সে যদি জান্নাতী হয়, তাহলে আমি ধৈর্য ধারণ করব এবং আল্লাহর নিকট সাওয়াবের আশা করব। আর অন্যথায়, আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, আমি (তার জন্য) যা করছি। তখন তিনি (হুযূর করীম) এরশাদ করলেন, তোমার কি হল, তুমি কি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে? বেহেশ্ত কি একটি? বেহেশ্ত অনেক, সে তো জান্নাতুল ফিরদাউসে অবস্থান করছে।'[১২]

হযরত হাত্বিব ইবনে আবূ বালতা' রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলামী যোদ্ধাগণের আগমনের কথা মক্কার কুরাইশদের অবহিত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে অবগত হয়ে যান এবং কাফেরা রওয়ানার খবর মক্কার কুরাইশদের নিকট পৌঁছতে পারে নি। সাহাবা-ই কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম তাঁর বিরুদ্ধে কঠিন ফয়সালা দেয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন; কিন্তু হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর ব্যাপারে এরশাদ করেন:

إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "

'সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। সম্ভবত তোমার হয়ত জানা নেই, আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে অবহিত আছেন। তাই তাঁদের উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমল কর। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি।'[১৩]

বদর যুদ্ধে মু'মিনগণের জন্য বহু সবক ও শিক্ষা রয়েছে। যদি বদর যুদ্ধের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য মু'মিনগণের বুঝে এসে যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও মদদ আজও অবতীর্ণ হতে পারে।

ড.ইকবাল (রহমাতুল্লাহি আলায়হি) বলেন,

فضائے بدر پیدا کر ، فرشتے تیری نصرت کو
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

০৫. ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়: (২০ রমযানুল মুবারক ৮ হিজরী)

নুবূয়ত ঘোষণার পর থেকে ৮ম হিজরী পর্যন্ত ২১ বছরের নবভী যুগ নিরাপত্তা, শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের প্রতি আহ্বানকারীগণ এবং দ্বীন-ই রহমতের জন্য ভীষণ ধৈর্য্য পরীক্ষা ও কঠিন যুগ ছিল। মু'মিনগণ অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে মক্কা ত্যাগ করেছেন এবং হেরম-ই কা'বা থেকে

[১২] বোখারী, আস্ সহীহ, খন্ড-০৫, পৃ. ৭৭, হাদিস নং- ৩৯৮২
[১৩] বোখারী, আস্ সহীহ, খন্ড-০৪, পৃ. ৫৯, হাদিস নং- ৩০০৭

প্রবন্ধ

বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করেছেন। মদীনাতুল মুনাওওয়রাহ হিজরত করার পরও তাঁদের অন্তরে স্বীয় জন্মভূমি ও বায়ত-ই ‘আতীক্ব (কা’বা)’র প্রতি গভীর ভালবাসা বিদ্যমান ছিল। তাঁরা নিজের প্রিয় জন্মভূমির মহব্বতে অস্থির ছিলেন। কিন্তু এখন অবস্থাদির পরিবর্তন হতে চলেছে, তাওহীদের মশাল সমুন্নতকারীগণ , যাদেরকে মদীনা হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাঁরা স্বীয় ললাটসমূহে সাজদার নূরী ঝলকসহকারে দশ হাজার জনের বিরাট বহর নিয়ে স্বীয় পথপ্রদর্শক ও মুনিব দু’জগতের আক্বা সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র নেতৃত্বে মক্কার মধ্যে এমন অতুলনীয় শান ও মর্যাদা নিয়ে প্রবেশ করছেন যে, পুরো পরিবেশ জুড়ে আল্লাহ তা’আলার বড়ত্বের বাণী ‘তাকবীর’ ও ‘তালবিয়া’ দ্বারা প্রকম্পিত হচ্ছে। তাওহীদের শক্তিতে উজ্জীবিত মুজাহিদগণ হযরত ইবরাহীম ‘খলীলুল্লাহ’ (আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বন্ধু) আলায়হিস সালাম’র নির্মাণকৃত কা’বাকে ওই সকল মুর্তি-প্রতিমার নাপাকী থেকে পবিত্র করেছেন, যেগুলোকে সারি সারি করে কা’বার পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। আজ প্রত্যেক অহংকারী ও অবাধ্য ব্যক্তির অহমিকা ধুলায় মিশ্রিত হয়েছে। মু’মিনগণের রক্তপিপাসুরা গর্দান ঝুঁকিয়ে নবী-ই রহমত, রঊফ, রহীম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র দরবারে করুণা ভিখারী বেশে দন্ডায়মান হয়ে গেছে। মহাবিশ্বের বিপ্লবগুলোর মধ্য থেকে এ মহামর্যাদাপূর্ণ ও মানব ইতিহাসের বিরল বিপ্লবের নির্মাতা হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় দয়াময় রবের প্রশংসা-বন্দনায় রত হলেন, বিজয় ও সাফল্যের পতাকা উড্ডীন করে বায়তুল্লাহর নিকটে তশরীফ আনলেন।

এ সময়ে কা’বা শরীফে ৩৬০ টি মূর্তি স্থাপন করে রাখা হয়েছিল। তাওহীদপন্থিগণের ইমাম, সত্য পথপ্রদর্শক হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র পবিত্র হাত মুবারকে লাঠি শরীফ ছিল। পবিত্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল,

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

‘সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা তো বিলুপ্ত হবারই ছিলো।’[১৪]

লাঠি শরীফ দ্বারা যখনই কোন মূর্তির দিকে ইশারা করতেন, সাথে সাথে সেটি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। এমন দৃশ্য কোন চোখ কখনো দেখেনি, না কিয়ামত পর্যন্ত দেখবে। রক্তপিপাসুদের বলে দেয়া হলো, আজ তোমাদের নিকট থেকে কোন বদলা নেয়া হবে না। প্রাণের শত্রুর ব্যাপারেও রহমতপূর্ণ ঘোষণা করা হলো:

مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ.

‘যে ব্যক্তি আবূ সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নিল, সে নিরাপদ।’[১৫] এমনকি যে স্বীয় গৃহের দ্বার বন্ধ করে নিয়েছে, সেও নিরাপদ। সকল মক্কাবাসী সাধারণ ক্ষমা পেয়ে দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে লাগল। কিন্তু চারজন ব্যক্তি ক্ষমা পায়নি। যারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে, নবীর মানহানি করেছে, ঈমানের সাথে শত্রুতা করেছে, তাদের কোন ক্ষমা নেই। তারা কা’বার গিলাফেও আশ্রয় নিলে, তাদের হত্যার হুকুম জারি করা হয়েছে।

সহীহ বোখারীতে এসেছে,

جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ فَقَالَ اقْتُلُوهُ

‘এক ব্যক্তি এসে তাঁকে (হুযূর করীম) বললেন, ইবনে খাত্বাল কা’বার গিলাফ ধরে আছে। তিনি (হুযূর করীম) এরশাদ করলেন, তাকে তোমরা হত্যা কর।’[১৬]

এটি ছিল ওই মহাগৌরবের ও ঐতিহাসিক বিজয়, যেটাকে ক্বোরআন মাজীদে ‘ফাতহুম মুবীন’ (স্পষ্ট বিজয়) আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ পবিত্র সময়টিও মাহে রমযানুল মুবারকের অংশ হয়েছে।

০৬. শাহাদাত-ই হযরত আলী মুরতাদ্বা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু): (২১ রমযানুল মুবারক ৪০ হিজরী)

মাওলায়ে কায়িনাত হযরত সায়্যিদুনা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু ইবনে আবি তালিব একজন মহামর্যাদাবান সাহাবী-ই রসূল ছিলেন। সম্পর্কে তিনি হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা’আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র চাচাত ভাই হন। তিনি নবী মোস্তফার উপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী সাহাবীগণের মধ্যে পরিগণিত হন। তিনি ‘আহলে বায়ত’-এরও অন্তর্ভূক্ত। তাঁর বীরত্ব, সাহস অবর্ণনীয়; তাঁর প্রজ্ঞা ও

[১৪] আল-ক্বোরআন: সূরা (১৭) বনী- ইস্রা-ঈ-ল, আয়াত: ৮১

[১৫] মুসলিম, আস্ সহীহ, খন্ড-০৩, পৃ. ১৪০৫, হাদিস নং- ১৭৮০

[১৬] বোখারী, আস্ সহীহ, খন্ড-০৩, পৃ. ১৭, হাদিস নং-১৪৪৬

প্রবন্ধ

বিচক্ষণতা অতুলনীয়। তাঁর 'রুহানিয়ত' (আধ্যাত্মিকতা), 'যুহ্দ' (দুনিয়াবিমুখতা), আলোকজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়; তিনি ইল্ম ও 'ইরফান-এর প্রস্রবন ও উৎসমূল। তাক্বওয়া ও আত্মসংযম তাঁর স্বভাবেরই অংশ ছিল। মাওলায়ে কায়িনাত অগণিত বিরল ও অতুলনীয় সৌন্দর্য ও মহৎ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রতিটি সৌন্দর্য অসংখ্য বিকাশস্থলে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁর ফাযাইল, মানাক্বিব ও গুণাবলি এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমিত করা অসম্ভব, তবুও পাঠকের ইল্মী আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং সায়্যিদুনা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে রুহানী সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য তাঁর সুমহান বীরত্বের কিছু নমুনা পেশ করছি।

- বদর যুদ্ধে তিনি শবীহ ইবনে রবী'আহ এবং 'উতবাহ ইবনে রবী'আহকে জাহান্নামে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর তরবারী ইসলামের শত্রুদের খুঁজে খুঁজে জাহান্নামে মিলিত করেছিল।
- একই বীরত্ব প্রদর্শন তিনি ৫ হিজরীতে আহযাবের যুদ্ধে দেখিয়েছেন। আমর ইবনে আবদ্ উদ্দু পুরো আরবের বিখ্যাত পলোয়ন ছিল। তার বয়স নব্বই বছর ছিল এবং পুরো আরবে তার মোকাবেলা করার কারোরই শক্তি ছিল না। আহযাবের যুদ্ধে সে খন্দকের নিকট এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করলো এবং হুংকার দিয়ে বলে উঠলো, কে আছে আবদ্ উদ্দু'র সাথে মোকাবিলা করতে পারবে? হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য এগিয়ে গেলেন। সে তাঁকে (হযরত আলী) দেখে হেসে দিল এবং বললো, তুমি এসেছো আমার মোকাবিলা করতে। তোমার নাম কী? সে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে বললো: যখন কেউ আমার সাথে মোকাবিল করতে আসে, তখন আমি তার তিনটি ইচ্ছার মধ্যে একটি অবশ্যই পূরণ করি। বলো, তোমার ইচ্ছাগুলো কী? হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এরশাদ করলেন: আমার প্রথম ইচ্ছা হচ্ছে, তুমি মু'মিন হয়ে যাও; সে বললো: প্রশ্নই উঠে না। তিনি (হযরত আলী) বললেন: আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা হচ্ছে, তুমি যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যাও; সে হাসল এবং বললো, এটা কাপুরুষের কাজ। তিনি (হযরত আলী) বললেন, অতঃপর আমার তৃতীয় ইচ্ছা হচ্ছে, এসো মোকাবিলা করো, যাতে আমি তোমাকে হত্যা করি। সে তাঁর (হযরত আলী) কথায় বিস্মিত হলো এবং ক্রোধান্বিত হয়ে ঘোড়া থেকে অবতরণ করলো এবং কিছুক্ষণ সময় তীব্র মোকাবিলা হয়েছে; পরিশেষে হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)'র তরবারী তাকে কেটে দিল।
- খায়বারের যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্বের দৃষ্টান্ত রেখেছেন, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ، أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ: يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ "

'আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে পতাকা দিব কিংবা এমন এক ব্যক্তি পতাকা গ্রহণ করবেন, যাঁকে আল্লাহ ও তাঁর রসূল মহব্বত করেন অথবা যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে মহব্বত করেন। তাঁর হাতে আল্লাহ্ তা'আলা (খায়বার) বিজয় দান করবেন। পরবর্তী দিন হুযূর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলীকে আহ্বান করলেন, কিন্তু তিনি চোখের অসুখে আক্রান্ত ছিলেন। হুযূর করীম স্বীয় থুথু মুবারক তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন, তাৎক্ষনিকই তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। হুযূর করীম তাঁর হাতে পতাকাটি দিলেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত আলীর হাতেই খায়বার বিজয় দান করলেন।'

(বোখারী, আস্ সহীহ, খন্ড-০৫, পৃ. ১৮, হাদিস নং-৩৭০২)

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র উপর রমযানুল মুবারকে সিরিয়া থেকে আগত আবদুর রহমান ইবনে মুলযিম নামের এক ব্যক্তি কুফার মসজিদে নামাযরত অবস্থায় বিষ মিশ্রিত তলোয়ার দ্বারা আক্রমন করেছিল, ফলে বিষের প্রভাব পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে ২১ রমযানুল মুবারক ফজরের সময় তিনি শাহাদাতের শরাব পান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আহলে বায়তে আত্বহার-এর মহব্বত, সম্মান ও আদব দান করুন।

লেখক: পরিচালক-আনজুমান রিসার্চ সেন্টার, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

সিয়াম ঃ এক আধ্যাত্মিক সাধনার নাম

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম আমিরী

সাওম বা সিয়াম আরবি শব্দ। বাংলায় প্রতিশব্দ রোযা ব্যবহার হয়। সাওম বা সিয়াম'র আভিধানিক অর্থ বিরত থাকা, পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। শরীয়তের পরিভাষায় একজন মুসলমান সুবহি সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিয়্যত সহকারে পানাহার এবং যৌনাচার থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোযা বলা হয়।

মূলত রোযা পালনের নিয়ম সর্বকালে, সর্বযুগেই প্রচলিত ছিল। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম থেকে আরম্ভ করে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম পর্যন্ত সকল নবী-রসূলের উপর সিয়াম বা রোযা ফরয ছিল। যদিও ধরন ও প্রক্রিয়াগতভাবে তাদের রোযা আমাদের রোযা থেকে কিছুটা ভিন্নতর ছিল।

হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র উপর চন্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখের রোযা ফরয ছিল, হযরত মুসা আলায়হিস্ সালামের উম্মতদের উপর আশুরা'র রোযা ফরয ছিল। এক বর্ণনায় রয়েছে সর্বপ্রথম নূহ্ আলায়হিস্ সালাম রোযা পালন করেছেন। নবীদের মধ্যে হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালামের রোযার গুরুত্ব হাদীসে পাকে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। তিনি একদিন রোযা রাখতেন, অপরদিন রোযা রাখতেন না। এককথায় প্রাচীনকালে গ্রীক, পারসিক ও মিসরীয় ধর্মসহ সকল ধর্ম বিশ্বাসে রোযার প্রচলন দেখা যায়।

ইসলাম পূর্ব সকল ধর্মে রোযার প্রচলন থাকলেও তারা রোযা পালনের ব্যাপারে নিজেদের অবাধ স্বাধীনতা, রোযার ভাবমূর্তি ও প্রাণশক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করে দিয়েছিল। তাদের ধর্মে রোযার মত নির্মল, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম এ এবাদত অন্তঃসারশূন্য নিছক এক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। এ অবস্থা হতে ফিরিয়ে আনতে এবং একে আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণের ধারক ও বাহক করার নিমিত্তে আল্লাহ্ তা'আলা উম্মতে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর রোযা ফরয করে এরশাদ করেন-'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রমযানের রোযা ফরয করা হলো, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে সক্ষম হও।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৮৩]

উপরোক্ত আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা অন্যান্য এবাদতের ন্যায় মুসলমানের উপর রমযান মাসের রোযার ফরযিয়ত অবতীর্ণ করেছেন। তবে এতে বেশ কিছু মৌলিক চিন্তা চেতনার সংস্কার সাধন করেছেন। মুসলিম সমাজের সর্বস্তরে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব সুস্পষ্ট।

রোযাদার রোযা পালনের মাধ্যমে হৃদয়ের পবিত্রতা ও চিন্তাধারার বিশুদ্ধতা অর্জন করে। রোযার মাধ্যমে বান্দা এক রূহানী তৃপ্তি, নতুন উদ্যম ও প্রেরণা লাভ করে। আল্লাহ্ তা'আলা রোযার জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন, তা স্মরণে রোযাদার এক মুহূর্তে ভোগে তুষ্ট, ত্যাগে উদ্বুদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাসে হয়ে উঠে বলীয়ান।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- 'রোযা আমার জন্য এবং আমি স্বয়ং এর পুরস্কার দান করবো।' [মিশকাত শরীফ]

অপর এক হাদীসে এসেছে- রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ''রোযাদার ব্যক্তির দু'টি আনন্দ। একটি হলো ইফতারের মুহূর্তে আর অপরটি তার রবের সাথে সাক্ষাতের মুহূর্তে।''

প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাসে রোযার ব্যাপারে অনেক সীমাবদ্ধতা ও বাড়াবাড়ি ছিল। ইসলাম এ ক্ষেত্রে উদারতার পরিচয় দিয়েছে। যেমন- রোযাদারের যেন সাধ্যাতীত কষ্ট না হয় এর জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহ্রীকে সুন্নাত এবং বিলম্বে সাহরী গ্রহণ করাকে মুস্তাহাব করেছেন। এমনিভাবে ইফতারের সময় অযথা বিলম্ব না করে সময় হওয়ার সাথে সাথেই ইফতার করার নির্দেশ দিয়েছেন। অনুরূপভাবে অক্ষম ব্যক্তিদের রোযার বিষয়টি বিবেচনায় এনে ওযর দূর না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে রোযা না রাখার অনুমতি ও রাতভর পাহানাহারসহ যাবতীয় বৈধ কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে- ''তোমরা কেউ পীড়িত কিংবা সফরে থাকলে অন্য সময় এ রোযা পূর্ণ করতে হবে। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৮৫]

''আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাতের কালো রেখা হতে ভোরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। [সূরা বাক্বারা: আয়াত-১৮]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

পূর্বের প্রায় সকল ধর্মেই রোযা সৌরমাস হিসাবে রাখার বিধান ছিল। এতে প্রতি বছর একই সময় নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখা হত। কোন রদবদল হতো না। তাতে রোযাদারদের মধ্যে কিছুটা একঘেয়েমি মনোভাব সৃষ্টি হত। ইসলাম সৌর মাসের পরিবর্তে চান্দ্র মাসের হিসাবে রোযা ফরয করায়, পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের মানুষ সহজে রোযা রাখতে সক্ষম হয় এবং চান্দ্র মাসের কারণে ধীরে ধীরে রমযানের সময় বদল হয়ে যায়। রমযান কখনো আসে গরমে আবার কখনো শীতে। সময়ের এ পরিবর্তনের ফলে নতুনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "চাঁদ দেখে রোযা আরম্ভ কর এবং চাঁদ দেখে তা ভঙ্গ কর।" [মিশকাত শরীফ]

রোযার আধ্যাত্মিক গুরুত্ব

রোযার মৌলিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব হলো ''তাকওয়া' অর্জন। হৃদয়ের নির্মল পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার নাম তাকওয়া। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা রোযার তাৎপর্য আলোচনায় এরশাদ করেছেন, "যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" "তাকওয়া" হচ্ছে হৃদয়ের এক বিশেষ অবস্থা। যা মানুষকে গুনাহ্ হতে বিরত রাখে। মানুষ গুনাহ্ করে নাফস'র কারণে। পানাহার দ্বারা নাফস শক্তিশালী হয়। রোযা যেহেতু পানাহার হতে বিরত রাখে, তাতে নাফস দুর্বল হয়ে পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ কমে যায়। এছাড়াও তাকওয়া অর্জিত হলে মানুষ আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে তাতে পাপাচারের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন কমতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন, "তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত যে তোমাদের মধ্যে বেশী মুত্তাকী।"

মুসলমানদের নিকট রোযা যেন গুরুত্বহীন নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয় তা যেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পালিত হয় তার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রোযার সাথে ঈমান ও এহতিসাব তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও উত্তম বিনিময় লাভের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, "যে ব্যক্তি ঈমানসহ নেকী হাসিলের আশায় রমযানের রোযা রাখবে তার অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে।" [মিশকাত শরীফ]

মূলত যে রোযা তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় ও হৃদয়ের পবিত্রতা শূন্য সে রোযা প্রকৃত অর্থে রোযাই নয়। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ রূপ রোযার কোন গুরুত্ব নেই। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী আমল বন্ধ করেনি, তার এ পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।" [বোখারী শরীফ]

এছাড়াও যে সব কাজ রোযার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিপন্থী, রোযা অবস্থায় সে সব কাজ হতে বিরত থাকতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকিদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "রোযা অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশ্লীল কাজে লিপ্ত না হয় এবং ঝগড়া বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয় তবে সে যেন বলে, আমি রোযাদার। [মিশকাত শরীফ]

একজন মুসলমান রোযার সুফল পেতে হলে সংযত হওয়ার পাশাপাশি চোখ, কান, জিহ্বা এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সংযমী করে তুলতে হবে। হারাম জিনিস দেখা, নিষিদ্ধ কথা বলা ও শোনা এবং হারাম কাজ করা থেকে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অবশ্যই বিরত রাখতে হবে।

এমনিভাবে রোযার কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়ার জন্য হালাল উপার্জন অপরিহার্য। হারাম খেয়ে রোযা রাখলে, এতে নাফসের পাশবিকতা অবদমিত হওয়ার পরিবর্তে তা আরো উত্তেজিত হবে।

রোযার আধ্যাত্মিক উপকারিতা

রোযার মধ্যে অনেক আধ্যাত্মিক উপকারিতা রয়েছে এর মধ্যে থেকে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

১. 'রূহ' বৈশ্বিক জগতে আসার পূর্বে পানাহারের প্রয়োজনীয়তা ছিলনা। এ কারণে গুনাহ্ হতে মুক্ত ছিল। এ জগতে যখন রূহ ও নাফস একত্রিত হলো, তাতে খাদ্যের প্রয়োজন অনুভব হলো। এতে উভয়ে যেন তাদের পূর্বের অবস্থা স্মরণ করার জন্য কিছুদিন উপবাস থাকার বিধান প্রদান করেছেন।

২. নাফ্স ও রূহ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের অবস্থান শরীর। নাফস'র জন্য শক্তি প্রয়োজন যা পানাহার দ্বারা অর্জিত হয়। আর রূহের জন্য প্রয়োজন দুর্বলতা তা নেক আমলের দ্বারা অর্জিত হয়। নাফসকে কিছুদিন উপবাস রেখে দুর্বল করলে রূহ শক্তিশালী হয়।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

৩. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধা পিপাসার কষ্ট অনুভব হয় যাতে পানাহারের গুরুত্ব অনুভব করে আল্লাহ্ তা'আলার শোকরিয়া আদায় করা যায়।

৪. রোযার দ্বারা মানুষের স্বভাবে নম্রতা ও বিনয়ীভাব সৃষ্টি হয় এবং মানব মনে আল্লাহর মহত্বের ধারণা জাগ্রত হয়।

৫. রোযার দ্বারা মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মমত্ববোধ এবং পরস্পরের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। কেননা যে ব্যক্তি কোন দিনও ক্ষুধার্ত ও পিপাসিত থাকেনি সে কখনো ক্ষুধার্ত মানুষের দুঃখ, কষ্ট বুঝতে পারে না। অপরদিকে কোন ব্যক্তি যখন রোযা রাখে এবং উপবাস থাকে তখন সে উপলব্ধি করতে পারে যে, যারা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাচ্ছে, তারা কত কষ্টে আছে, ফলে গরীব অসহায় মানুষের প্রতি তার সহানুভূতি হয়।

৬. রোযার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা হলো দৈহিক সুস্থতা অর্জন। চিকিৎসা বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে যে, শারীরিক সুস্থতার জন্য উপবাসের কোন বিকল্প নেই। তাই তারা বৎসরে কয়েকদিন উপবাস থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তাদের মতে, স্বল্প খাদ্য গ্রহণ স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বল্প খাদ্য গ্রহণ করতে বলেছেন। সূফি সাধকদের মতে, হৃদয়ের স্বচ্ছতা অর্জনে স্বল্প খাদ্য গ্রহণের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রোযা পালনের মাধ্যমে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শরীর ক্ষতিকর চর্বি জমতে পারে না। পক্ষান্তরে মাত্রাতিরিক্ত পানাহারের ফলে শরীরে অধিকাংশে রোগ ব্যাধির সৃষ্টি হয়।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

লেখক : অধ্যক্ষ- হযরত কালু শাহ্ সুন্নিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম।

তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মহাগ্রন্থ আল-ক্বোরআন কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ আল-মাসুম

পবিত্র ক্বোরআন মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হওয়া সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব। মানবজাতির মুক্তির একমাত্র সংবিধান। এটি আল্লাহ তায়ালার কালাম। তিনি নিজেই কিয়ামত অবধি ক্বোরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ.

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই আমি এ গ্রন্থ (পবিত্র কুরআন) নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী।[17] প্রতিটি মুসলমানের আকিদা ও বিশ্বাস, অবতীর্ণ হওয়া থেকে শুরু করে আজকের দিন পর্যন্ত কোরআনুল করিমের একটি আয়াত এমনকি একটি অক্ষরও পরিবর্তন হয়নি এবং কিয়ামত পর্যন্ত কেউ পরিবর্তন করতে পারবেও না। ক্বোরআন শরীফে কোন প্রকারের পরিবর্তন সাধন হওয়ার দাবী কারী মুসলমান থাকতে পারে না, সে নিঃসন্দেহে কাফের। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারতে শিয়া ওয়াকফ বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ওয়াসিম রিজভী পবিত্র ক্বোরআনুল করিমের ২৬টি আয়াতের ওপর আপত্তি তুলে পরিবর্তনের আবেদন জানিয়ে গত ১১ মার্চ দেশটির সুপ্রিম কোর্টে রিট করেছে। অতীতেও তার বক্তব্যে ইসলাম সম্পর্কে নানা বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। এখন সে প্রকাশ্যে কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তার মতে, এই ২৬ আয়াত খোলাফায়ে রাশেদার প্রথম তিন খলিফা পবিত্র ক্বোরআনে সংযোজন করেছিলেন ইসলাম ধর্মকে জোর করে প্রচার করার লক্ষ্যে।

মূলত এটা ইসলামের বিরুদ্ধে এক নতুন ষড়যন্ত্র, যা কতিপয় মুসলমান নামধারী পথভ্রষ্ট, ধর্মকে উপেক্ষা করার নীতিতে বিশ্বাসী একদল ব্যক্তির মাধ্যমে বাস্তবায়নের চেষ্টা চালাচ্ছে দুশমনরা। তাদের লক্ষ্য হচ্ছে পবিত্র ক্বোরআনকে বিতর্কিত ধর্মগ্রন্থ বলে প্রচার করা। এটা দ্বারা এও প্রামণিত হলো পাক-ভারত উপমহাদেশে শিয়া সম্প্রদায় ক্বোরআন তাহরীফে (বিকৃতি) বিশ্বাসী। এর মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিয়া-সুন্নী সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে উস্কে দেয়া তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তাছাড়া, যারা শান্তির ধর্ম ইসলাম ও পবিত্র ক্বোরআনুল করিমকে বিতর্কিত গ্রন্থ এবং মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী ও সন্ত্রাসবাদী দেখিয়ে বিশ্বব্যাপী ইসলামের অগ্রযাত্রা ও প্রসারকে স্তব্ধ করে দিতে চায় তারা। আর এসব অশুভ লক্ষ্যেই ভারতের সুপ্রিম কোর্টে এ রিট করানো হয়েছে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এ ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছে ইসলামের চির-দুশমন ইহুদিবাদী ইসরাইল ও ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী চক্র যা এ পর্যন্ত বহুবার প্রকাশ পেয়েছে। এই রিট ভারতে শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সংখ্যালঘু, অথচ বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করে তাদেরকে নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অশুভ চেষ্টাও হতে পারে।

বস্তুত সমগ্র মুসলিমবিশ্ব ঐকমত্য পোষণ করে যে, পবিত্র ক্বোরআন অবিকৃত আসমানী কিতাব। এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক হুবহু সেভাবে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন ছাড়াই অকাট্য মুতাওয়াতির তথা নিশ্চিত সূত্রে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে আজ হিজরী পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি মহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিটি শতাব্দীর লিখিত ও প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের সব কপি বা অনুলিপি হুবহু একই, এক ও অভিন্ন এবং এ সব কপির কোনো একটিতেও মূল টেক্সটের ভিন্নতা ও ইখতিলাফ বিদ্যমান নেই। আর এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআনের মূল টেক্সট সব ধরণের বিকৃতি (অর্থাৎ পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন) থেকে মুক্ত, পবিত্র ও সংরক্ষিত। আর এটা হচ্ছে এ আসমানী গ্রন্থের অলৌকিকত্ব। এ ছাড়াও পবিত্র ক্বোরআনের অবিকৃত ও বিশুদ্ধ থাকার ব্যাপারে অসংখ্য বুদ্ধিবৃত্তিক তাত্ত্বিক যুক্তি ও অকাট্য বৈজ্ঞানিক দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান। এ স্বর্গীয় গ্রন্থের অনুপম, অভিনব, অপূর্ব-অলৌকিক ভাষা-শৈলী, সাহিত্যিক ও অলংকার শাস্ত্রীয় মান, অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু, বিধি-বিধান, শিক্ষা ও আদর্শের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গভীরতা, ব্যাপকতা, চির নবীনত্ব, বৈজ্ঞানিকত্ব,

[17] - সূরা হিজর, আয়াত : ৯

www.anjumantrust.org, Email: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

যৌক্তিকতা, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য, ভারসাম্যও এ আসমানী গ্রন্থে মানব জীবনের সৌভাগ্যের সমুদয় সার্বিক দিক সহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যা সমাধানের মূল নীতিমালার বিদ্যমানতা প্রমাণ করে যে, এ গ্রন্থটি বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মহান আল্লাহরই গ্রন্থ তথা ঐশী গ্রন্থ- যা মহান আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক সর্বদা সংরক্ষিত ও অবিকৃত আছে ও থাকবে এবং দুনিয়ার কোনো শক্তি এর ধ্বংস ও বিকৃতি সাধন করতে পারবে না। সূরা হিজরের ৯ নম্বর আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র ক্বোরআন থেকে কোনো সূরা, আয়াত, শব্দ এবং বর্ণ বাদ দেয়া ও বাদ পড়া অসম্ভব। কারণ, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা এ ঐশী আসমানী কিতাবের সংরক্ষণ ও হিফাযতের দায়িত্ব নিয়েছেন ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।

পবিত্র ক্বোরআন সকল মানব ও জিন্ জাতিকে এ গ্রন্থের অনুরূপ গ্রন্থ, ১০ টি সূরা অথবা অন্ততঃ একটি সূরা রচনা করে আনার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে আজ থেকে পনেরশত শতাব্দী আগে। ইরশাদ হচ্ছে-

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا-

অর্থাৎ- হে রাসূল! আপনি বলুন, যদি এই ক্বোরআনের অনুরূপ গ্রন্থ আনয়নের জন্য মানুষ ও জিন্ন জাতি সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে তবুও তারা এর অনুরূপ (গ্রন্থ) আনয়ন করতে পারবে না।[১৮] অন্যত্র রয়েছে-

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ-

অর্থাৎ- তারা কি বলে- "তিনি (হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এটা (পবিত্র ক্বোরআন নিজে রচনা করে মহান আল্লাহর নামে চালিয়ে দিয়েছেন) অর্থাৎ মহান আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করেছেন?" হে রাসূল! বলুন, তোমরা এর (পবিত্র ক্বোরআন) অনুরূপ দশটি স্বরচিত সূরা আনয়ন করো এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো ডেকে আনো যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হও।[১৯] অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে -

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ-

অর্থাৎ- তারা কি বলে, "তিনি (হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা তথা এই কুরআন নিজে রচনা করে) মহান আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করেছেন (এবং তিনি বলেছেন, এটা তাঁর উপর মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে)?" হে রাসূল! বলুন, তবে তোমরা এর অনুরূপ একটি সূরা রচনা কর এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য যাকে পারো আহ্বান কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[২০]

অতঃপর ইরশাদ হচ্ছে -

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ- فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ-

অর্থাৎ- আমি আমার খাস বান্দার (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উপর যা অবতীর্ণ করেছি তাতে (পবিত্র ক্বোরআন) তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা আনয়ন করো এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও (তোমাদের দাবীতে) তবে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাক্ষীদের কিংবা সাহায্যকারীদের আহবান করো। যদি তোমরা (আনয়ন) না কর তবে কখনোই করতে পারবে না। অতএব সেই আগুনকে ভয় করো- মানুষ এবং পাথর হবে যার ইন্ধন, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য যা প্রস্তুত রয়েছে।[২১]

দীর্ঘ ১৫ শতাব্দী ধরে ইসলামের দুশমনরা বহু চেষ্টা চালিয়ে আজও মহান আল্লাহর এই চিরন্তন চ্যালেঞ্জকে বিন্দুমাত্র ম্লান করতে পারেনি। অথচ এই সময়ে আরবী ভাষাভাষী মুসলিম কবি সাহিত্যিক ও পন্ডিত ছাড়াও আরবী ভাষাভাষী বিপুল সংখ্যক খ্রীষ্টান, ইহুদী, সাবিয়ী ও নাস্তিক কবি, সাহিত্যিক ও পন্ডিত আবির্ভূত ও গত হয়েছে। কিন্তু তাদের কেউ পবিত্র কুরআনের এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও খন্ডন করে পবিত্র কুরআনের সূরার অনুরূপ ও সদৃশ অন্ততঃ একটি সূরাও রচনা করে দেখাতে পারেননি ।পক্ষান্তরে বহু নিরপেক্ষ অমুসলিম মনীষী ও পন্ডিত পবিত্র কুরআনের তাত্ত্বিক জ্ঞানগত (বৈজ্ঞানিক) শ্রেষ্ঠত্ব, এর অন্তর্নিহিত অনুপম সাহিত্যিক মান ও সৌন্দর্য এবং বিষয়বস্তুগত

www.anjumantrust.org, Email: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, Email: monthlytarjuman@gmail.com

[১৮] - সূরা বনী ইসরাইল,আয়াত : ৮৮
[১৯] - সূরা হূদ, আয়াত: ১৩)
[২০] - সূরা ইউনুস,আয়াত : ৩৮
[২১] - সূরা বাক্বারা,আয়াত: ২৩ - ২৪

তাৎপর্যের গভীরতা ও ব্যাপকত্ব এবং নির্মল-পরিশুদ্ধ মানব চরিত্র ও জীবন গঠনে এই গ্রন্থের অপরিসীম গুরুত্ব ও কার্যকরী প্রভাবের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। আর অনেক অমুসলিম মনীষী ও পন্ডিত ব্যক্তি গবেষণা করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। অগণিত প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পাশ্চাত্যে ইসলাম ক্রমপ্রসারমান ধর্ম। ফলে ইসলামের শত্রুরা এ দ্বীনের আলো ফুৎকার দিয়ে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর ঐশী দ্বীনের আলো প্রজ্বলিত রাখবেনই যদিও কাফির মুশরিকরা তা পছন্দ করে না। ইরশাদ হচ্ছে-

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ يَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ-

অর্থাৎ- তারা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূর (জ্যোতি তথা ইসলাম) নির্বাপিত করতে চায়।

কাফিররা অপ্রীতিকর মনে করলেও আল্লাহ তাঁর নূরের (জ্যোতি) পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া আর কিছুই চান না।[২২]

অন্যত্র রয়েছে-

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ-

অর্থাৎ- তিনিই (মহান আল্লাহ) তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হুদা (পথনির্দেশ) ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীন বা ধর্মের ওপর একে বিজয়ী ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।[২৩] আরো ইরশাদ হচ্ছে-

وَ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيْدًا.

অর্থাৎ আর সাক্ষী হিসেবে মহান আল্লাহই যথেষ্ট।[২৪]আর অভিশপ্ত মুরতাদ ওয়াসীম রিযভীর এ জঘন্য ঘৃণ্য পদক্ষেপ ব্যক্তির বাক ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের বিষয় নয়। এ সবের দোহাই দিয়ে এ ধরণের পথভ্রষ্ট ব্যক্তিদেরকে আস্কারা দেওয়া মোটেও ঠিক হবে না। তাই আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং সেই সাথে এ বিশৃঙ্খলা ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী ওয়াসীম রিযভীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে অচিরেই এ ফিৎনার অগ্নি নেভানোর আহ্বান জানাচ্ছি ভারত সরকারের প্রতি।

ইতোপূর্বে ইসলামের নবী, ইসলাম ধর্ম ও ইসলামের বিধানাবলীর বিরোধিতা করতে গিয়ে মুরতাদ্দাহ্ তাসলীমা গং এর অশুভ পরিণতি, তাদের প্রতি মানুষের ঘৃণা ও ধিক্কার ইত্যাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

উল্লেখ্য যে, এ মরদূদ শিয়া বিজাতীর উপর খোদায়ী গযব সম্প্রতি ভারতে গণধোলাই দিয়ে দিগম্বর করার মতো লাঞ্ছণা আরম্ভ হয়ে গেছে। ভবিষ্যতেও তার দুর্দশা শিক্ষণীয় ব্যাপার হবে বলে অনুমাণ করা হচ্ছে।

[২২] - সূরা তওবা, আয়াত : ৩২; সূরা সাফ,আয়াত : ৮

[২৩] - সূরা সাফ্,আয়াত : ৯

[২৪] - সূরা ফাত্হ,আয়াত: ২৮

লেখক: *আরবী প্রভাষক, রাণীরহাট আল-আমিন হামেদিয়া ফাযিল মাদ্‌রাসা, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।*

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত মাসিক তরজুমান Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মাসআলা-মাসাইল

রোযা, তারাভীহ্, ই'তিকাফ, যাকাত, ও সদক্বায়ে ফিত্‌র

* মুসলিম নর-নারীগণ সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়্যতে পানাহার এবং যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকাই রোযা। নারীদের বেলায় এ সময় হায়েজ-নেফাস থেকে পবিত্র থাকা পূর্বশর্ত। [আলমগীরী]

* রমযানের রোযা রাখা মুসলমান বালেগ, বিবেকবান ও সুস্থ পুরুষ এবং একই ধরনের হায়েজ ও নেফাস থেকে মুক্ত নারীদের উপর ফরযে আইন। অস্বীকার বা ঠাট্টা করলে কাফির হবে আর বিনা অজুহাতে অবহেলা বশত আদায় না করলে কবীরা গুনাহগার ও ফাসিক্ব হয়ে যাবে। [রদ্দুল মুহতার ও আলমগীরী]

* রযমানের একমাস রোযা পালন করা ফরয। হাদীস শরীফে বর্ণিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'মাস উনত্রিশ দিনেও হয় বিধায় চাঁদ দেখে রোযা শুরু কর এবং চাঁদ দেখেই (রোযা) রাখা বন্ধ কর। যদি উনত্রিশে রমযান চাঁদ দেখা না যায় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে। [খাযাইনুল ইরফান]

রোযার নিয়্যত

* রোযার জন্য নিয়্যত করাও অত্যাবশ্যক। প্রত্যেক রোযার জন্য অন্তরে ইচ্ছা থাকলে নিয়্যতের শর্ত পূরণ হবে। তবে তা মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। এ নিয়্যত পূর্বদিনের সূর্যাস্তের পর হতে রোযার দিনের দুপুরের আগে পর্যন্ত করা যাবে। এর আগে বা পরে করলে রোযা হবে না।

* রোযার নিয়্যতে সাহরী খাওয়াও নিয়্যত হিসেবে গণ্য হবে। সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়্যত করলে বলবেন-

নাওয়াইতু আন্ আসুমা গাদাম মিন্ শাহ্‌রি রামাদ্বা-নাল্ মুবারাকি ফারদ্বাল্ লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাক্বব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্‌তাস্ সামীউল 'আলীম।

অর্থাৎ- আমি আল্লাহর জন্য আগামী কাল রমযানের ফরয রোযার নিয়্যত করলাম। ইয়া আল্লাহ্ আমার রোযা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।

আর ফজরের পর নিয়্যত করলে বলবেন-

নাওয়াইতু আন্ আসুমা হাযাল ইয়াওমা লিল্লাহি তা'আলা মিন ফারদ্বির রামাদ্বানা।

অর্থাৎ- আল্লাহ্‌র জন্য আমি আজকের রমযানের ফরয রোযা রাখার নিয়্যত করলাম।

* রোযার নিয়্যত রাতে বা ফজরের আগে করাই মুস্তাহাব। রোযার নিয়্যত কার্যকর হয় সুবহে সাদিক হতে। অতএব, কারো দিনের বেলার (মধ্যাহ্নের পূর্ব পর্যন্ত) নিয়্যত ঐ সময়ই শুদ্ধ হতে পারে যদি নিয়্যতকারী সুবহে সাদিক হতে রোযা ভঙ্গের কোন কাজ না করে। [রদ্দুল মুহতার]

সাহরী খাওয়ার সময় বা সুবহে সাদিকের পূর্বে যদি মনস্থ করে যে, সকালে রোযা রাখবে না এবং এর উপর নতুন নিয়্যত না করলে রোযা হবে না। যদিও সে সারাদিন পানাহার ও যৌন সঙ্গম পরিহার করে। [দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

* সাহরী খাওয়া রোযার নিয়্যত রূপে গণ্য হয়। কিন্তু সে সময় যদি এই ইচ্ছা থাকে যে, সকালে রোযা রাখবে না তাহলে সাহরী খাওয়া নিয়্যত বলে গণ্য হবে না।

* মুসাফির ও পীড়িত লোক ব্যতীত অন্য কেউ রমযানের রোযার সময় নফল কিংবা ওয়াজিব কিংবা পূর্ববর্তী কোন কাযার নিয়্যত করে তবুও তার রমযানের রোযাই আদায় হবে। পক্ষান্তরে মুসাফির ও পীড়িত লোক যদি রমযান ব্যতীত অন্য কোন রোযার নিয়্যত করে তবে যা নিয়্যত করে তাই আদায় হবে- রমযানের নয়। [তানভীরুল আবসার]

* যদি কোন নারী হায়েয বা নেফাস অবস্থায় রাতে রোযার নিয়্যত করে থাকে এবং সুবহে সাদিকের পূর্বেই পবিত্র হয়ে যায়, তবে তার রোযা শুদ্ধ হবে। [জাওহারা]

রমযানের রোযা যাদের জন্য পরে আদায়ের অবকাশ রয়েছে

* সফর, গর্ভধারণ, সন্তানকে দুগ্ধ পান করানো, পীড়া, বার্ধক্য, শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার ক্ষয় ক্ষতির আশঙ্কা এবং জিহাদ এসব অজুহাতে এ মাসের রোযা না রেখে তা ক্বাযা করলে গুনাহগার হবে না। [আলমগীরী]

* বিনা ওযরে এ মাসে রোযা না রাখা বড় গুনাহ। পীড়িত লোক নিজ অনুমান বশত রোযা ছেড়ে দিতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে ব্যক্তি কোন দ্বীনদার

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

চিকিৎসকের মতামত কিংবা নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা অথবা প্রমাণ দ্বারা দৃঢ় ধারণায় উপনীত না হয় যে রোযার কারণে তার রোগ বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায় তাকে রোযার ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা উভয় আদায় করতে হবে। কোন লোক সুস্থ; কিন্তু দ্বীনদার চিকিৎসক যদি রোযার কারণে পীড়িত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেন তবে সে ব্যক্তিও পীড়িতদের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। [খাযাইনুল ইরফান ও দুররে মুখতা]

* গর্ভবতী বা স্তন্যদাত্রী রমণী যদি রোযার কারণে স্বীয় দুগ্ধ পোষ্য সন্তানের জীবনহানি অথবা অসুস্থতার আশংকা বোধ করে তবে তার জন্য পরবর্তীতে রোযা রাখার অবকাশ রয়েছে। এমনকি এ ক্ষেত্রে পেশাদার স্তন্যদানকারীনীর জন্যও। [দুররে মুখতার ও খাযাইনুল ইরফান]

* যে মুসাফির সুবহে সাদিকের পর সফর শুরু করে তার জন্য সেদিনের রোযা না রাখার অবকাশ নেই। কিন্তু যদি সুবহে সাদিকের পূর্বে সফর আরম্ভ করে তবে তার জন্য অবকাশ রয়েছে। আর যদি সেদিন সফরে রোযা ভঙ্গ করে তবে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না; যদিও সে গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে সফরে যাওয়ার আগেই রোযা ভাঙ্গলে ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই বাধ্যতামূলক হবে। [আলমগীরী]

* বার্ধক্য জনিত দুর্বলতা হেতু রোযা রাখতে অসমর্থ হলে তার জন্য ক্বাযা করার অনুমতি রয়েছে। আর যদি সে ব্যক্তির সুস্থতা ও সামর্থ ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকে তবে সে ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে দুই বেলা পেট ভরে আহার করাবে, অথবা অর্ধসা' (২ কেজি ৫০ গ্রাম) গম বা গমের আটা কিংবা তার দ্বিগুণ যব কিংবা যবের সমমূল্য ফিদ্‌য়া হিসেবে সাদকা করবে।

* যদি ফিদ্‌য়া প্রদানের পর পুনরায় রোযা রাখার মত সামর্থ ফিরে আসে তবে তাকে তখন রোযার ক্বাযাও আদায় করতে হবে।

* মরণোম্মুখ বৃদ্ধ বা শায়খে ফানী (যার সুস্থতা ও সামর্থ ফিরে পাওয়ার আশা নেই) রোযা রাখতে অসমর্থ হলে বা ফিদ্‌য়া প্রদানেও যদি সক্ষম না হয় তবে সে যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং নিজের অক্ষমতার জন্য মার্জনা চাইতে থাকে। [খাযাইনুল ইরফান ও রদ্দুল মুহতার]

* হায়য ও নেফাস অবস্থায় রমণীদের জন্য রোযা রাখা নিষেধ। তা পরে ক্বাযা করবে।

* কোন নারীর হায়য ও নেফাসজনিত রক্তস্রাব শুরু হওয়া মাত্র তার রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। অতএব, এ থেকে পবিত্র হওয়ার পর রোযা পালন করবে।

* কোন রমণীর যদি রাতেই হায়য বন্ধ হয় তবে সুবহে সাদিক থেকে সে রোযা পালন করবে।

* কোন রমণীর দশদিনের ভেতর হায়েয বন্ধ হলে তার জন্য গোসলের সময়ও হায়যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। তাই রাতের এমন সময় যদি সে পবিত্র হয় যে, গোসল সমাপন করতে ফজর হয়ে যায় তবে তার জন্য সেদিনের রোযা শুদ্ধ হবে না। এমনভাবে ভোর হওয়ার পরে রক্ত বন্ধ হলেও তার জন্য ওই দিনের রোযা রাখা শুদ্ধ হবে না।

* ক্ষুধা ও পিপাসা যদি এতই তীব্র ও প্রকট আকার ধারণ করে যে, রোযা ভঙ্গ না করলে মৃত্যুর আশঙ্কা বা মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার সংশয় হয় তবে রোযা ভঙ্গ করতে পারে। [আলমগীরী]

* সাপ ও বিষাক্ত কোন কিছুর দংশনে প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দিলেও রোযা ভঙ্গ করতে পারে। [রদ্দুল মুহতার]

মুসাফিরের জন্য সফরকালে রোযা রাখা নিজের জন্য এবং সফর সঙ্গীদের জন্য কোন প্রকার বিঘ্নের কারণ না হলে রোযা পালন করা উত্তম। বিঘ্ন বা অসুবিধা হলে রোযা না রাখাই উত্তম। [দুররে মুখতার]

* রোযা না রাখার অবকাশ প্রাপ্তরা অর্থাৎ- রোযার ক্বাযা পরবর্তী বৎসরের রমযানের আগেই ক্বাযা আদায় করে দেবে। কেননা হাদীস শরীফে এজন্য জোর তাকীদ দিয়ে বলা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী রমযানের রোযা আদায় না করলে তার রোযা কবুলের অযোগ্য হয়ে যায়। [দুররে মুখতার]

* যদি অবকাশ প্রাপ্তগণ তাদের অবকাশকালীন সময়ে মৃত্যু বরণ করে এবং ক্বাযা আদায়ের সময়ই না পায় তাহলে এর বিনিময় স্বরূপ ফিদ্‌য়া দেয়া ওয়াজিব নয়। এতদসত্ত্বেও তারা অসিয়ত করলে তাদের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ হতে এ অসিয়ত পূর্ণ করা হবে। পক্ষান্তরে, যদি অবকাশের পর মৃত্যুর পূর্বে সময় পাওয়া যায় যাতে সে ক্বাযা করতে পারত তাহলে তার জন্য মৃত্যুকালে এ ফিদ্‌য়া দান করার অসিয়ত করা

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ওয়াজিব। মৃত ব্যক্তি অসিয়ত না করলেও ওয়ারিশগণ তাদের পক্ষ থেকে তার ফিদ্‌য়া আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে।

যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না

* ভুল বশতঃ পানাহার বা যৌন সম্ভোগ সংঘটিত হলে। কিন্তু রোযার কথা স্মরণ হওয়া মাত্র সেগুলো থেকে বিরত হতে হবে। যদি স্মরণ হওয়া মাত্র বিরত না হয়ে সে কাজে রত থাকে তবে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং কেবল ক্বাযা করবে। [দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

* কোন রোযাদারকে ভুল বশতঃ পানাহার করতে দেখলে স্মরণ করিয়ে দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু যখন উক্ত রোযাদার অতিশয় দুর্বল হয় এবং স্মরণ করানোর ফলে সে ব্যক্তি পানাহার বন্ধ করবে এবং রোযা রাখাও তার অসাধ্য হবে তবে স্মরণ করানো হতে বিরত থাকাই উত্তম। [রদ্দুল মুহতার]

* মাছি বা এ জাতীয় প্রাণী, ধোঁয়া ও ধুলো-বালি গলায় চলে গেলে তাতে রোযা নষ্ট হবে না। যদি উড়ন্ত আটার কনাও অনিচ্ছাকৃতভাবে গলায় ঢুকে যায় তবুও রোযা নষ্ট হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে গিললে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

* রোযা রেখে সুরমা বা তেল লাগানো অথবা আতর ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই। চোখে সুরমা ব্যবহারের ফলে যদি থুথুতে তার রঙ দেখা যায় এবং কণ্ঠনালীতে তার স্বাদও অনুভব হয় তবুও রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

* অনিচ্ছাকৃতভাবে গলায় ধোঁয়া প্রবেশ করলে রোযা ভঙ্গ হবে না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নাকে বা মুখে ধোঁয়া টেনে নিলে রোযা ভঙ্গ হবে এবং ক্বাযার সাথে সাথে কাফ্‌ফারাও দিতে হবে।

* রোযা অবস্থায় স্বপ্নদোষ হলে কিংবা স্বপ্নে কোন পানাহার করলে রোযার কোন ক্ষতি হবে না।

* রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করলে, এতে স্বামীর বীর্যপাত না হলে রোযা ভঙ্গ হবে না। স্ত্রীর লজ্জাস্থানের দিকে তাকালো কিন্তু স্পর্শ করলো না কিংবা বারবার সেদিকে দৃষ্টিপাত করল এরই ফলে অথবা দীর্ঘক্ষণ যৌনকল্পনার ফলশ্রুতিতে আপনা-আপনি বীর্যপাত হলো, সে ক্ষেত্রে রোযা ভঙ্গ হবে না। [জাওহারাহ্ ও দুররে মুখতার]

* কাঁচা বা শুকনা মিসওয়াক দ্বারা দাঁত মাজা দূষণীয় নয়। যদি মিসওয়াকের তিক্ত রস বা স্বাদ মুখে অনুভূত হয় তবুও রোযার কোনরূপ ক্ষতি হবে না।

* গোসল করার সময় পানির শীতলতা শরীরে অনুভূত হলেও রোযা ভঙ্গ হবে না। অনুরূপ, কুল্লি করে মুখ থেকে পানি ফেলে দিল কিন্তু এরপর যেটুকু আর্দ্রতা রইল তা থুথুর সাথে গিলে ফেললেও রোযার ক্ষতি হবে না।

* দাঁতে ঔষধ চূর্ণ করতে গিয়ে গলায় তার স্বাদ অনুভূত হল অথবা হাঁড় চোষণ পূর্বক থুথু গিলল কিন্তু হাঁড়ের কোন অংশ কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করল না, কানে পানি ঢুকল বা খড়কুটো দিয়ে কান পরিষ্কার করতে গিয়ে এবং গায়ে লেগে আসা কানের ময়লা রেখেই কয়েকবার তা কানে প্রবেশ করালো, দাঁতের ফাঁকে বা মুখে অতি ক্ষুদ্র কোন দ্রব্য নিজের অজান্তে থেকে গেল যা থুথুর সাথে বেরিয়ে আসার মত, তা বের হয়ে গেল অথবা দাঁত থেকে রক্ত বের হয়ে তা কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছল এবং নিচে গেল না, এসব অবস্থায় রোযা নষ্ট হবে না। [দুররে মুখতার ও ফতহুল ক্বদীর]

* কথা বলতে গিয়ে থুথুতে মুখ ভরে উঠলো সেগুলো গিলে ফেলল অথবা মুখের গড়িয়ে পড়া লালা মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগেই টেনে নিয়ে গিলে ফেলল, নাকের শ্লেষা বা পানি অথবা গলার কফ গিলে ফেলল, এ সবের কারণেও রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে এসব থেকে সতর্ক থাকাই শ্রেয়। [আলমগীরী, দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

* জিহবা দ্বারা লবণের স্বাদ গ্রহণ করে থুথু ফেলে দিল এবং মুখ পরিষ্কার করে নিল, এ অবস্থায় রোযা ভঙ্গ হবে না।

* তিল বা তিল পরিমাণ কোন বস্তু চিবিয়ে থুথুর সাথে গিলে ফেলল এবং তাতে যদি এর স্বাদ অনুভূত হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে অন্যথায় রোযা ঠিক থাকবে। [ফতহুল ক্বদীর]

* রোযা অবস্থায় গ্লুকোজ জাতীয় স্যালাইন বা ইনজেকশন কিছু গ্রহণ করলে তাতে রোযা ভঙ্গ হবে।

যেসব কারণে রোযা ভঙ্গ হবে এবং ক্বাযা করতে হবে

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

* সুবহে সাদিক হয়নি ভেবে পানাহার বা স্ত্রী সম্ভোগ করেছে কিন্তু পরে জানতে পারলো, তখন সুবহে সাদিক হয়েছিল এ অবস্থায় রোযা রাখবে, তবে ঐ রোযার ক্বাযা করতে হবে।
* সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে সময়ের পূর্বে ইফ্‌তার করে ফেললে।
* সুবহে সাদিকের পূর্বে পানাহার বা স্ত্রী সম্ভোগ রত হলো কিন্তু সুবহে সাদিক হওয়া মাত্রই মুখের খাদ্য বা পানীয় ফেলে দিল না বা স্ত্রী সম্ভোগ হতে আলাদা হলনা এ অবস্থায় রোযার ক্বাযা করতে হবে।
* ভুলবশতঃ স্ত্রী সম্ভোগ বা পানাহার করল এবং এতে রোযা বিনষ্ট হয়েছে মনে করে স্বেচ্ছায় পানাহার করলো এতেও ক্বাযা করতে হবে।
* নাকের নস্যি টানলে, কানে বা নাকে তেল বা ঔষধ দেয়ায় তা ভিতরে ঢুকলে, মলদ্বার বা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ দিয়ে পানি, ঔষধ বা তেল প্রবেশ করালে রোযা ভঙ্গ হবে।
* রোযাদারের দাঁত উপড়ানোর পর রক্ত কণ্ঠনালীর নিচে পৌঁছালে রোযার ক্বাযা করতে হবে।
* ইচ্ছাকৃতভাবে মুখভর্তি বমি করলে রোযা নষ্ট হয়। অনুরূপ অনিচ্ছাকৃতভাবে বমি হওয়ার পর সামান্য পরিমাণও গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।
* খাদ্য বস্তু নয় এমন কিছু যেমন, পাথর, লোহা, মুদ্রা ইত্যাদি যদি গিলে ফেলে তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে এবং ক্বাযা করতে হবে।
* কুলি বা গোসলের সময় রোযার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও কোনভাবে পানি নাক-কান দিয়ে কণ্ঠনালীতে কিংবা মগজে প্রবেশ করে তবে রোযার ক্বাযা করতে হবে।
* সাহরীর পর পান মুখে ঘুমিয়ে পড়ে এবং এ অবস্থায় ফজর হয়ে গেলে রোযার ক্বাযা আদায় করতে হবে।
* চিনি বা এ জাতীয় খাদ্য দ্রব্য যা মুখে দিলে গলে যায়, যদি মুখে রাখে এবং থুথু গিলে ফেলে তাহলে রোযার ক্বাযা করতে হবে।
* দাঁতের ফাঁকে চনা পরিমাণ বা তার চাইতেও বড় কোন খাদ্য লেগেছিল, তা খেয়ে ফেলে অথবা এর চাইতে ছোট কণা মুখ হতে বাইরে এনে আবার তা খেয়ে ফেললে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।
* অপরের থুথু খেলেও রোযা নষ্ট হবে। অনুরূপ নিজের থুথু হাতে নিয়ে পুনরায় তা গিলে ফেললে রোযা নষ্ট হবে।

রোযার ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা উভয় ওয়াজিব হওয়ার কারণসমূহ

* ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা অবস্থায় পানাহার বা যৌনমিলন করলে তার উপর ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা উভয় বাধ্যতামূলক।
* এমনিভাবে বিড়ি, সিগারেট, গাঁজা, বা নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যবহারের কারণে রোযা ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা দেয়া আবশ্যক।
* কাঁচা গোস্ত খেলে ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা দিতে হবে। এমনকি যদি তা মৃতের গোস্তও হয়।
* যে ব্যক্তির মাটি খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে সে যদি মাটি খায় তবে ক্বাযা কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কিন্তু অভ্যাস বশত না হলে ক্বাযা করলে চলবে।

[জাওহারা ও আলমগীরী]

* ঘুমন্ত রোযাদার স্ত্রীর সঙ্গে রোযাদার স্বামী যৌনমিলন করলে উভয়ের রোযাই নষ্ট হবে কিন্তু ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা বাধ্যতামূলক হবে কেবল স্বামীর উপর, স্ত্রী শুধু ক্বাযা করবে।

রোযার কাফ্‌ফারা

এক নাগাড়ে ৬০টি রোযা রাখা। শারীরিক সামর্থ না থাকলে ষাট জন মিসকীন বা অভাবীকে দুই বেলা পেট ভরে আহার করানো বা তৎপরিবর্তে সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

যে সব কারণে রোযা মাকরূহ হয়

* বিনা প্রয়োজনে কোন কিছুর স্বাদ পরীক্ষা করা বা কোন কিছু চিবানো মাকরূহ।
* মিথ্যা বলা, গীবত (অন্যের দোষ চর্চা), চোগলখোরী, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করা, গালি দেয়া, বেহুদা কথা বলা, কাউকে কষ্ট দেয়া এমনিতেই হারাম ও

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

নাজায়েয। রোযাদারের জন্য এ সমস্ত কাজ কোন মতেই উচিত নয়। এসব কাজ রোযাকে মাকরূহ করে ফেলে।

* রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন দেয়া, গলাগলি করা বা শরীর স্পর্শ করা মাকরূহ যদি এর ফলে বীর্যপাত কিংবা যৌন মিলনের আশঙ্কা হয়। আর স্ত্রীর ওষ্ঠ চোষা রোযাদারের জন্য সর্বাবস্থায় মাকরূহ। [রদ্দুল মুহতার]

* পবিত্রতা হাসিলে অধিক পরিমাণ পানি ব্যবহার করা কিংবা কুল্লি করা ও নাকে বেশী করে পানি দেয়া মাকরূহ। ওযু ও গোসল ব্যতীত অন্য সময় অনাবশ্যক কুল্লি করা বা নাকে পানি দেয়াও মাকরূহ।

* পানিতে বায়ু ত্যাগ করা, মুখে থুথু জমা করে গিলে ফেলা প্রভৃতি কাজ রোযাকে মাকরূহ করে ফেলে। [আলমগীরী]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

সাহরী ও ইফতার

* সূর্যাস্তের পর পানাহারের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করাকে ইফতার বলে এবং শেষ রাতে সুবহে সাদিকের আগে রোযার শক্তি যোগানোর জন্য আহার্য গ্রহণ করাকে সাহরী বলে। ইফ্‌তার ও সাহরী উভয়টাই সুন্নাত ও বরকতময়।

* রোযাদার নিজেও ইফ্‌তার ও সাহরী গ্রহণ করবে এবং সম্ভব হলে অন্যকেও এতে শরীক করাবে। এতে বিশেষ সওয়াব ও বরকত নিহিত রয়েছে।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

ইফ্‌তার

* ইফ্‌তার করা সুন্নাত। সূর্যাস্তের পর পরই খোরমা বা মিষ্টিজাত দ্রব্য দ্বারা ইফ্‌তার করা সুন্নাত। অহেতুক বিলম্বে ইফ্‌তার করা মাকরূহ। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিলম্ব করতে নিষেধ করেছেন। ইফ্‌তারের সময় এ দু'আ পাঠ করবে-

আল্লাহুম্মা লাকা সুম্‌তু ওয়া 'আলা রিযক্বিকা আফ্‌তারতু বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

তারাভীহ্

* তারাভীহের ২০ রাকাত নামায প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্। জামাত সহকারে মসজিদে আদায় করা উত্তম। নামাযে পূর্ণ এক খতম ক্বোরআন পড়া সুন্নাত। বেশী পড়া ভাল। ক্বদর রাত্রিতে এক খতম করা মুস্তাহাব।

ক্বোরআন খতম করলে জামাতের লোকের কষ্ট হলে বা জামাতের লোক কমে গেলে ছোট ক্বিরআত দ্বারা পড়া ভাল। কিন্তু অলসতার জন্য খতম-এ ক্বোরআন ছেড়ে দেয়াও অনুচিত।

অধিকাংশ হাফেয আজকাল খতমে ক্বোরআন আদায়ের সময় এত দ্রুত তিলাওয়াত করেন যে, শুধুমাত্র আয়াতের শেষাংশ টুকুই বোধগম্য হয়। বর্ণ ও শব্দের উচ্চারণ ওয়াজিব গুন্নাহ ও মদ্দে ওয়াজিব সঠিকভাবে আদায় করেন না এ ধরনের নামমাত্র খতমে ক্বোরআন দ্বারা ক্বোরআন খতম তো দূরের কথা, নামাযও শুদ্ধ হবে না।

* না-বালেগের পেছনে বালেগের তারাভীহ্ শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ তারাভীহ্ নামাযে অপ্রাপ্তবয়স্ক ইমামের পেছনে প্রাপ্তবয়স্কের ইক্বতিদা করা শুদ্ধ নয়, এটাই সহীহ।

তারাভীহের প্রতি চার রাকাত অন্তর বসে তাসবীহ ও দরূদ পাঠ করবেন এবং দু'আ পড়বেন-

সুবহানা যিলমুলকি ওয়াল মালাকুতি সুবহানা যিল্ ইয্‌যাতি ওয়াল 'আয্‌মাতি ওয়াল হাইবাতি ওয়াল ক্বুদরাতি ওয়াল কিবরিয়া-ই ওয়াল জাবারূত। সুবহানাল মালিকিল হাইয়্যিল লাযী লা-ইয়ানামু ওয়ালা-ইয়ামুতু আবাদান আবাদা। সুব্বুহুন ক্বুদ্দুসুন রাব্বুনা ওয়া রাব্বুল মালাইকাতি ওয়ার রূহ।

এটাও বৃদ্ধি করা যায়- *লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু নাস্‌তাগফিরুল্লাহা নাস্‌আলুকাল জান্নাতা ওয়া নাউযু বিকা মিনান্ নার।*

অতঃপর এটা পড়ে মুনাজাত করবেন-

আল্লাহুম্মা ইন্না-নাসআলুকাল জান্নাতা ওয়া না'উযুবিকা মিনান্ নার। ইয়া খালিক্বাল জান্নাতি ওয়ান্ নার, বিরাহমাতিকা ইয়া-আযী-যু ইয়া-গাফ্‌ফা-রু ইয়া-কারীমু ইয়া-সাত্তারু ইয়া-রহী-মু ইয়া-জাব্বা-রু ইয়া-খালিক্বু ইয়া-বা-র। আল্লাহুম্মা! আজিরনা ওয়া খাল্লিসনা মিনান্ নার ইয়া-মুজী-রু ইয়া-মুজী-রু ইয়া-মুজী-র বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রা-হিমীন।

* যদি কোন কারণে তারাভীহ নামায ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়ে যায় তবে যতটুকু ক্বোরআন মজীদ ঐ নামাযে পড়া হয়েছে তা পুনরায় পড়তে হবে, যাতে খতমে ক্বোরআন পরিপূর্ণ হয়। [আলমগীরী]

* যদি কোন কারণে ক্বোরআন খতম না হয়, তবে সূরা তারাভীহ্ পড়বে। এ জন্য কেউ কেউ নিয়ম ধার্য করেছেন যে- সূরা ফীল (আলম্ তারা) থেকে সূরা নাস (কুল আ'ঊযু বিরব্বিন নাস) পর্যন্ত দুইবার পড়লে ২০ রাকাত হয়ে যাবে।

* প্রত্যেক অথবা প্রথম রাক্আতে সূরা কাওসার থেকে সূরা লাহাব পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা ইখলাস পড়বে। এর ফলে আট রাক্'আত হবে। তারপর ১ম ও ২য় রাক্'আতে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়ে দু'রাক্'আত পড়লে দশ রাক্'আত হয়। এভাবে দু'বার নামায সম্পন্ন করলে ২০ রাক্'আত হবে। অথবা প্রত্যেক রাকাতে সূরা তাকাসুর থেকে সূরা নাস পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আর দ্বিতীয় রাক্'আতে নিয়মানুসারে সূরা ইখলাস পড়েও ২০ রাক্'আত তারাভীহ্ সম্পন্ন করা যাবে।

ই'তিকাফ

ইবাদতের উদ্দেশ্যে নিয়্যত সহকারে মসজিদে অবস্থান করাকে ইসলামী পরিভাষায় ই'তিকাফ বলে।

* ই'তিকাফকারী নারী-পুরুষের অবশ্যই মুসলমান ও বিবেকবান হওয়া পূর্বশর্ত। পুরুষকে স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি থেকে এবং নারীকে হায়য-নেফাসের অপবিত্রতা হতে পবিত্র হতে হবে।

ই'তিকাফের জন্য মসজিদ

ই'তিকাফের জন্য জামে মসজিদ হওয়া শর্ত নয়, বরঞ্চ যে মসজিদে ইমাম ও মোয়ায্যিন নিয়োজিত আছেন এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে আদায় হয়, সে সব মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েয।

[বাহারে শরীয়ত ও তাহতাবী]

* তবে মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও বায়তুল মুকাদ্দাস, অতঃপর যেখানে জামাত বড় হয় সেখানে ই'তিকাফ করা ভাল। মেয়েদের জন্য মসজিদে ই'তিকাফ করা মাকরূহ। তারা ঘরে একটা নির্দিষ্ট কক্ষে ই'তিকাফ করবে। [বাহারে শরীয়ত ও তাহতাবী শরীফ]

* পবিত্র রমযান শরীফের শেষের দশদিন ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ আলাল কেফায়া অর্থাৎ- মহল্লাবাসীর কেউ যদি ই'তিকাফ করে তাহলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ ই'তিকাফ না করে, তাহলে সকলেই সমানভাবে গুনাহগার হবে।

[আলমগীরী, দুররে মুখতার]

* ই'তিকাফ আদায়ের জন্য ২০ রমযানের সূর্যাস্তের পূর্বে মসজিদে ই'তিকাফের নিয়্যতে প্রবেশ করে ঈদের চাঁদ উদয় হওয়ার পর বের হবেন। কেউ যদি ২০ রমযানের সূর্যাস্তের পর মসজিদে প্রবেশ করে তবে কিছু সময় কম হওয়ার দরুন তার ই'তিকাফ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ হিসেবে আদায় হবে না।

ই'তিকাফ অবস্থায় যা মাকরূহ

১. ই'তিকাফকারী চুপ থাকা। ইবাদত মনে করে চুপ থাকা মাকরূহে তাহরীমী (গুনাহ); তবে স্বাভাবিক কারণে চুপ থাকা মাকরূহে তাহরীমী নয়।

২. কথাবার্তা বলা বা অনর্থক কোন কাজ করা। মসজিদে দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা পুণ্যসমূহকে নষ্ট করে দেয়।

ই'তিকাফ অবস্থায় কি কি করা ভাল

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আত সহকারে আদায় করা। জামা'আত অকারণে ছেড়ে দিলে গুনাহগার হবে। কেননা জামা'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ।

২. ইশরাক, দ্বোহা, আউয়াবীন, শাফীউল বিতর ও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করা।

৩. ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা।

৪. হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করা।

৫. ক্বোরআন-হাদীসের বিশুদ্ধ তাফসীর ও ব্যাখ্যাগ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করা।

৬. নবী ও ওলীগণের জীবনী পাঠ করা।

৭. ধর্মীয় পুস্তিকা পাঠ করা।

৮. অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা।

৯. তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি পাঠ করা। অর্থাৎ সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকা। [তাহতাবী ও দুররে মুখতার]

* কেউ মান্নতের ই'তিকাফ পালনকালে মৃত্যু বরণ করলো কিংবা মৃত্যুকালে তার দায়িত্বে মান্নতের ই'তিকাফ থেকে যায়, তবে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজনের ফিতরা পরিমাণ অর্থ বা আহার্য কোন ফক্বীর-মিসকীনকে প্রদান করতে হবে যদি মান্নতকারী ওসীয়ত করে যায়। মান্নতকারীর জন্য ওসীয়ত করে যাওয়া কর্তব্যও বটে। ওসীয়ত না করলেও ওয়ারিশগণের কেউ তা আদায় করা জায়েয ও উত্তম।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাআত মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

* ই'তিকাফকারী ভুল বশতঃ দিনের বেলায় কিছু খেয়ে ফেললে ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। [আলমগীরী]

* ই'তিকাফকারী প্রস্রাব-পায়খানা করতে বের হওয়া অবস্থায় কর্জদাতা তাকে আটকে ফেললে তার ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ই'তিকাফ ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ

১. শরীয়ত অনুমোদিত প্রয়োজন ছাড়া ই'তিকাফকারী মসজিদ বা ঘর থেকে বের হলে।

২. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হলে।

৩. স্বামী-স্ত্রী পরস্পর চুম্বন করলে বা কামভাব নিয়ে স্পর্শ করলে।

৪. জানাযার নামায পড়তে বের হলে।

৫. রোগী দেখতে বের হলে।

৬. পাগল হয়ে গেলে বা বেহুশ থাকা অবস্থায় রোযা রাখা সম্ভব না হলে।

৭. খাবার মসজিদে নেয়া সত্ত্বেও বাইরে এসে খেলে।

৮. ওযু ও গোসলের জন্য ভেতরে ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বাইরে বের হলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে।

যেসব প্রয়োজনে ই'তিকাফের স্থান হতে বের হওয়া বৈধ

১. ভিতরে পায়খানা-প্রস্রাবের ব্যবস্থা না থাকলে।

২. পুরুষের জন্য ই'তিকাফ কৃত মসজিদে জুমুআর ব্যবস্থা না থাকা অবস্থায় জুমার নামায আদায়ের জন্য যাওয়া।

৩. অপবিত্র হলে গোসলের জন্য (ভেতরে ব্যবস্থা না থাকলে)। অবশ্যই, পায়খানা-প্রস্রাব করতে গিয়ে মুস্তাহাব গোসল করে ফেললে ক্ষতি নেই।

৪. খাবার আনার ব্যবস্থা না থাকলে ঘরে গিয়ে আহার করা।

৫. আযান দিতে মিনার পর্যন্ত যাওয়া।

৬. মসজিদ ভেঙ্গে পড়লে, যালিমদের অত্যাচারের আশঙ্কায় নিরাপত্তার জন্য অন্য মসজিদে গিয়ে ই'তিকাফ সম্পন্ন করা জায়েয এবং সে উপলক্ষে বের হওয়া।

সদক্বা-এ ফিত্‌র

নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদের অধিকারী নারী বা পুরুষের উপর সদক্বা-এ ফিত্‌র আদায় করা ওয়াজিব। নিসাব হচ্ছে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য কিংবা এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ।

* কর্জমুক্ত ও প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যতীত নিসাব (সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে বায়ান্ন ভরি রৌপ্য বা এর সমপরিমাণ নগদ অর্থ)-এর মালিকগণ নিজের ও নিজের পোষ্য নাবালেগ সন্তানদের পক্ষ হতে এ সদক্বা প্রদান করবেন। ফিতরার ন্যূন্যতম পরিমাণ হল অর্ধ সা; (২ কেজি ৫০ গ্রাম) পরিমাণ গম বা আটা এর সমমূল্য।

* যার উপর সদক্বা-এ ফিতর ওয়াজিব তাকে অবশ্যই এটা আদায় করতে হবে। এমনকি অনাদায়ী থাকাবস্থায় দরিদ্র হলেও এটা ক্ষমা করা হবে না।

* একজনের ফিতরা এক জনকে দেয়া জায়েয। তেমনিভাবে কয়েকজনকে বন্টন করে দেয়াও জায়েয।

ঈদুল ফিতরের নামায

ঈদুল ফিতর এর ৬ তাকবীর বিশিষ্ট দুই রাক্‌আত নামায আদায় করা প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের উপর ওয়াজিব। মুসাফির, নারী, অসুস্থ ব্যক্তি, অপ্রাপ্ত বয়স্ক (নাবালেগ), ক্রীতদাস ও অন্ধ ব্যক্তির উপর ঈদুল ফিতরের নামায ওয়াজিব নয়। বিনা কারণে এ নামায পরিত্যাগ করা গোমরাহী ও বিদআত।

* ঈদের নামাযের পর খোতবা প্রদান করা সুন্নাত, কিন্তু শ্রবণ করা ওয়াজিব। এ সময় কথা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ, এমনকি তাসবীহ-তাহলীল ও ক্বোরআন শরীফ তিলাওয়াত করাও নিষেধ।

* খতিব ঈদের খোতবা প্রদানের পূর্বে মিম্বরে না বসা সুন্নাত এবং প্রথম খোতবার পূর্বে ৯ বার, দ্বিতীয় খোতবার পূর্বে ৭ বার উচ্চস্বরে এবং মিম্বর থেকে অবতরণের পূর্বে ১৪ বার আল্লাহু আকবর চুপে চুপে পাঠ করা সুন্নাত।

ঈদুল ফিতরের নামাযের নিয়্যত

নিয়্যতঃ **নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'আলা রাক্‌আতাই সালাতিল ঈদিল ফিতরি মা'আ সিত্তি তাকবীরাতিন্ ওয়াজিবিল্লাহি তা'আলা ইক্বতিদায়তু বিহাযাল ইমাম মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ্ শরীফাতে আল্লাহু আকবর।**

* নিয়্যতের পর ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা- 'আল্লাহু আকবর' বলে কানের লতি পর্যন্ত হাত উঠিয়ে নামায শুরু করবেন। তারপর চুপে চুপে সানা পাঠ

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

শেষ করে ৩ বার তাকবীরে যায়েদা- 'আল্লাহু আকবর' বলে ইমাম সাহেবের সাথে কান পর্যন্ত হাত উঠাতে হবে এবং প্রথম দুই বার হাত ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় বারের পর হাত বেঁধে নেবেন। তারপর ইমামের ক্বিরআত পাঠের পর রুকু ও সাজদা দ্বারা প্রথম রাকআত সমাপন করা হবে।

অতঃপর দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় রাকআতের শুরুতে সূরা ফাতিহা ও ক্বিরআতের পর রুকুর পূর্বে ৩ বার তাকবীরে যায়েদা- 'আল্লাহু আকবর' আদায় করে রুকু ও সাজদা দ্বারা নামায শেষ করবে। তারপর ইমাম সাহেব খোতবা প্রদান করবেন।

* ঈদের নামাযের পূর্বে নখ কাটা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া, নতুন ও ভালো পোষাক-পরিচ্ছেদ পরিধান করা, সুগন্ধী ব্যবহার করা, ফিত্‌রা আদায় করা, হেঁটে এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যাওয়া ও অপর রাস্তা দিয়ে আসা, কিছু খোরমা কিংবা মিষ্টি জাতীয় খাওয়া, নির্দোষ পন্থায় আনন্দ এবং দান-খায়রাত দ্বারা খোদার শুকরিয়া আদায় করা, নামাযের পর কবর যিয়ারত ও মানুষের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করা সুন্নাত ও মুস্তাহাব।

* ঈদের রাত ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করা, খোদার করুণা প্রার্থনা করা অত্যন্ত মঙ্গলজনক এবং সাওয়াবদায়ক।

যাকাত প্রসঙ্গ

'যাকাত' আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ১. পবিত্রতা বা পরিচ্ছন্নতা এবং ২. বৃদ্ধি।

এ গুণ দুটির পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী পরিভাষায় যাকাত এমন একটি ইবাদতকে বলা হয়, যা প্রত্যেক নিসাবের অধিকারী মুসলমানদের উপর ফরয।

এটা এ উদ্দেশ্যে ফরয করা হয়েছে, যেন বান্দা খোদা ও বান্দার হক্ব আদায় করে। যাকাত আদায়কারীর অর্থ-সম্পদ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হলে তার মধ্যকার কার্পণ্য, স্বার্থান্ধতা, হিংসা-বিদ্বেষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি দূর হবে। অন্যদিকে তার মধ্যে প্রেম, ভালোবাসা, উদারতা, কল্যাণ কামনা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতার গুণাবলী বৃদ্ধি পাবে।

ফক্বীহগণ যাকাতের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছেন, অর্থ সম্পদের মধ্যে থেকে গরীবের এ প্রাপ্য আদায় করা ফরয। যাকাতের নিসাব ও পরিমাণ আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত। যে কোন সময় ও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করার অধিকার কারো নেই।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ যেরূপ কর নির্ধারণ ও আদায় করে থাকে যাকাত তদ্রুপ কর নয় বরং এটি একটি ইবাদত ও সাদক্বা, যা মানুষকে পাপ-পঙ্কিলতা, অর্থনৈতিক দুর্দশা ও সামাজিক অসমতা মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। যাকাত আদায় করলে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে দ্বিবিধ মঙ্গল সাধিত হয়। প্রথমত- যাকাত আদায়কারী ধনী ব্যক্তি ধন লিপ্সা ও ধনের প্রতি আসক্তি হতে উদ্ভূত বিভিন্ন চারিত্রিক দোষ ও পাপ থেকে মুক্ত থাকে। দ্বিতীয়ত- দরিদ্র, ইয়াতীম, বিধবা নারী, বিকলাঙ্গ, উপার্জন অক্ষম নর-নারী, নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ যাকাত দ্বারা লালিত-পালিত বা উপকৃত হয়ে থাকে; এটি তাদের প্রতি দয়া নয়, এটি তাদের প্রাপ্য।

কার উপর যাকাত ফরয

বিবেক সম্পন্ন ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নারী-পুরুষ যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে তাদের উপর যাকাত দেয়া বাধ্যতামূলক এবং এটা আদায়ের ব্যাপারে তারা নিজেরাই দায়িত্বশীল। নিসাবের অধিকারী ইয়াতীমের সম্পদের উপর যাকাত আদায় করা ফরয এবং তা আদায় করার দায়িত্ব তার অভিভাবকের। নিসাবের অধিকারী যে কোন প্রতিবন্ধীর অর্থ সম্পদের উপর যাকাত আদায় করা ফরয। এটি আদায় করার দায়িত্বও তার অভিভাবকের উপর। অনুরূপ কয়েদীর উপরেও, যে ব্যক্তি তার অবর্তমানে ব্যবসা বা অর্থ সম্পদের অভিভাবক হবে, সে ব্যক্তি তার পক্ষ থেকে যাকাত আদায় করবে।

বাংলাদেশের কোন মুসলমান যদি বিদেশে থাকে এবং বাংলাদেশে তার সম্পত্তি বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থ নিসাব পরিমাণ মওজুদ থাকে তাহলে তার উপর যাকাত আদায় করা বাধ্যতামূলক। উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম ধন-সম্পদের নির্ধারিত ন্যূন্যতম পরিমাণ (নিসাব) এক বৎসরকাল কারো মালিকানা বা অধিকারে থাকলে এর যাকাত তার উপর ফরয হয়ে থাকে। নিছক ধনই যাকাতের কারণ নয়; বরং ধন বৃদ্ধির (উৎস) ক্ষমতাই যাকাতের মূল কারণ। ধন বৃদ্ধি করার ক্ষমতা থাকলেই পূর্ণ নিসাবের উপর যাকাত ফরয হয়ে থাকে।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

নিসাব

নিসাব হলো সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ কিংবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য কিংবা সমপরিমাণ মালামাল বা অর্থ সঞ্চিত থাকা। কারো নিকট নিসাবের কম স্বর্ণ বা রৌপ্য থাকলে উভয়ের মূল্য একত্রে যদি সাড়ে বায়ান্ন (ভরি) তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হয়, তবে মোট মূল্যের উপর যাকাত ফরয হবে। স্বর্ণ ও রৌপ্য উভয় বস্তু নিসাব পরিমাণ থাকলে এগুলোর মূল্য একত্রে হিসাব করার দরকার নেই; বরং উভয়ের যাকাত পৃথক পৃথকভাবে আদায় করতে হবে।

নগদ মুদ্রার যাকাত

ফক্বীহগণের সর্বসম্মতিতে, নগদ মুদ্রার যাকাত ফরয। যদিও মুদ্রাগুলো খাদ্য মিশ্রিত হয়। কারণ তা দেশে প্রচলিত মূল্য স্বরূপ এবং লেন-দেনের উদ্দেশ্যেই এর উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং কারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য বা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যের সমান নগদ টাকা থাকলে, স্বর্ণ ও রৌপ্য কিছুই না থাকলেও তার উপর যাকাত ফরয হবে। [ফতোয়ায়ে শামী]

উদাহরণ স্বরূপ, এক তোলা রৌপ্যের মূল্য ২৫০ টাকা। সুতরাং কারো নিকট সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের হিসাবে ৳ ১৩, ১২৫ থাকলে এর যাকাত ফরয। কেননা তা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমান। নগদ টাকার যাকাতও ৪০ ভাগের এক ভাগ। ব্যাংকে যে সমস্ত টাকা রক্ষিত আছে সেগুলির উপরও যাকাত ওয়াজিব।

বন্ধকী সম্পত্তি যার আওতাধীনে থাকবে তার নিকট থেকে তার যাকাত আদায় করা হবে। বন্ধকী জমি যদি মহাজনের আওতাধীনে থাকে তাহলে মহাজনের নিকট থেকেই তার উৎপন্ন দ্রব্যের ওশর বা দশমাংশ আদায় করতে হবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে জমির খাজনা দিতে হয়, তার কোন ওশর বা দশমাংশ দিতে হবে না। করখানার যন্ত্রপাতির উপর যাকাত বাধ্যতামূলক নয়। কেবল বছরের শেষভাগে যে কাঁচা মাল বা শিল্পদ্রব্য কারখানায় থাকবে, তার দাম ও নগদ অর্থের দামের উপর যাকাত দিতে হবে। অনুরূপ ব্যবসায়ীদের আসবাবপত্র, স্টেশনারী দোকান বা গৃহ এবং এ ধরনের অন্যান্য বস্তুর উপর যাকাত দিতে হবে না। কেবল বছরের শেষে তাদের দোকানে যে মালপত্র থাকবে তার দামও তাদের তহবিলে সঞ্চিত নগদ অর্থের উপর যাকাত ফরয হবে।

যে সমস্ত বস্তু ও যন্ত্রপাতিকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় সেগুলোর উপর যাকাত ফরয নয়। মণি-মুক্তা বা মূল্যবান পাথর অলঙ্কারের গায়ে বসানো থাকুক বা পৃথক থাকুক তার উপর কোন যাকাত নেই, তবে যদি কেউ মূল্যবান পাথরের ব্যবসা করে তবে অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের ন্যায় তার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ থাকলে তার মূল্যের শতকরা আড়াই ভাগের হিসাবে যাকাত ওয়াজিব হবে।

খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন ও কৃষি উৎপাদন ছাড়া বাকী যাবতীয় দ্রব্যের যাকাতের জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে নিসাব পরিমাণ বা তার চাইতে অধিক দ্রব্যের উপর একটি বছর অতিবাহিত হতে হবে। কিন্তু খনিজ দ্রব্য, গুপ্তধন ও কৃষি উৎপাদনের এক বছর অতিবাহিত হওয়া পূর্বশর্ত নয়।

অন্যদিকে ফসল কাটার সাথে সাথেই কৃষি উৎপাদনের উপর যাকাত বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। বছরে দুবার বা তার চেয়েও অধিকবার ফসল হলেও প্রতিবারেই ফসল কাটার পর প্রাপ্ত ফসলের উপর যাকাত দিতে হবে, যদি ওই জমির খাজনা দিতে না হয়।

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতে, যে সব বস্তুর উপর যাকাত ফরয সেগুলোর হার নিম্নরূপ-

বৃষ্টির পানিতে চাষাবাদ হলে শতকরা ১০ভাগ এবং কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থায় চাষাবাদ হলে শতকরা ৫ভাগ। নগদ টাকা ও সোনা-রূপা শতকরা আড়াই ভাগ। কারখানার উৎপাদিত দ্রব্যাদির উপর শতকরা আড়াই ভাগ। যে ব্যক্তি অন্যের মুখাপেক্ষী। যেমন বার্ধক্য বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটির কারণে যারা সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় এবং কিছু সাহায্য লাভ করে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে এমন শ্রেণির লোক এর অন্তর্ভুক্ত যেমন ছেলে-মেয়ে, বিধবা মহিলা, বেকার ও উপার্জনে অক্ষম এবং দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তিবর্গ।

'মিসকীন' শব্দের ব্যাখ্যা হাদীস শরীফে এমনভাবে দেয়া হয়েছে- যে ব্যক্তি নিজের প্রয়োজন পরিমাণ সামগ্রী লাভ বা উপার্জন করে না। মানুষ যাকে সাহায্য করে বলে বুঝা যায় না এবং সে মানুষের সামনেও হাত পাতেন না।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

এ প্রেক্ষিতে মিসকীন এমন ভদ্র ও শরীফ ব্যক্তিকে বলা হয় যে নিজের প্রয়োজন পরিমাণ রুজি অর্জনে সক্ষম নয়। অন্যদিকে নিজের শরাফতের কারণে সে কারো কাছে হাত পাততেও পারেন না।

যাকাত আদায়কারী কর্মচারী বলতে বুঝায়, যারা যাকাত উসূল, বন্টন, ও তার হিসাব-নিকেশে রত থাকে। তারা নিসাবের মালিক হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় যাকাতের অর্থ থেকে তারা পারিশ্রমিক লাভ করবে। যাকাতের টাকা উল্লিখিত ব্যয় ক্ষেত্রে প্রত্যেকটিতে একই সঙ্গে ব্যয় অপরিহার্য নয়। প্রয়োজন ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে ব্যয় যে পরিমাণ সঙ্গত মনে করবে সে পরিমাণ ব্যয় করতে পারবে। এমনকি প্রয়োজন দেখা দিলে একই ব্যয়ক্ষেত্রে সমস্ত টাকাও ব্যয় করা যেতে পারে।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

যাকাতের স্বত্বদান

যাকাত প্রদানকারী ব্যক্তি যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় সত্ব ত্যাগ করে যাকাত প্রদান করতে হবে। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না। মালিকানা স্বত্বে দখল না নিয়ে যাকাত গ্রহীতা মঙ্গলজনক কাজে ব্যয় করলে যাকাত আদায় হবে না। তাই মসজিদ, মাদ্‌রাসা, হাসপাতাল ও ইয়াতিমখানা নির্মাণ, পুল নির্মাণ, নদী-নালা, কূপ ও খাল খনন, সড়ক ও রাস্তা-ঘাট নির্মাণ বা মেরামত, মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফন, অতিথি ভোজন ইত্যাদি কার্যে যাকাতের মাল ব্যয় করা জায়েয নাই।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত ব্যক্তি যদি এ সমস্ত হতে উপকার গ্রহণ করে থাকে তবুও দুরস্ত হবে না। এ গুলির উপর তাদের মালিকানা স্বার্থ না থাকার কারণেই যাকাত আদায় হয় না। কিন্তু এতিমখানায় যদি এতিমদেরকে মালিকানা স্বত্বে আহার, বস্ত্র ও মাদ্‌রাসার মিসকীনফাণ্ড থাকে এবং ঐ ফাণ্ড হতে গরীব ছাত্রদের খরচ নির্বাহ হয়ে থাকে তাহলে জায়েয হবে। তদ্রুপ উত্তরাধিকারী বিহীন মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যয় নির্বাহে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা দুরস্ত নয়। কারণ মৃত ব্যক্তির মালিক হওয়ার যোগ্যতা নেই। কিন্তু যাকাত পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে যাকাত দিলে, সে যদি স্বেচ্ছায় উক্ত মৃত ব্যক্তির কাফনে তা ব্যয় করে তবে জায়েয হবে। সেরূপ মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত থাকলে যাকাতের অর্থ দ্বারা সোজাসুজি এটা পরিশোধ করা জায়েয নহে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকার যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত হলে তাকে মালিকানা স্বত্বে যাকাত দেয়া যেতে পারে সে তার মালিকানা হতে স্বীয় সন্তুষ্টিতে মৃত ব্যক্তির পক্ষে ঋণ পরিশোধ করলে জায়েয হবে।

যাকাতের নিয়্যত

যাকাত আদায়ের সময় এর নিয়্যত করা ফরয। যাকাত আদায়ের নিয়্যত ব্যতীত শুধু দান করলে যাকাত আদায় হবে না। নিয়্যত মনে মনে করলে চলবে, মুখে বলা জরুরি নয়। উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গেলে যাকাত দেয়া হবে এ উদ্দেশ্যে যাকাতের মাল পৃথক করে রাখা ভাল। যাকাতের মাল পৃথক করার সময় অথবা উপযুক্ত পাত্রকে দেয়ার সময় যাকাতের নিয়্যত করলে চলবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নিয়্যত না করলে যাকাত আদায় হবে না। [হেদায়া]

যাকাত দেওয়ার সময় যাকাত গ্রহীতাকে যাকাতের মাল দেয়া হচ্ছে এ বিষয় জানাবার প্রয়োজন নেই; বরং যদি সে যাকাত গ্রহণের উপযোগী হয়।

প্রবন্ধ

আলহাজ্ব ফজলুর রহমান সরকার রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্মরণে

মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন

কালের বিবর্তণে এ দুনিয়ায় কিছু মনীষীর আবির্ভাব ঘটে, যারা স্বীয় কর্ম ও সাধনার কারণে ইতিহাসের অংশ হয়ে যান। তারা শুধু ইতিহাসই সৃষ্টি করেন না, প্রকৃতপক্ষে তারাই ইতিহাসের স্রষ্টা হয়ে যান। তাঁদের কর্মের সৌরভ জগতের এ প্রান্ত থেকে ঐ প্রান্ত পর্যন্ত আমোদিত হয়, ছড়িয়ে পড়ে ভুবনময়। মানুষের কাছে যারা চির স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি তাদেরই একজন আলহাজ্ব ফজলুর রহমান সরকার রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

জন্ম ও ফটিকছড়ি'র ইতিবৃত্ত

১৬৬৬ সালের দিল্লীর মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসন আমলে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন সুবেদার শায়েস্তা খাঁ এর পুত্র বুজুর্গ উমেদ আলী খাঁ। তিনি আরকান রাজাকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম দখল করে এর নামকরণ করেন ইসলামাবাদ। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে সমগ্র এলাকাকে ৭টি চাকলায় ভাগ করে এক একটি পরগণার নামকরণ করেন। বাংলার বার ভুঁইয়াদের অন্যতম স্বাধীনতাকামী ঈসা খাঁ এ অঞ্চলে অবস্থানকালে বাইশপুর সমন্বয়ে ঐতিহাসিক **'ইছাপুর পরগণা'** গঠন করেন। পরবর্তিতে **'ইছাপুর পরগণা'** ই বর্ধিত আকারে **'ফটিকছড়ি উপজেলা'** হিসাবে রূপ লাভ করে। ফটিকছড়ি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত একটি উপজেলা। **'ফটিক'** অর্থ স্বচ্ছ ও **'ছড়ি'** অর্থ পাহাড়িয়া নদী, ঝর্না বা খাল। এই উপজেলার পশ্চিমাংশে **ফটিকছড়ি ছড়া** এর নামানুসারে **ফটিকছড়ির** নামকরণ করা হয়েছে বলে জনশ্রুতি আছে। আয়তন ৭৭৩.৫৬ বর্গকিলোটার এবং চট্টগ্রাম জেলার সবচেয়ে বড় উপজেলা। ১৯১৮ সালে ফটিকছড়ি থানা হিসাবে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে পরবর্তিতে ফটিকছড়ি থানাকে ১৯৮৩ সালে উপজেলাতে উন্নিত করা হয়। ফটিকছড়ি উপজেলার দক্ষিণ রাঙ্গামাটিয়া ৩নং ওয়ার্ড এর মরহুম সফর মিঞা চৌধুরী ও মরহুমা আমেনা খাতুন এর ঔরশে ১৮৮২ ইংরেজীর কোন এক শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন এই ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ আলহাজ্ব ফজলুর রহমান সরকার রহমাতুল্লাহি আলায়হি।

'সরকার' উপাধি লাভ ও হযরত সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হির সান্নিধ্য

১৯২২ সালে একমাত্র পুত্রের শুভ আকদ অনুষ্ঠানের দিন মৃত্যু বরণ করলে, তিনি শোকে হত বিহবল হয়ে পড়েন। শোক কাটিয়ে উঠার জন্য তিনি বার্মার (মায়ানমার) সরকারী চাউল গুদামের 'রাইস ইন্সপেক্টার' এর চাকুরী নিয়ে রেঙ্গুন চলে যান। ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ৩৯তম অধস্তন পুরুষ হযরত সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি অতি অল্প বয়সে কোরআন হাফেজ হয়ে কোরআন-হাদিস-ফিকাহ সহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের পর পারিবারিক ব্যবসার সুবাদে সুদুর দক্ষিণ আফ্রিকায় চলে যান। সেখানে অতি অল্প সময়েই ব্যবসা ও ইসলাম প্রচারে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি সেখানে পাক-ভারত ব্যবসায়ীদের মধ্যে 'আফ্রিকা ওয়ালা' নামেও খ্যাত ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্যাপটাউন বন্দরে ১৯১১ সালে তার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে নির্মিত হয় নব দিক্ষিত মুসলমানদের জন্য প্রথম মসজিদ। এরপর ১৯১২ সালে তিনি স্বদেশে ফিরে হরিপুর বাজারে দোকান খুলে ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তিতে মা'সাহেবার পরামর্শে হরিপুর পীর হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি দরবারে যান এবং বাইয়াত গ্রহণ করেন। সেখানে শরীয়ত ও ত্বরীকতের এক বে-মাসাল খিদমত আনজাম দেন। পীরের লঙ্গরখানার জন্য জ্বালানীর সমস্যা হলে সিরিকোটের পাহাড় থেকে লাকড়ি সংগ্রহ করে ১১ মাইল দূরের চৌহর শরীফে নিজ কাঁধে করে নিয়ে আসতেন। এভাবে বিরতি ছাড়া বহু বছর এ কঠিন দায়িত্বটি পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হযরত আব্দুর রহমান চৌহরভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর ওফাতের তিন বৎসর পূর্বে পীরের নির্দেশে ১৯২০ সালে বার্মার (মায়ানমার) রেঙ্গুন শহরে চলে আসেন এবং সেখানে প্রায় দু'যুগেরও বেশী সময় অবস্থান করে শরীয়ত তরীক্বতের বিশাল দায়িত্ব পালন করেন। সেখানে তিনি

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

বিখ্যাত বাঙ্গালী মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন। চাকুরীর সুবাদে ফজলুর রহমান চৌধুরীও সেই বাঙ্গালী মসজিদে প্রায়ই নামাজ পড়তে যেতেন, আর এভাবেই তিনি সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর সান্নিধ্যে চলে আসেন। ১৯২৩ সালের কোন এক শুভক্ষণে এই ক্ষনজন্মা মহাপুরুষ ফজলুর রহমান চৌধুরী সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হির হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন, বাইয়াত গ্রহণের কিছুদিনের মধ্যে তিনি চাকুরী জীবনের ইতি টেনে পুরোপুরি পীরের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। ফজলুর রহমান চৌধুরী রেঙ্গুনে সরকারী চাকুরে ছিলেন বিধায় সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি উনাকে **'সরকার'** সাহেব ডাকতেন। পরবর্তিতে এই **'সরকার'** নামটি প্রসিদ্ধ হয়ে যাই এবং উনার নামের সাথে যুক্ত হয়ে তিনি হয়ে যান **'ফজলুর রহমান সরকার'**। রেঙ্গুনে চট্টগ্রামবাসী মুরিদ আলহাজ্ব আব্দুল খালেক ইঞ্জিনিয়ার, মাস্টার মুহাম্মদ বদিউল আলম, সুফি আব্দুল গফুর, ডা. মুহাম্মদ মোজাফফরুল ইসলামসহ অন্যান্য পীরভাইদের অনুরোধে সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি করাচি-কলকাতা-রেঙ্গুন সমুদ্রপথে যাত্রাকালে চট্টগ্রামে বিরতি করেন ১৯৩৫-৩৬ সালের দিক থেকে। এই সময়ে সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি বহুবার ফজলুর রমান সরকারকে বাড়ী তথা চট্টগ্রাম যেতে বললে তিনি আগ্রহ দেখাতেন না। আর এভাবেই সুদীর্ঘ ১৮ বছর পীরের খাবার রান্না করার মাধ্যমে নিজেকে উৎসর্গ করেন হয়ে যান **'ফানা ফিশ শায়খ'**। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপান বার্মায় বোমা নিক্ষেপের কিছুদিন পূর্বে সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৯৪১ সালে চিরতরে বার্মা ত্যাগ করে সিরিকোট চলে যান, যাবার সময় ফজলুর রহমানকে নির্দেশ দিয়ে যান তিনি যেন পরের জাহাজে বার্মা ত্যাগ করেন। পীরের নির্দেশ পেয়ে সরকার সাহেবও পরের জাহাজেই চট্টগ্রাম চলে আসেন। এর এক সপ্তাহ পরে ১৯৪১ সালের ২৩ ডিসেম্বর জাপান বার্মায় বোমা বর্ষণ শুরু করে এতে বহু মুসলমান মারা যান এবং বার্মায় ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়। এই ঘটনা সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর একটি জীবন্ত কারামত।

ঢাকা কায়েৎটুলি খানকার প্রেক্ষাপট

বার্মা ফেরত ফজলুর রহমান সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঢাকার কায়েৎটুলিতে কাজী সাহেব, আবুল কালাম সাহেব (যিনি পরবর্তিতে আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মুন্সির চাকুরি করেছিলেন) ও সরকার সাহেব মিলে খানকা শরীফ যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই জায়গায় জালানীর রসদ (কয়লা, লাকড়ী ও অন্যান্য দ্রব্য) মজুদ করতেন। তারা তিনজনে মিলে সেনাবাহিনীতে রসদ সাপ্লাইয়ের কাজ শুরু করেছিলেন। ১৯৫০ সালের আগেই তাদের ব্যবসা গুটিয়ে যায়, তিনি চট্টগ্রাম চলে আসেন। কায়েৎটুলির সেই জায়গায় পরবর্তিতে ১৯৫২ সালে খানকাহ এ কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় এই মারকাজ থেকে ঢাকার মুহাম্মদপুরে ১৯৬৮ সালে গাউসে জামান আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রতিষ্ঠা করেন কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া মাদ্রাসা।

আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর ও আলহাজ্ব ফজলুর রহমান সরকার

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

১৯৫০ সালের ৩০ মার্চ ওয়াজের আলী সওদাগরের সহধর্মিনী সাদিয়া বেগম আন্দরকিল্লা মেটারনিটি হাসপাতালে যখন প্রসব বেদনায় অত্যন্ত কাতর, তখন সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি আন্দরকিল্লা কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেস ভবনের দোতালায় অবস্থান করছিলেন। ওয়াজের আলী সওদাগরের এই পেরেশানি দেখে হালিশহরের আবুল বশর সওদাগর কারণ জিজ্ঞেস করেন, কারণ শুনার পর তিনি আর দেরী না করে নিজের পীরের কাছ হতে পানি পড়া নিয়ে ওয়াজের আলী সওদাগর সাহেবকে দেন এবং বলেন দ্রুত প্রসব বেদনায় কাতর সহধর্মিনীকে খাওয়ানোর জন্য। ওয়াজের আলীও দ্রুত কথা মান্য করেন। পানি খাওয়ানোর সাথে সাথে ভূমিষ্ঠ হয় ওয়াজের আলী সওদাগরের ২য় সন্তান আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন (এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী, আনজুমান)। এই ঘটনার কয়েকদিন পরই ওয়াজের আলী সওদাগর কোহিনুর ইলেকট্রিক প্রেসের দোতলায় যান এবং সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে দেখে উনাকে জিজ্ঞেস করেন **"ইহা আবুল বশর সাহেবকা পীর কাহা রেহেতা হে"** তখন সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি উত্তর দেন **"ইহা পীর-টীর কোই নেহী রেহেতা, ইহা হাম এক বুড্ডা রেহেতা"**। এই ঘটনার পরই ওয়াজের আলী সওদাগর সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন এবং মুরিদ হয়ে পীরের খেদমত আনজাম দিতে শুরু করেন। বার্মা ফেরত সরকার সাহেব ব্যবসা গুটিয়ে ফেলেন তখন দিকবিদিক শূন্য হয়ে আবার

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

পীর সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিকট চলে আসেন। সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি তখন ওয়াজের আলীকে ডেকে বললেন, **"তোমকো হাম এক রোজ দেগা, তোম সামাল পায়েগা"** ওয়াজের আলীও তৎক্ষনাত বলেছিলেন **"ইনশাল্লাহ"**। সেই সুবাদে ১৯৫১ সালে সরকার সাহেব উঠেছিলেন ওয়াজের আলী সওদাগরের তখনকার তিন পোলের মাথা রিয়াজউদ্দিন রোডস্থ বাসভবনে। সেই থেকে ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত একটানা ২৬ বৎসর ওয়াজের আলী সওদাগরের তত্ত্বাবধানে ছিলেন। বার্ধক্যের কারণে তিনি যখন জীবন সায়াহ্নের শেষ প্রান্তে তখন তিনি নিজবাড়ী ফটিকছড়ি চলে যান। তিনি দেখতে খুব সুন্দর ফর্সা ছিলেন, সবসময় এক কাপড়ে সাদা লং ক্লথের মতো কাপড় পড়ে চলাফিরা করতে পছন্দ করতেন। পায়ে সবসময় কাঠের খড়ম পড়তেন। তার নির্দিষ্ট কোন কাজ ছিল না, ওয়াজের আলী সওদাগরের কখনও স্টেশনরোডস্থ আড়ত, কখনও ছোট ভাই আনজুমান ফাইন্যান্স সেক্রেটারী সিরাজুল হকের মুরগী হাটায় চা-পাতার দোকানে ঘোরা-ফেরা করে তার দিন চলে যেত। খাওয়া দাওয়া চলত ওয়াজের আলী সওদাগরের আড়তে। ১৯৬৭ সালের পরে তিনি থাকতেন ওয়াজের আলী সওদাগরের আড়তের এবাদতখানা সংলগ্ন পাশের রুমে।

হজ্জ্বব্রত পালন ও সিরিকোট শরীফ গমণ

আওলাদে রসূল, হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি চট্টগ্রাম শেষ সফর করেন ১৯৫৮ সালে। সেই বছরই নিজ নাতী সফরসঙ্গী ১৮ বছর বয়সী হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ (মা.জি.আ.) কে নিয়ে মক্কা শরীফের জিদ্দা বন্দরের উদ্দেশ্যে জাহাজ যোগে চট্টগ্রাম বন্দর হতে রওয়ানা হন। সেই সময় ফজলুর রহমান সরকার রহমাতুল্লাহি আলায়হি হুজুরের সাথে সফরসঙ্গী হন। সেই বছর ওয়াজের আলী সওদাগর পূর্ব পাকিস্তানের কোটায় যেতে না পেরে পীরের সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে যান। তিনি যেহেতু করাচী ব্যবসায়ীদের সাথে তাজা ফল ও শুকনা ফলের ব্যবসা করতেন সেই সুবাদে তিনি করাচী ব্যবসায়ী ভাইদের সহযোগীতায় চট্টগ্রাম থেকে বিমানে চড়ে করাচী পৌছান, সেখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের কোটায় জাহাজে উঠে সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর সফরসঙ্গী হয়ে যান। ঐ সফরেই মদীনা শরীফে রওজা মুবারকে জেয়ারতের সময় জেয়ারতকারীদের সাক্ষাতেই সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি সফরসঙ্গী ডাঃ টি.হোসেনকে বলেন **" ডাঃ টি. হোসেন আপ খোশনসীব হ্যায়। ইসওয়াক্ত আপকি সাথ সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি দিদার চল রাহা- আওর আপ কি উপর সিলসিলাকি গেয়ারা সবককি হুকুম হো গিয়া"**। এই কথা শুনামাত্র আর দেরী না করে ওয়াজের আলী সওদাগরও কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন, একের পর এক আবেদন-নিবেদনে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি কে এবং পরবর্তিতে হুজুর কেবলা বলেন- **"সবর করো ওয়াজের আলী- কোশিশ করো, ইনশাল্লাহ মিল যায়ে গা"**। কিন্তু ওয়াজের আলী কোন ভাবেই সবর করতে পারছিলেন না- পাগল হয়ে উঠলেন দিদারে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্য। অবশেষে দিদার নসীব হলো। দিদারের জন্য চঞ্চল হয়ে উঠা ওয়াজের আলী হঠাৎ যেন শান্ত চুপচাপ হয়ে গেলেন। আরো হাজার গুন উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ঝাপিয়ে পড়লেন **"কাম করো দ্বীন কো বাঁচাও"** আন্দোলনে। ১৯৬০ সালে পীর ভাইদের সাথে ফজলুর রহমান সরকার রহমাতুল্লাহি আলায়হি সিরিকোট শরীফ গমণ করেন। তখন সিরিকোটে পাকা রোড ছিল না পায়ে হেটে, ঘোড়ায় চড়ে, গাধায় চড়ে যাতায়াত হত। সেখানে সফর শেষে পীরভাইদের সাথে তিনি চট্টগ্রাম ফিরে আসেন।

ইনতিকাল

১৯৭৬ সালে ওয়াজের আলী সওদাগরের আড়ত থেকে চলে যাওয়ার পর ফজলুর রহমান সরকার রহমাতুল্লাহি আলায়হি নিজ গৃহেই দিনাতিপাত করতে থাকেন। ১৯৭৮ সালের ২রা জুন মোতাবেক ২৫শে জমাদিউস সানী ১৩৯৮ হিজরী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ বাংলা শুক্রবার সকাল ৯:১৫ মিনিটে ৯৬ বছর বয়সে দক্ষিণ রাঙ্গামাটিয়া ৩নং ওয়ার্ড ফটিকছড়ির নিজগৃহেই এই মহান ব্যক্তি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাহে রাজেউন)। মরহুম আলহাজ্ব কবির আহমদ এর দান করা জমিতে গড়ে উঠা কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়। বর্তমানে এই কবরস্থানের পাশেই রোড সংলগ্ন জমিতে ১৯৯৫ সালে গড়ে উঠেছে ছৈয়দিয়া তৈয়বিয়া ভূঁইয়া জামে মসজিদ। ২০১২ সালে আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর আলকাদেরী স্মৃতি সংসদ গঠিত হওয়ার পর হতে সংকল্প ছিল ওয়াজের আলী সওদাগরের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

স্মৃতি সংরক্ষণ জীবনচরিত আলোচনা ও মাজার জেয়ারত করা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০ মার্চ ২০২১ ইংরেজী শনিবার স্মৃতি সংসদের উপদেষ্টা যথাক্রমে আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ ছিদ্দিক, আলহাজ্ব মোহাম্মদ আজিমউদ্দিন, আলহাজ্ব মোহাম্মদ কাশেম, মোহাম্মদ আরিফ, সংসদ কর্মকর্তা যথাক্রমে আলহাজ্ব মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন, মোহাম্মদ বশির, মোহাম্মদ খালেদ সোহেল, আলহাজ্ব মোহাম্মদ হামিদ, মাওলানা মোহাম্মদ নুরউদ্দিন, আলহাজ্ব সাদমান আলী, মোহাম্মদ আজওয়াদ আলী আবীর, মোহাম্মদ আজমাইন আলী আইয়ান মরহুম ফজলুর রহমান সরকার রহমাতুল্লাহি আলায়হি এর মাজার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে ফটিকছড়ি গমন করেন। সেখানে ফজলুর রহমান সরকারের ভাতিজা বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরীর আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরীর কথা না বললেই নয়, তিনি সরকার সাহেবের ছোট ভাই মরহুম গণু মিয়া চৌধুরীর ঔরসে ১৯৪৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। সেই বছরই ফটিকছড়ি সফর করেন সিরিকোটি রহমাতুল্লাহি আলায়হি। ফজলুর রহমান সরকার রহমাতুল্লাহি আলায়হি তার ভাতিজাকে কোলে করে হুজুর কেবলার সামনে নিয়ে আসলে তিনি বলে উঠেন 'ইসকো মাওলানা বানানা'' সেই সুত্র ধরে মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম চৌধুরী ১৯৭২ সালে জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া হতে ফাজিল এবং ১৯৭৪ সালে দারুল উলুম মাদ্রাসা থেকে কামিল পাশ করেন। তিনি ছিলেন সেই সময়কার উনার এলাকার এবং পরিবারের মধ্যে প্রথম মাওলানা। তিনি ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের বগাপা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ শেষে ১নং সেক্টরে বোয়ালখালী জোনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তার সহজ সরল কথাবার্তা, তার পরিবারের সদস্যদের আচার আচরণ সর্বোপরি ফটিকছড়ি গাউসিয়া কমিটির নেতৃবৃন্দের সরব উপস্থিতি ওয়াজের আলী পরিবারের সদস্য বৃন্দকে সত্যিই বিমোহিত করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সফল মানুষদের পদাংক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন! বেহুরমাতি সৈয়্যদিল মুরসালিন- সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তথ্যসুত্র ঃ

১. আলহাজ্ব মোহাম্মদ সামশুদ্দিন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী, আনজুমান। ২. বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম চৌধুরী। ৩. এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, যুগ্ম মহাসচিব, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ। ৪. উইকিপিডিয়া।

লেখক: সভাপতি- আলহাজ্ব ওয়াজের আলী সওদাগর আলকাদেরী স্মৃতি সংসদ।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

রোযায় নিয়ম মেনে সুস্থ থাকুন

রমজান এলেই দামি ও গুরুপাক খাবার খাওয়ার ব্যাপারে একরকম প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। অথচ সারা দিন অভুক্ত থাকার ফলে মস্তিস্ক ও স্নায়ুকোষ খাবারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিক শক্তির জোগান চায় বলে ইফতার, রাতের খাবার ও সাহরির সময় স্বাস্থ্যসম্মত, সুষম, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। এটা নিশ্চিত করতে হবে যাতে খাবারের কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, মিনারেলস, ভিটামিন, তেল ও পানি এই ছয় ধরনের উপাদানের সমন্বয় থাকে।

সাহরি ও রাতের খাবার

* সাধারণত ধীরে ধীরে হজম হয় (ছয় থেকে আট ঘন্টা) এমন খাবার খাওয়া উচিত। কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট যেমন- ভাত, রুটি, ওট, পরোটা ইত্যাদি হতে পারে আদর্শ খাবার। এ ধরনের খাবার অনেকক্ষণ পেটে থাকে বলে ক্ষুধা কম লাগে।
* রাতে সুষম খাবার যেমন: মাছ, মাংস, ডিম, দুধজাতীয় এবং চর্বি ও মিষ্টিজাতীয় খাবার, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি মেন্যুতে রাখুন।
* চা বা কফিতে ক্যাফেইন থাকে বলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, ব্লাড প্রেসার বাড়িয়ে দেয়। তা ছাড়া ইউরিনের সঙ্গে লবণ বের করে দেয়, যা দিনের বেলায় শরীরের জন্য দরকারি। এ জন্য সাহরিতে যথাসম্ভব চা, কফি বা কোলাজাতীয় পানীয় বর্জন করুন।

রোযার উপকারিতা

নিয়মমতো অভুক্ত থাকা বা রোযা রাখার মধ্যে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উপকারিতা বা হেলথ বেনিফিট রয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে, রোযা একই সঙ্গে দেহের রোগ প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক হিসেবে কাজ করে। যথা- ওজন কমায়, পরিপাকতন্ত্রের জন্য সহায়ক, হজমে যথেষ্ট উন্নতি হয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে, মস্তিস্ক সুস্থ রাখে, গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, সুস্থ মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়, সব ধরনের প্রদাহ হ্রাস করে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ---ডা. গুলজার হোসেন

ইফতারের সময়

* সারা দিন রোযা রাখার পর খেজুর খুবই উপকারী।
* কলা খান। এতে থাকে শর্করা, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম- যা এনার্জি দেয় ও অবসাদ দূর করে।
* প্রচুর প্রোটিন, ফাইবার এবং সামান্য ফ্যাট আছে বলে খেতে পারেন বাদাম, আমন্ড, আখরোট, কাঠবাদাম ও দেশি বাদাম। এতে চর্ম ভালো থাকে।
* ডাবের পানি, লেবুর শরবত, ফলের রস, লাচ্ছি- যেকোন একটি খাওয়া যেতে পারে। তবে অনেক চিনি মিশিয়ে শরবত নয়। বিশেষ করে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য।

পরিহার করুন

* অতিরিক্ত তেল, ঝাল, ভাজা, চর্বিজাতীয়, বাসি ও বাইরের খোলামেলা খাবার যথাসম্ভব এড়িয়ে চলুন। এতে এসিডিটি, বদহজম, পেট খারাপ ইত্যাদি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
* ওভার ইটিং বা অতিরিক্ত খাওয়া নয়। এতে বদহজম, বমি, এসিডিটি, পেট ব্যথা ও ডায়রিয়া হতে পারে।
* অতিরিক্ত রং ব্যবহার করা বাইরের সুস্বাদু খাবার নয়। এগুলো খেলে পেট, কিডনি বা লিভারের সমস্যা ছাড়াও নানা রকম শারীরিক অসুবিধা হয়।

পরামর্শ

* সময়ের সঙ্গে ফ্লুইড লেভেল যেন অ্যাডজাস্ট হয়, তাই ইফতার ও সাহরির মধ্যবর্তী সময়ে প্রচুর পানি পান করুন।
* রিফাইনড ফুড ও কম পানি পান করার জন্য রোযার মাসে অনেকের কনস্টিপেশান হয়। এ সমস্যা যাদের, তারা শরবতে তোমকা বা সাগু খেতে পারেন।
* যাদের লো ব্লাড প্রেসার, তাঁরা ফ্লুইড ও লবণ খান। শরীরের লবণ বা পটাসিয়াম যেন কমে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন।
* মনে রাখবেন অতিরিক্ত কিংবা কম পুষ্টিকর উপাদানসমৃদ্ধ খাবার- কোনোটাই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়।

নিম্নের ভুলগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত

১. সাহরিতে শুধু পানি পান করে রোযা রাখা

রোযার সময় পুরো দিন ভালো থাকতে তথা স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহরিতে সঠিক পরিমাণ পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। বরং সাহরিতে একেবারে কিছু না খেয়ে বা শুধু পানি পান করে রোযা রাখলে সঠিক পুষ্টি উপাদানের অভাবে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, এসিডিটি বা গ্যাস্টিকের সমস্যা, ত্বক ও চুলের ক্ষতি, মেজাজ খিটখিটে, কোষ্ঠকাঠিন্য ছাড়া নানা শারীরিক সমস্যা হতে পারে। তাই ভাত, সবজি, মাছ বা মাংস অথবা

www.anjumantrust.org @anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

দুধ-ভাত-কলা বা এমন কোনো মেন্যু সাহরিতে রাখুন, যা থেকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাট ও প্রোটিন- এ তিনটি পুষ্টি উপাদান পাওয়া যায়।

২. রাতের খাবার না খেয়েই শুয়ে পড়া

অনেকেই একটু বেশি পরিমাণে ইফতার খেয়ে রাতে আর খেতে চাই না বা খান না। আবার অনেকে ইচ্ছা করেই রাতে না খেয়ে সরাসরি সাহরি খান। এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর।

রোযার সময় দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা পূরণ করে ইফতার, রাতের খাবার ও সাহরির খাবার। রাতে একেবারে কিছুই না খেলে বিপাক ধীরগতিতে হয়, এতে রোযা রেখেও ওজন বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, এসিডিটির সমস্যা হয়। ভোররাতে সাহরি খাওয়ার সময়ও অস্বস্তি কাজ করে। তাই পরিমিত ইফতারের পর দুধ-রুটি, রুটি-সবজি, খেজুর-দুধ, দুধ-মুড়ি, চিড়া-দই বা সামান্য দুধ-ভাত হতে পারে আদর্শ খাবার।

৩. ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে রোযার সময় ডায়েট করা

অনেকেই ওজন নিয়ে অনেক চিন্তিত থাকেন বলে সারা দিন রোযা রেখেও একেবারে কার্বোহাইড্রেট না খাওয়া বা প্রয়োজনের তুলনায় কম খাওয়া অথবা একেবারে তেল বাদ দিয়ে খাবার খাওয়ার মতো ডায়েট করে থাকেন। মনে রাখতে হবে, এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এসবের ফলে লিভারে ফ্যাটি জমা, রক্তে ইউরিক এসিড বেড়ে যাওয়া, রক্তস্বল্পতা দেখা দেওয়া, মাথা ঘোরানো, ত্বক ও চুলের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তাই ওজন বেড়ে যাওয়ার ভয়ে রোযার সময় ডায়েট নয়। স্বাভাবিক খাদ্যতালিকা মেনে চলুন, ভালো থাকবেন।

৪. তাড়াড়াড়ি সাহরি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়া

ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটার জন্য অনেকেই তাড়াতাড়ি সাহরি খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন। এতে অনেক সময় পরিমাণমতো পানি পান করা হয়ে ওঠে না। এর ফলে দিনের বেলায় পানির ঘাটতিজনিত ডিহাইড্রেশন হতে পারে। ক্লান্তিভাব, অবসাদ, গ্যাস্ট্রিক, মাথা ঘোরানো ছাড়াও নানা সমস্যা দেখা দেয়। তাই রোযার সময় রাতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমানোর চেষ্টা করুন। এবং আজানের কিছু আগে ওঠে প্রথমে কিছুটা পানি পান করুন এবং সাহরি শেষে নামায পড়ে ঘুমান। আজানের কিছু আগে খেলে পুরো রোযার দিনের ভাগে আপনি এনার্জিটিক থাকতে পারেন। পিপাসা অথবা ক্ষুধা খুব একটা লাগবে না। আপনি থাকবেন বেশ সতেজ।

খেজুরের পুষ্টিগুণ

খেজুরে রয়েছে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, ফসফরাস, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাংগানিজ, সালফার, কপারসহ খুব প্রয়োজনীয় উপাদান, যা আমাদের দেহের জন্য খুবই উপকারী। প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশক্তি থাকায় খেজুর খেলে দ্রুত দুর্বলতা কেটে যায়। গ্লুকোজের ঘাটতিও পূরণ হয়।

* কোলন ক্যান্সার প্রতিরোধ করে, ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।
* কোলেস্টেরলের মাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রাখে। হাড় মজবুত রাখে।
* ফুসফুসের প্রদাহ এবং সুরক্ষায় বিশেষ কার্যকর।
* ক্রনিক ব্রংকাইটিসে ভালো উপকার দেয়।
* অ্যামাইনো এসিড থাকার কারণে হজমের সহায়তা করে।
* অন্ত্রের কৃমি প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অন্ত্রে উপকারী ব্যাকটেরিয়া তৈরি ও হজমে সহায়তা করে।
* প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'এ' থাকে বলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোর পাশাপাশি রাতকানা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।
* দাঁতের মাড়ি শক্ত করে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়।
* ব্রংকাইটিস, রিকেট রোগে বেশ ভালো কাজ করে।
* ক্ষুধার তীব্রতা কমায়। পাকস্থলীকে কম খাবার নিতে উদ্বুদ্ধ করে। শরীরের প্রয়োজনীয় শর্করার ঘাটতি পূরণ করে, মুটিয়ে যাওয়াও প্রতিরোধ করে।
* রক্তশূন্যতা পূরণে ভূমিকা রাখে।
* অতিরিক্ত প্রোটিন শরীর থেকে বের হয়ে গেলে কিংবা শ্বেতপ্রদরে খেজুর খুব ভালো কাজ করে।
* পিপাসা নিবারক হিসেবে ভালো কাজ করে।

রাজিয়া হক: পুষ্টিবিদ ডায়েট প্লান্টে অ্যান্ড নিউট্রিশন কনসালট্যান্সি।
তামান্না চৌধুরী: প্রধান- পুষ্টিবিদ এ্যাপোলো হসপিটাল, ঢাকা।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

তাকওয়া অর্জনের অনন্য মাধ্যম ঃ পবিত্র রমজানুল করীম

মাওলানা মুহাম্মদ মুনিরুল হাছান

রহমত, মাগফিরাত এবং নাজাতের বারতা নিয়ে ঈমানদারের কাছে আবারো ফিরে এলো মাহে রমজান। ঈমানদাররা এমন কিছু সময় বা মুহূর্তের সন্ধান পায় যাতে তার সকল দোয়া কবুল হয়। আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ উন্মুক্ত হয়। এটি আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পবিত্র মাস। ঈমানদারের জন্য সমূহ কল্যাণে ভরপুর এ পবিত্র মাস। ইমানদারগণ সারাদিন সিয়াম সাধনা করে, রাত জেগে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত করে থাকে। এ মাসে জান্নাতের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত থাকে, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করা থাকে, শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়। হাজার মাসের চেয়ে উত্তম লাইলাতুল কদর এমাসের শেষ দশকেই রয়েছে। পূর্ববর্তী আসমানি কিতাব গুলোও এমাসে অবতীর্ণ হয়েছিল। ১ রমজান হযরত ইবরাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর উপর সহিফা অবতীর্ণ হয়, ৬ রমজান হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম এর উপর তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ হয়। ১২ রমজান হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম এর উপর যাবুর কিতাব এবং ১৮ রমজান হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম এর উপর ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ হয়। সিয়মা সাধনা ইসলামের এমন একটি বিধান যার মাধ্যমে মানুষ অভুক্ত, অনাহারীর কষ্ট বুঝতে পারে। মানুষের মনে মানবিকতার ভাব উদয় হয়।

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে মানুষের জন্য দুটি পথ রেখেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, “বস্তুত আমি তাকে দুটি পথ প্রদর্শন করেছি”। (সূরা আল বালাদ-১০)

একটি হলো সৎপথ বা কল্যাণের পথ যা মানুষের অন্তরে নূর সৃষ্টি করে। মানুষ কল্যাণকর কাজে দৃঢ় থাকতে পারে। আর অপরটি হলো শয়তানের পথ যার মাধ্যমে মানুষের মনে পাশবিকতা জাগ্রত হয়। দুনিয়ার মায়ায় আচ্ছন্ন থাকে। পরকালের কথা ভুলে যায়। ধীরে ধীরে তার অন্তর আরো কলুষিত হতে থাকে। কিন্তু রমজান এমন একটি নিয়ামত যার মাধ্যমে মানুষ নিজের রিপুকে দমন করতে পারে। নিজের ভিতর পশুত্বকে হত্যা করে আল্লাহর ভয়কে জাগ্রত করতে পারে। ফলে ক্রমশঃকল্যাণের পথে অগ্রসর হতে থাকে।

পূর্ববর্তী নবিগণের মধ্যে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩,১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা রাখতেন। যাকে আইয়ামে বীজের রোজা বলা হয়। আদমে সানি হিসেবে পরিচিত হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম সারা বছরই রোজা পালন করতেন। আল্লাহর নবি হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম একদিন পর একদিন রোজা পালন করতেন। দাউদ আলায়হিস্ সালাম এর উপর অবতীর্ণ কিতাবে রোজাকে বলা হতো “ কোরবাত” যার অর্থ হলো নৈকট্য লাভ করা।

রোজাদার বান্দা এ মাসে বেশি বেশি নেক কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে থাকে। দীর্ঘরাত জাগ্রত থেকে যাবত তারাবির সালাত, তাহাজ্জুদ, অন্যান্য নফল সালাত, কুরআন তিলাওয়াত, তাসবিহ-তাহলিল আদায় করে। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি ইমান ও ইহাতসাবের সঙ্গে ও পূণ্য লাভের আশায় রমজানে রাত জেগে ইবাদত করে তার পূর্বের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়। [বুখারি ও মুসলিম]

মৌলিক ইবাদত গুলোর মধ্যে সালাত ও সাওম উভয়টি হাক্কুল্লাহ হিসেবে স্বীকৃত। ঈমানের পরেই সালাতের স্থান। অর্থাৎ আল্লাহর নিকট পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে সালাত যেমন আবশ্যক অনুরূপ ভাবে রমজান মাস পেলেই সিয়াম সাধনা তার উপর ফরজ। সালাত মানুষকে যাবতীয় অশ্লীলতা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর সাওমের উদেশ্য হলো বান্দাকে মুত্তাকি বানানো।

রমজান মাস হলো তাকওয়া অর্জনের মৌসুম। তাকওয়া শব্দের অর্থ হলো ভয় করা, বেঁচে থাকা, সতর্ক হওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তায়ালা রোজার বিধান সম্বলিত আয়াতটি শুরু করেছেন ইমানের কথা দিয়ে আর শেষ করেছেন তাকওয়া দিয়ে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,“হে ইমানদারগণ তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববতী লোকদের উপর ফরজ করা হয়েছিল যাতে তোমরা তাকাওয়া অর্জন করতে পার”।

(সূরা বাকারা-১৮৩)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে গড়া ইসলামের সোনালী যুগের সাহাবাগণ এই মূল মন্ত্রেই জীবন আতিবাহিত করেছেন। তারা দুনিয়াতে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করলেও দুনিয়ার প্রতি ছিল অনাসক্ত ও আখিরাতের প্রতি উদগ্রীব। আখিরাতে আল্লাহ তায়ালা মুত্তাকী

www.anjumantrust.org,E-mail:tarjumanganjumantrust.org
www.anjumantrust.org,E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

বান্দাগনের জন্য যে চিরশান্তি ও নেয়ামতের ব্যবস্থা রেখেছেন সেটাকেই তারা কামনা করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, (হে নবি) আপনি বলুন! আমি কি তোমাদেরকে এগুলো আপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বস্তুর কথা বলে দেব? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রবের নিকট জান্নাত সমূহ রয়েছে। যার তলদেশে নদী প্রবাহিত যাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। আরো আছে পবিত্র স্ত্রীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। এবং আল্লাহ বান্দাদেরকে দেখেন। (সূরা আলে ইমরান-১৫)

তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষ ইমানের উপর দৃঢ় থাকতে পারে। দুনিয়ার যে কোন মসিবত আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসার উপর প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। যেমন, হযরত মুসা আলায়হিস্ সালাম এর সাথে মোকাবিলা করার জন্য ফিরআউন প্রায় বাহাত্তর জন জাদুকর ও তাদের সরঞ্জাম জমা করল। মুসা আলায়হিস্ সালাম তার লাঠিটি মাটিতে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে তা বিরাট অজগর সাপ হয়ে তাদের যাদুগুলো গিলে ফেলল। তখন যাদুকরদের আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, যাদু কখন যাদুকে গ্রাস করতে পারেনা। বরং তা নিঃসন্দেহে নবির মুজিযা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সাথে সাথে যাদুকররা সেজদায় পড়ে গেল এবং ঘোষণা করল, আমরা মুসা আলায়হিস্ সালাম ও হারুন আলায়হিস্ সালাম এর পালনকর্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। ফিরআউন হতভম্ভ হয়ে গেল এবং তাদেরকে কঠিন শাস্তির অদেশ দিল। এমনকি ফিরআউন বলল, তোমাদের ডানহাত ও বামপা কাটা হবে, এরপর তোমাদেরকে শূলের মধ্যে মৃত্যু না আসা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "যাদুকররা বলল, আমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসেছে তার উপর এবং যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার উপর আমরা কিছুতেই তোমাকে প্রাধান্য দেবনা। অতএব, তুমি যা ইচ্ছা করতে পার। তুমিতো শুধু পার্থিব জীবনেই যা করার করবে"। (সূরা তা-হা:৭২)

আল্লাহর উপর গভীর আস্থার কারণে ফিরাআউনের হুমকির মুখেও তারা মুসা আলায়হিস্ সালামএর উপর দৃঢ় ইমান ছেড়ে দেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখ, তারা দিনের শুরুতেই ছিল যাদুকর ও কাফের আর দিনের শেষ অংশে হয়ে গেল আল্লাহর ওলি ও শহীদ। জীবনের কিছুক্ষণ সময় একজন নবির সংস্পর্শে থাকার কারনে তাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় এমনভাবে জাগ্রত হলো ফেরআউনের চরম শাস্তিকে কিছুই মনে করলেন না।

দার্শনিক ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সিয়াম পালনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন- আখলাকে ইলাহী তথা আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে তোলাই হচ্ছে সিয়ামের মূল উদ্দেশ্য। সিয়াম ফেরেশতাদের অনুকরণের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়। মানুষের মাঝে সহজাত এমন কিছু প্রবৃত্তি আছে। যেমন, আত্মস্থ প্রবৃত্তি, আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি, ক্রীড়া কৌতুক প্রবৃত্তি, যৌন কমনা, বিশ্রাম ইত্যাদি। প্রত্যেক প্রাণীই এসব প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে চায়। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী এসব চরিতার্থ করতে গিয়ে কোনো বাঁধা নিষেধ মানেনা। কিন্তু একমাত্র মানুষকে এসব নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কারণ অন্যান্য প্রাণীর কোনো বিবেক বোধ নেই মানুষকে বিবেক বোধ দেওয়া হয়েছে। তাই তার ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। তার ভিতরের পশুত্বকে দমন করতে কঠোর সাধনা করতে হয়। তাই মানুষ যখন পাশাবিক ইচ্ছার সুতীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয় তখন নেমে যায় অধঃপতনের নিম্নতম স্থানে। তখন অরণ্যের পশু ও লোকালয়ের মানুষের কোনো পার্থক্য থাকে না। আর সে যখন তার পাশাবিকতা দমন করতে সক্ষম হয়, তখন তার স্থান নির্ধারিত হয় নুরের ফেরেশতাদের উপরে। (এহইয়াউ উলুমিদ্দিন, ১ম- খন্ড, পৃ:২১২)

আল্লাহ তায়ালা ১২টি মাসের মধ্যে একটি মাসকে ইন্দ্রিয় সংযম পালনের হুকুম প্রদান করেছে। কেননা মানব সমাজে অপরাধ প্রবণতা প্রসারের জন্য কুপ্রবৃত্তির ভূমিকা অত্যধিক। তাই সিয়াম পালনই এই কুপ্রবৃত্তি থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। সহীহ বুখারীতে রয়েছে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অবর্তমানে এই উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম যে, মসিবত সংঘটিত হয়েছিল তা হলো পেটপুরে খাওয়াকে কেন্দ্র করে। কেননা মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি হলে শরীর সতেজ হয়ে উঠে, আত্মা সংকীর্ণ হয়। প্রবৃত্তি বল্গাহীন রূপ ধারণ করে। হাদিস পাকের মধ্যে হযরত রাসুলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন- হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করবে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, রমজান মাসে রোজা রাখবে, বায়তুল্লাহ শরীফে হজ করবে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের মালের যাকাত আদায় করবে, তাহলেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতকে রমজান মাসে এমন পাঁচটি বিশেষ নিয়ামত দান করা হয়েছে যা পূর্বে কোনো উম্মতকে দান করা হয়নি। যা হলো-

১. রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর তায়ালার কাছে মেশকের চেয়েও বেশি সুগন্ধি বলে বিবেচিত হয়।
২. রোজাদরদের জন্য পানির মাছ ও গর্তের পিপীলিকা সহ সব মাখলুকাত আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে।
৩. রমজান মাসে প্রতিদিন নতুন নতুন সাজে বেহেশতকে সাজানো হয় রোজাদার বান্দাদের জন্য।
৪. রমজান মাসে শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়। যার ফলে এই মাসে পাপের মাত্রা কমে যায়।
৫. এই মাসের শেষ রাতে রোজাদার বান্দাদের সমস্ত গুনাহ মাপ করে দেওয়া হয়। সাহাবারা আরজ করলেন, এটা কী লাইলাতুল কদরের রাত্রে? নবিজী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। বরং নিয়ম হলো শ্রমিক যখন কাজ শেষ করে তখন তাকে সাথে সাথেই তার প্রাপ্য মজুরি আদায় করা হয়। (বায়হাকী)

রমজান মাস হলো ইবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করার মাস। এ মাসে প্রতিটি আমলের সাওয়াব বহুগুণ বেড়ে যায়। রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমা থেকে আরেক জুমা ও এক রমজান থেকে আরেক রমজান তাদের মধ্যবর্তী পাপগুলো মোচনকারী, যদি কবিরা গুনাহ থেকে বিরত থাকা হয়। (সহিহ মুসলিম)

রোজার মাধ্যমে অর্জিত তাকওয়ার প্রভাব মোমিনের পরবর্তী জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে সে কখনো অন্যায় কাজ করতে পারে না। এ জন্য রাসূলে করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, রোজা ঢাল স্বরূপ। অর্থাৎ, ঢাল যেভাবে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর আক্রমন থেকে রক্ষা করে তেমনি রোজাও বান্দাকে শয়তানের অনিষ্ট, প্রবঞ্চনা ও প্ররোচণা থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আল্লাহ তায়ালা তার উপর সন্তুষ্ট হন। পরকালে জান্নাত লাভের পথ সহজ হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে এবং স্বীয় প্রবৃত্তিকে রিপুর অনুসরণ থেকে বিরত রাখে তার ঠিকানা হবে জান্নাত। (সূরা নাজিআত,৪০-৪১)

রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা ও কাজ পরিত্যাগ করতে পারেনি তার খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করা আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। রাসুলেপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, এমন কিছু রোজাদার রয়েছে যাদের রোজা শুধু পিপাসাই লাভ হয়। সুতরাং বুঝা গেল রোজার মাধ্যমে এমন একটি শক্তি তৈরি করা যায় যা যাবতীয় অনৈতিক ও গর্হিত কাজের মধ্যে প্রতিরোধ হিসেবে কাজ করে।

আল্লাহর বান্দারা তাকওয়ার অর্জনের মাধ্যমে সাওম পালনের পাশাপাশি এর হাকিকত বা গুঢ় রহস্য সর্ম্পকেও উপলব্ধি লাভ করতে পারে। সাওমের মাধ্যমে স্বীয় নফসে আম্মারাকে প্রতিহত করার কৌশল শিখতে পারে। দৈহিক ও জাগতিক সমস্ত ভোগ বিলাসের তাড়না এই নফসে আম্মারার মাধ্যমেই হয়ে থাকে। আর মানুষের অন্তরই হলো তাকওয়ার স্থান। হযরত ইরবাস বিন সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদিন রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন অতঃপর আমাদের দিক মুখ ফিরিয়ে বসলেন, এবং আমাদেরকে মর্মস্পর্শী উপদেশ প্রদান করলেন। যাতে আমাদের চোখ গুলো অশ্রুশক্তি হলো এবং অন্তর সমূহ বিগলিত হলো। তখন এক ব্যক্তি উঠে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! মনে হয় এটি বিদায়ী উপদেশ? তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের তাকওয়া তথা আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দিচ্ছি। (আবু দাউদ)

ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, রোজার তিনটি স্তর রয়েছে।

১. সর্বসাধারণের রোজা। অর্থাৎ চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পানাহার ও ইন্দ্রিয় কামনা থেকে বিরত থাকা।

২. বিশিষ্ট ব্যক্তিদের রোজা যাকে মধ্যম শ্রেণির রোজাও বলা হয়। পানাহার থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি চোখ, কান, জিহ্বা, হাত, পা সহ অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা।

৩. উচুঁ স্তরের ব্যক্তিদের রোজা। পানাহার ও কামভাব থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে চোখ,কান, জিহ্বা, হাত-পা ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়কে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং মনকে যাবতীয় কুচিন্তা, কুপ্রভাব এবং বৈষয়িক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করে একমাত্র আল্লাহ ধ্যানে মগ্ন থাকা।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, পানাহার এবং যা কিছু করলে রোজা ভঙ্গ হয় তা করা থেকে বিরত থাকার নাম শরিয়তের বিধান মতে রোজা। অপর পক্ষে হারাম, কুপ্রবৃত্তি, লোভ লালসা ও সফল অপছন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকা হলো তরিকতের বিধানমতে রোজা। তিনি আরো বলেছেন, যে শরিয়তের রোজা নির্দিষ্ট মাসের সাথে এবং নির্দিষ্ট সময়ের সাথে। কিন্তু তরিকতের রোজা সারা জীবন।

সুতরাং রমজান মাস হলো তাকওয়া অর্জন করার মাস। আর তাকওয়া অর্জন হলে আল্লাহ তায়ালার কাছে তার মর্যাদা অনেক বেড়ে যায়। তার জন্য রয়েছে অশেষ পুরস্কার ও আল্লাহর ভালোবাসা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পাপ মোচন করে দেন এবং তাকে মহাপুরস্কার দেন। (সূরা তালাক-৮)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, যে লোক নিজ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবে এবং তাকওয়া অবলম্বন করবে, অবশ্যই আল্লাহ তাকওয়াবানদের ভালোবাসেন। (সূরা আল ইমরান-৭৬)

লেখক: সহকারি শিক্ষক - (ইসলাম শিক্ষা), চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল, চট্টগ্রাম।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

করোনাকালের দরদী সংগঠন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ঃ আমার স্মৃতিচারণ

মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার

কভিড-১৯ বাংলাদেশে প্রথম সনাক্ত হয় ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জে, ৮ মার্চ ২০২০। চট্টগ্রামে প্রথম রোগী পাওয়া গেছে ৩ এপ্রিল '২০। চট্টগ্রামে কভিড-১৯ পরীক্ষা শুরু হয় ২৫ মার্চ ২০২০ থেকে। লক ডাউন শুরুও একই সময়ে। অথচ গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ করোনাকালের সম্ভাব্য সংকটে মানুষের পাশে দাঁড়াবার পদক্ষেপ নিয়েছে এরও আগে থেকে। চট্টগ্রামে এর আগে কোন সংগঠন এই মহামারীতে সহায়তা দিতে প্রস্তাব করেনি। অন্য কোথাও করেছে কিনা জানিনা।

১৪ ফেব্রুয়ারী ২০২০ আমি ফিরলাম ওমরা থেকে। তখন এই মহামারী চলছিল চীন সহ পৃথিবীর উন্নত কিছু দেশে। স্বপরিবারে হংকং বসবাস করে আমার চার ছোট ভাই। তাই, মহাতংকের খবরা-খবর আমরা অনেকের আগেই পাচ্ছিলাম। ফেব্রুয়ারী '২০ এ হংকং প্রবাসী ছোট ছোট ভাতিজাদের মুখে মাস্ক লাগিয়ে ঘরে বসে আতংকে থাকতে দেখেছি, সেই মদিনা শরিফ থেকে ভিডিও কলের সুবাদে। যাক্, করোনা আসবার আগেই আমাদের পরিবারে করোনা সচেতনতা এবং আতংক দুটোই চলে এল হংকং কানেকশনের কারণে। মনে হচ্ছিল বাংলাদেশও বাদ যাবেনা এই মহামারীর ছোবল থেকে। সারজাহ্ ভিজিটের ভিসা এল। ১৪ মার্চ ২০২০ উড়াল দেবার কথা। কিন্তু পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে। তাই টিকেট কনফার্ম করলাম না। ৮ মার্চ বাংলাদেশের প্রথম করোনা রোগী সনাক্ত হলো। সেদিনই ইন্তেকাল করেন আমার মেঝ চাচা শ্বশুর সৈয়দ সেলিম মোহাম্মদ ইউনুস। শারজাহ যাবার সিদ্ধান্ত বাতিল করলাম। করোনায় মৃতের দাফন কাফন জানাজা নিয়ে বড় ধরনের বিপর্যয় আসবে বুঝতে পারছিলাম। বিদেশে মৃতের দাফন সৎকার নিয়ে যে অমানবিকতা তা প্রতিনিয়ত দেখছি ইন্টারনেট আর আকাশ মিডিয়ার সুবাদে। বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতি নেবার বিষয়টা মাথায় কাজ করতে শুরু করলো আল্লাহর ইচ্ছায়। ১২ মার্চ ২০২০ ছিল চাচা শ্বশুরের চেহলাম উপলক্ষে মেজবান। অনুষ্ঠান শেষে বান্দরবানের বর্তমান জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন পারভীন তিবরিজী, যিনি তখন ছিলেন স্থানীয় সরকার চট্টগ্রামের উপ পরিচালক, তাঁর গাড়িতে করেই শহরে ফিরছিলাম। তাঁকে বললাম, আমার মনের কথাটা। বললাম, করোনায় মৃতের দাফন সৎকার বিপর্যয় আসন্ন, আমরা এই সময়ে সরকারের সহায়তা দিতে চাই। হয়ত সরকারের স্বেচ্ছাসেবক তালিকাভুক্ত হয়ে নতুবা স্বতন্ত্র দাফন টিম গঠন করে কাজ করতে চাই। দরকার সরকারের অনুমতি, দিক-নির্দেশনা এবং পরামর্শ। কথা হলো, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলে জানানো হবে আমাকে। ১৫ মার্চ ২০২০, চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জনাব ইলিয়াস হোসেন জানালেন করোনায় মৃতের গোসল কাফন দাফন বিষয়টি মূলত সিভিল সার্জন এবং সিটি মেয়রের দায়িত্ব। তিনি পরামর্শ দিলেন তাঁদের সাথে যোগাযোগ করতে। তিবরিজি জানালেন, যদি শুধু সিটিতে কাজ করি তবে মেয়রের সাথে, আর সিটি এবং সিটির বাইরে সমগ্র জেলার দায়িত্ব হলো সিভিল সার্জনের। তিনি জানতে চাইলেন, আমরা কোন লোকেশনে কাজ করবো। জানালাম, সর্বত্র। তিনি বললেন, তাহলে সিভিল সার্জনের সাথে কথা বলেন। শুরু হলো, দাফন মিশন। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের অন্যতম যুগ্ম মহাসচিব মাহবুবুল হক খাঁন কে বললাম, সব কথা। তাঁকে অনুরোধ করলাম সিভিল সার্জনের সাথে কথা বলতে, যেহেতু, তিনি ডাক্তার -ক্লিনিক লাইনে সম্পর্ক রাখেন। বেশ ক'দিন চলে গেল। কোন খবর আসল না। এদিকে, আমি পিপিই যোগাড়ের কাজও সমানে শুরু করেছি ১৬ মার্চ থেকে। কয়েক দফা কথা বললাম, স্মার্ট গ্রুপের এম ডি মোস্তাফিজ সাহেবের বড় ভাই শফিক সাহবের সাথে। তিনি আমাদের আত্মীয়। বাংলাদেশের প্রথম পিপিই প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাঁদের কথা মিডিয়ায় শুনলাম। তখন তারা সরকার কে পিপিই দিতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি আমাকেও আশ্বস্ত করলেন।

পিপিই সংগ্রহ নিয়ে আরো কথা হলো ঢাকার উত্তরা নিবাসী, হাটহাজারী মধ্য মাদার্শার সমাজ দরদী মানুষ আলহাজ্ব জসিম উদ্দিন ভাইয়ের সাথে। সেই সময়ে আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা লাগছিল এক একটা পিপিই তে। তিনি প্রয়োজনে ঢাকা থেকে পিপিই সহায়তার দায়িত্ব নেবার কথা

www.anjumantrust.org, E-mail: anjumanap@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

জানিয়ে আশ্বস্ত করলেন। এ দিকে করোনায় মৃতের লাশ দাফন নয়, পোড়াতে হবে এমন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মিডিয়ায় সম্প্রচার হবার সাথে সাথে জন্ম হয় দেশব্যাপী নতুন আতংকের। আলাপ করি, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কো চেয়ারম্যান এবং চট্টগ্রাম জামেয়ার অধ্যক্ষ মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ অসিয়র রহমান সাহেবের সাথে এবং মুসলমানদের লাশ দাফন বিষয়ে শরয়ী জবাব প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়। পত্রিকায় বিবৃতি প্রকাশিত হলো। দাহ নয়, দাফনই করতে হবে মুসলমানদের লাশ। তাই প্রস্তুতি নিতেই হবে। চিন্তা করলাম দাফনের দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে স্বেচ্ছায় প্রস্তুত এমন কর্মীদের সংগ্রহ করতে হবে। ফেইসবুক আই ডি তে লিখতে শুরু করলাম এই নিয়ে। ২৩ মার্চ লিখলাম, সুরক্ষা পোশাক পরিধান করে চিকিৎসক যদি করোনা রোগীর চিকিৎসা দিতে পারে, তাহলে আমরাও একই পোশাকে আবৃত হয়ে দাফন করতে পারবো। ২৩ মার্চ আরো লিখলাম, জেলায় জেলায় স্বেচ্ছাসেবক টিমকে সরকারি উদ্যোগে প্রশিক্ষণ দিতে। এমনকি ২৪ মার্চের অপর স্ট্যাটাসে আশ্বস্থ করলাম যে, সুরক্ষা পোশাক যোগাড় হয়ে যাবে সুতরাং তৈরী থাকুন। উল্লেখ্য, এর আগেই ঢাকা-চট্টগ্রামের উক্ত দুই সোর্স, ছাড়াও আরো দুইজন পিপিই দিতে এগিয়ে এসেছিলেন, একজন ইঞ্জিনিয়ার আমান উল্লাহ্ এবং অন্যজন নঈমুল ইসলাম পুতুল। পিপিই নিশ্চিত হবার পরই উক্ত তিনটি স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম। কর্মীদের মধ্যে এ সব ঘোষণা খুব সাড়া জাগালো। জেলায় জেলায় দাফনের জন্য স্বেচ্ছাসেবক টিম গঠন করতে বলার পর কেউ কেউ ফোনেও যোগাযোগ করে সম্মতির কথা জানালো। আমার ফেইসবুক বন্ধুদের মধ্যে পরিচিত অপরিচিত কেউ কেউ, জীবনের ঝুঁকি সত্ত্বেও এই কাজে সাথে থাকবার কথা আমার মেসেঞ্জারে এবং স্ট্যাটাসগুলোর কমেন্টে জানাতে শুরু করে। তাঁদের কথা ছিল আপনি উদ্যোগ নিন, আমরা সাথে থাকবো। এতটুকুই যথেষ্ট যে-কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এরি মধ্যে কেউ কেউ তাঁদের সম্মতি প্রকাশকে নিশ্চিত করতে মোবাইল নম্বরটাও পাঠিয়ে দিল। বিশেষত, যাঁর সমর্থন এবং উদ্দীপনা আমাকে বেশি আশ্বস্ত করে, তিনি হলেন রাউজানের আহসান হাবিব হাসান। তিনি একজন বিশ্বস্ত এবং সাহসী কর্মী হিসেবে ইতোমধ্যেই পরীক্ষিত ছিলেন। তিনি বললেন, বদ্দা আপনি পদক্ষেপ নিন, আর কেউ আসুক না আসুক আমরা রাউজান থেকে আপনার সাথে থাকবো। এবার আমি কোমর বেঁধে নামতে প্রস্তুত হলাম। কারণ, একদিকে প্রশাসনিক যোগাযোগ হয়ে গেল এবং সুরক্ষা পোশাকের বিষয়ে ফলপ্রসূ যোগাযোগ হলো। পেলাম বিশ্বাস রাখার মতো একটি স্বেচ্ছাসেবক টিম। শুধু তাই নয়, ২৪ মার্চ রাতে, আহসান হাবিব হাসান সহ অন্য কয়েকজন রাউজানের একটি স্থানীয় মিডিয়ায় প্রকাশ্যে জানালেন যে, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ করোনায় মৃতের দাফনের দায়িত্ব পালন করবে, যা ২৫ মার্চ থেকে প্রচার পায়। ২৩ মার্চের আগেই আমার কাছে পিপিই কিনতে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চাইলেন আমাদের প্রকৌশলীদের সংগঠন ওইবি'র পক্ষে ইঞ্জিনিয়ার আমান উল্লাহ্ আমান, কিন্তু আমি টাকা তাঁর হাতেই রাখতে অনুরোধ করি। বললাম, টাকা যখন লাগবে তখন নেব। অবশ্য, উনার মাধ্যমে পরবর্তীতে ডিপ্লোমা ও বি এস সি ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠন আমাদের দফায় দফায় পিপিই দিয়ে পাশে ছিলেন। ২৪ মার্চ টেলিফোনে যোগাযোগ হলো সিভিল সার্জনের সাথে। একাধারে কয়েকদিন সরকারি ছুটি এবং কড়া লক ডাউনের দিকে দেশ এগুচ্ছে তখন। সিভিল সার্জন বৈঠকের তারিখ দিলেন ২৯ মার্চ। তাঁর সাথে সাক্ষাতে যাবার আগেই সম্মতি নিলাম গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার সাহেবের। এরপর, অনুমতি নিলাম আনজুমান এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসীন সাহেবের। এই দুইজন পাশে না থাকলে এ বিশাল খেদমতের সুযোগটি অন্তত গাউসিয়া কমিটির মাধ্যমে করতে পারতাম না। হয়ত অন্য কোন ব্যানারে করার প্রয়াস পেতাম, যা এতটা সফলতা পেত না।

২৯ মার্চ ২০২০ সাক্ষাৎ করি চট্টগ্রামের সিভিল সার্জন ফজলে রাব্বি, বিভাগীয় কমিশনার এ কে আজাদ, সিটি মেয়র আ জ ম নাসির উদ্দিন, উপ পুলিশ কমিশনার (সিটি এস বি) আবদুল ওয়ারিশ এবং ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সাথে। সিভিল সার্জন কার্যালয় থেকে আমার ফেসবুক স্ট্যাটাস দেখে ফোন দিল সিপ্লাস টিভি। তাঁরা জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদের দ্বিতীয় তলায় দাঁড়িয়ে সমগ্র বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দিল যে, বাংলাদেশে করোনায় মৃতের দাফন করবে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ। শুরু হয়ে গেল হুলুস্থুল কান্ড। সাড়া জাগালো এই ঘোষণা। পরদিন থেকে পত্র পত্রিকায়ও গেল এই খবর। চারিদিকে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে শুরু করে অনেকে। দাফন

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

প্রবন্ধ

জানাজা না হবার আতংক কিছুটা কমাতে সাহায্য করলো আমাদের এই এগিয়ে আসার খবর ছড়িয়ে পড়ার কারণে। ৩০ মার্চ ২০২০, নঈমুল ইসলাম পুতুল কিছু পিপিই নিয়ে আমার বাসায় চলে এল। ১ এপ্রিল থেকে, সিভিল সার্জনের পরামর্শে উপজেলা কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের বরাবরে স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা জমা শুরু করতে অনুরোধ করি স্থানীয় কমিটিগুলোকে। সব যোগাযোগ ছিল আমার ফেসবুক এবং টেলিফোন মাধ্যমে। স্বাভাবিক ধারায় সংগঠন চলার সুযোগ তখন ছিল না। তবুও এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহেই আমরা প্রায় সাতশো স্বেচ্ছাসেবকের তালিকা সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে হস্তান্তর করি, যা পুরো মাস ব্যাপি চলতে থাকে। প্রায় প্রতিদিনই প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সিভিল সার্জনকে ফোনে বলতে থাকি। ১১ এপ্রিল ২০২০ তারিখ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত সিভিল সার্জন কার্যালয়েই ছিলাম। তখনো তাঁকে অনুরোধ করি আমাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য। বাসায় আসার পর, সন্ধ্যা ৭ টার দিকে সিভিল সার্জন সাহেব ফোন করে জানালেন কাল সকালেই ২/৩ জন কর্মী তাঁর অফিসে পাঠাতে হবে প্রশিক্ষণের জন্য। ঢাকা থেকে অনলাইনে একযোগে প্রশিক্ষণ হবে। ১২ এপ্রিল প্রশিক্ষণ দিল সিভিল সার্জন অফিসে এবং কয়েকটি উপজেলার সরকারি অফিসে। অনেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং স্থানীয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্মকর্তারা তখনো আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা থাকা সত্ত্বেও ট্রেনিংয়ের জন্য তাদেরকে ডাকেনি। আমি তাঁদেরকে বারবার ইউ এন ও বরাবরে পাঠিয়েছি এ জন্য। কিন্তু প্রশাসন তখনো আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের খুব একটা পাত্তা দিচ্ছিল না। যা হোক, নানা তদবির করে উপজেলা এবং শহরের কিছু কর্মীকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম। সিলেটের ওসমানী নগরের ইউ এন ও অফিসেও ট্রেনিং নিল গিয়াস উদ্দিন সহ কয়েকজন। পরদিন, ১৩ এপ্রিল ২০২০, পটিয়া হাইদগাঁও গ্রামের ৭ বছরের শিশু সন্তানটির দাফন কাজে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া পৌরসভার সভাপতি মরহুম আলহাজ্ব আবু তাহের মুজাহিদীর নেতৃত্বে যে টিমটি প্রথম দাফন কাজে অংশ নিয়েছিল সেদিন, তাঁদের কোন প্রশিক্ষণ ছিল না, পটিয়া উপজেলা প্রশাসনের ডাকে এবং নির্দেশনায় তাঁরা সেদিন দাফন কাজে অংশ নিয়েছিল। ১ মে ২০২০ আমি নিজেই মোহরায় মৃত করোনা রোগীর জানাজায় ইমামতি করি কারণ এ সময় মসজিদের ইমাম- মুয়াজ্জিনরা কেউ এ দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেনি। ১ মে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার ও আমি দাফন কাজে সরাসরি অংশগ্রহণের পর সাধারণ কর্মীদের সাহস বৃদ্ধি পায় এবং আমাদের দাফন কাজে গতি আসে। কিন্তু আমাদের ছিলনা কোন এম্বুলেন্স। ফলে, হাসপাতাল থেকে মরদেহ গ্রহণের কাজটা করতে পারছিলামনা। চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের সিটি এসবি উপ পুলিশ কমিশনার জনাব কাজেমুর রসিদ আমাকে ফোন করে বললেন বখতিয়ার ভাই আপনাদের বিশাল সংগঠন, লোকবলের অভাব নেই, কিন্তু এই সময়ে এম্বুলেন্স না থাকার কারণে আমরা আপনাদের আরো বেশি সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। তিনি বিষয়টা নিয়ে জরুরি পদক্ষেপ নিতে আনজুমানের সাথে আলাপ করতে অনুরোধ করলেন।

যা হোক, জুন মাস থেকে আমাদের এ কাজের গতি বহুগুণ বেড়ে যায় পর পর কয়েকটি এম্বুলেন্স সহায়তা পাবার পর। প্রথমে ২ জুন ২০২০ থেকে আগষ্ট পর্যন্ত তিন মাসের জন্য এম্বুলেন্স সহায়তা দিলেন আলম আনোয়ারা ফাউন্ডেশন। এরপর, ফ্লোরিডা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন, যা আজ নয় মাস ধরে চালু আছে। তিন মাসের জন্য বোয়ালখালীকে এম্বুলেন্স দিলেন ব্যারিস্টার মনোয়ার হোসেন ফাউন্ডেশন। সীতাকুণ্ড সলিমপুরের চেয়ারম্যান সাহেবও তাঁদের ইউনিয়নের নিজস্ব একটি এম্বুলেন্স ব্যবহারের সুযোগ দিলেন। সর্বশেষ, নিজেদের এম্বুলেন্সটা দিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আরব আমিরাত শাখা, যা আর ফেরত দিতে হবে না। করোনা চলে গেলেও চলবে এই এম্বুলেন্সটির সেবা। যা হোক, এম্বুলেন্স পাবার কারণে,এ সময়ে, আমরা কোন কোন দিন ১০/১২ জন মৃতের দাফন কাজ সম্পন্ন করেছি।

১৯ মার্চ ২০২১ পর্যন্ত শুধু চট্টগ্রামেই দাফন কাফন করেছি ১৭০০+ জন এবং সারাদেশে ২১০০+ জন। এ ছাড়াও ২৮ জন হিন্দু, ৩ জন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সৎকারে সহায়তা করেছি। আমরা এ পর্যন্ত ১৩ জন অজ্ঞাত লাশেরও দাফন করেছি। তবে, চট্টগ্রামে আমরা করোনায় মৃত ছাড়াও এই মহামারী পরিস্থিতিতে, গোসল-কাফন দাফন কাজে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আগের মত এগিয়ে না আসার কারণে যারা করোনা ছাড়া অন্য কোন রোগে মারা যান এবং আমাদের সহায়তা চান তাঁদের গোসল-কাফন দাফন কাজও আমরা করে আসছি। যা ভবিষ্যতেও চলবে ইনশাআল্লাহ।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রবন্ধ

অক্সিজেন ও এম্বুলেন্স সেবা

আমরা এ পর্যন্ত অন্ততঃ ১২,৭০০ (বার হাজার, সাতশো) মানুষকে দিয়েছি অক্সিজেন সহায়তা। চারটি এম্বুলেন্সে রোগী সেবা দিয়েছি দুই হাজার দুইশো মানুষকে। এতে বহু অজ্ঞাত পথ রোগীকে দেওয়া হয় চিকিৎসা এবং এম্বুলেন্স সেবায় নিজ নিজ বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। কোন কোন নাম পরিচয়হীন রোগীকে পাঠানো হয় ময়মনসিংহ, ঢাকার আশ্রয়কেন্দ্রে।

ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করোনা পরীক্ষা

আমরা এই সময়ে, ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করোনা পরীক্ষার নমূনা সংগ্রহে সহায়তা দিয়েছি ৯৪৬ জনকে, যা করোনার টিকা শুরু হবার প্রেক্ষিতে ১ মার্চ ২০২১ থেকে বন্ধ করা হয়েছে। বাকি সব সেবা চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

এ পর্যন্ত দাফন -কাফন, অক্সিজেন, এম্বুলেন্স সহায়তা বা অন্য কোন সেবা দিয়ে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কারো কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক, এমনকি তেল - গ্যাস খরচও গ্রহন করেনি, যা একটি বড় মানবিক দৃষ্টান্ত বটে। তাছাড়া আমাদের উপজেলা, থানা কমিটিগুলো এই সময়ে নিয়মিত চিকিৎসা ক্যাম্প আয়োজন করে করোনা পরিস্থিতিতে চিকিৎসা বঞ্চিত ১১০০০ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা সহ বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ করেছে। লক ডাউন শুরু হবার সাথে সাথে দেশ ব্যাপি এক লাখ পরিবারকে খাদ্য সহায়তা এবং শত শত পরিবারকে বিকাশ ও হাতে হাতে আর্থিক সহায়তা দিয়েছি। (আংশিক)

লেখক: প্রধান সমন্বয়ক-করোনায় মৃতের দাফন এবং রোগী সেবা কার্যক্রম
যুগ্ম মহাসচিব-গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পরিষদ।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
তরজুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জমাত
মাসিক তরজুমান
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

দ্বীন ও শরীয়ত বিষয়ক বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব

উত্তর দিচ্ছেন: অধ্যক্ষ মুফ্‌তি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান

মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্
মইশকরম, রাউজান,
চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: রোজা অবস্থায় টিকা দেওয়া যাবে কিনা? কোরআন হাদিসের আলোকে বর্ণনা করলে উপকৃত হব।

উত্তর: করোনা মহামারী প্রতিরোধক, টিকা, ভ্যাক্সিন বা ইনজেকশান রোজাবস্থায় গ্রহণ করা যাবে মর্মে যদিও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মুফতিগণ অভিমত পোষণ করেছেন। তবে সাহরীর শেষ সময় এবং ইফতারের ১ম সময়ে করোনা প্রতিরোধক টিকা, ইনজেকশান ও ভ্যাক্সিন ইত্যাদি গ্রহণ করাতে কোন অসুবিধা নেই যদি রোযাবস্থায় একান্তই করোনা ভ্যাক্সিন গ্রহণ করতে হয়, অসুবিধা না হলে উক্ত দিনে রোযা ভঙ্গ না করে মাহে রমজান পরবর্তী যে কোন দিন সেই দিনের একটি রোজা পুনরায় আদায় করবে। এটা সতর্কতা ও উত্তম পন্থা। আর রোজাবস্থায় ভ্যাক্সিন গ্রহণ করলে শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বা জ্বর অনুভব হলে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। তখন রমযান শেষে পরে একটি রোযা কাফ্‌ফারা আদায় করবে। টিকা, ভ্যাক্সিন, ইনহেলার ইত্যাদি যাবতীয় ইনজেকশান রোযাবস্থায় গ্রহণ করাকে বহু মুহাক্কিক্ব ফোকহায়ে কেরাম রোজা নষ্ট/ভঙ্গ হওয়ার আশংকা হতে মুক্ত নয় বলে মনে করেন।

[শরহে সহীহ্ মুসলিম, রোজা অধ্যায় কৃত আল্লামা গোলাম রসূল সাঈদী (রহ.) এ মাসআলাটি শাবান ১৪৪২হিজরি সংখ্যায় প্রশ্নোত্তর বিভাগে বর্ণনা করা হয়েছে।]

মুহাম্মদ মিজানুর রহমান
নূরানী মুয়াল্লিম-বেতাগী রহমানিয়া
জামেউল উলুম মাদরাসা,
রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ফরজ বা নফল রোজা অবস্থায় করোনা ভাইরাসের টিকা নেওয়া যাবে কিনা?

উত্তর: মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাউজান মইশকরম-এর প্রশ্নের উত্তর দেখার অনুরোধ রইলো।

প্রশ্ন: যারা দরিদ্র, রিক্সা চালায় বা কঠোর পরিশ্রম করে টাকা আয় করে তারা রমজানের রোজা ভঙ্গ করতে পারবে কিনা, জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: রোযা আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি দৈহিক ফরজ বা অবশ্য পালনীয় ইবাদত। যা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ। সুস্থ, প্রাপ্ত বয়স্ক, সকল ধনী-গরীব মুসলিম নর-নারীর উপর রমযান মাসে রোযা পালন করা ফরজ বা আবশ্যক। রোযা গরীব-ধনী সকলের উপর ফরজ করা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ(১৮৩)

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ তোমাদের ওপর (রমজানের এক মাস) রোযাকে ফরজ/আবশ্যক করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিল। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।

[সূরা বাক্বারা, আয়াত-১৮৩]

উক্ত আয়াতে করীমা হতে রোযা রাখার গুরুত্ব ও তাৎপর্য সহজেই অনুমেয়। যেহেতু রোযা ফরজ ইবাদত তাই যে কোন সহজ কারণে ভঙ্গ করা যাবেনা এবং ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করলে কাযা ও কাফ্‌ফারা উভয় আদায় করতে হবে। তবে কোন দিন-মজুর, খেটে খাওয়া, রিকশা চালক ও মজুর যদি নেহায়ত দুর্বলতার কারণে এবং ক্ষুধা ও পিপাসা এতই তীব্র ও প্রকট আকার ধারণ করেছে যে, রোযা ভঙ্গ না করলে মৃত্যুর আশংকা বা মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার গভীর সংশয় সৃষ্টি হয় তখন বিশেষ প্রয়োজনে রোযা ভঙ্গ করতে পারবে। তাছাড়া, মুসাফির, গর্ভবতী মহিলা, সন্তানকে দুগ্ধ পানকারী মহিলা, পীড়া বার্ধক্য বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, রোযা রাখলে শারীরিক ও মানসিক কোন প্রকার ক্ষয়-ক্ষতির আশংকা হলে এবং জিহাদে অংশ গ্রহণকারীর জন্য যৌক্তিক ও শরয়ী ওজরের কারণে রমজানের ফরজ

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

রোযা না রাখার সুযোগ বা রুখসত ইসলামী শরীয়ত প্রদান করেছে। তবে মাহে রমজান পরবর্তী সুযোগ ও সুবিধা মোতাবেক তা কাযা আদায় করে দিতে হবে। আর যদি কোন কারণে অসুস্থ ব্যক্তির সুস্থতা ও রোযা রাখার সামর্থ্য ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকে, সেক্ষেত্রে তিনি অথবা তার অলি/ওয়ারিশ ফিদয়া আদায় করবে। ফিদয়া হল রমজানের একটি ফরয রোযার বিনিময়ে এক ফিতরা, অর্থাৎ দুই কে.জি ৫০ গ্রাম পরিমাণ গম/গমের আটা/সম পরিমাণ মূল্য গরীব/মিসকিনকে ফিদয়ার নিয়তে প্রদান করবেন।

[ফতোয়ায়ে আলমগীরি, রদ্দুল মোহতার, খাযাইনুল ইরফান ও যুগজিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ আবু কাউসার সোহেল**
উত্তর সর্ত্তা, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: এশার জামাতে মুসল্লী বেশী হওয়ায় ইমাম সাহেবের এক কদম পিছনে নামাজ আদায় করায় জনৈক ব্যক্তি এটাকে মাকরূহে তাহরিমী ফতোয়া দিয়েছেন। তার ভাষ্যমতে খানকাহ্ শরীফ সংলগ্ন মাঠ থাকা সত্ত্বেও কেন ইমামের আড়াই হাত পিছনে না দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা হল? উল্লেখ্য, মাঠে তাৎক্ষণিক নামায আদায়ের ব্যবস্থা করা সহজ ছিল না।

উত্তর: উপরোক্ত বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের মাসআলা হলো জামাতে মুক্তাদি যদি একজন হয় তবে সে ইমামের বরাবর ডান পার্শ্বে দাঁড়াবে। তার জন্য বামে বা পেছনে দাঁড়ানো মাকরূহ। দুই জন হলে ইমামের পিছনে দাঁড়াবে তখন ইমামের বরাবর দাড়ানো মাকরূহে তানযীহি। আর দু'জনের অধিক হলে তখন ইমামের পার্শ্বে দাঁড়ানো মাকরূহে তাহরীমী।

[দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৩৮১নং পৃষ্ঠা]

যদি দু'জনের অধিক মুক্তাদি ইমামের বরাবর ডানে-বামে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে তখন মাকরূহে তাহরীমী হওয়ার কারণে ইমাম ও মুক্তাদি সকলে ওই নামায পুনরায় পড়তে হবে।

[ফতওয়ায়ে রজভীয়্যাহ্, ৩য় খন্ড, পৃ. ৩২৩]

তবে মুসল্লী বেশি হওয়ার কারণে স্থান সংকুলন না হওয়ায় ইমামের সামনে যাওয়া আর মুক্তাদির পেছনে দাঁড়ানোর জায়গা না থাকে এবং মসজিদের বাইরেও দাড়ানোর কোন সুযোগ না থাকে তখন একান্ত বাধ্য হয়ে বিশেষ প্রয়োজনে ইমামের সামান্য পিছনে ডানে-বামে কাতার হয়ে দাড়িয়ে নামাজ আদায় করবে। কিন্তু ভিতরে ও বাইরে জায়গা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এভাবে জমাত আদায় করা মাকরূহে তাহরীমা।

[দুররে মুখতার, ফতোয়ায়ে রজভিয়া, মু'মিন কি নামাজ ইত্যাদি]

✍ **হাফেজ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান**
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: পবিত্র লাইলাতুল কদর ও পবিত্র লাইলাতুল বরাত তথা শবে কদর ও শবে বরাতের ইবাদত-বন্দেগী ও নফল নামাজ একাকী বা জমাত সহকারে পড়া সংক্রান্ত ইসলামী শরিয়তের ফতোয়া/ফায়সালা কামনা করছি। যেহেতু বাতিল ফিরক্বা তথা ওহাবী-নজদী, খারেজী ভ্রান্ত মতাদর্শী কোন কোন মওলভী ও জ্ঞানপাপী বিভিন্ন টিভি চ্যানেল-মিডিয়া, পেপার-পত্রিকায়, অনলাইনে, ফেইসবুকে এবং বক্তব্যে বলতে দেখা যায় যে, শবে কদর ও বরাত রাতে জমাত সহকারে নফল নামাজ পড়া গোঁড়ামী ও ভিত্তিহীন।

উত্তর: ইসলামের দৃষ্টিতে যে কয়েকটি বরকতমন্ডিত রাত আছে লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল বরাত অন্যতম। এ বরকতমন্ডিত রাতসমূহ ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত করা অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ ও অসীম সাওয়াবের। এ সব রাতসমূহে ইবাদত-বন্দেগী করা প্রিয়নবী, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তবে তাবেয়ীন এবং আউলিয়ায়ে কামেলীনের সুন্নাত। উল্লেখ্য যে, লাইলাতুল কদর ও লাইলাতুল বরাতের মত গুরুত্বপূর্ণ ও বরকতমন্ডিত রাতসমূহের বিশেষ নফল নামাজ এশার নামাযের জামাতের পর মসজিদে ইমাম/খতিব ও মুসল্লীগণ ইচ্ছা করলে জামাত সহকারেও আদায় করতে পারে আবার একাকিও আদায় করা যায়। এতে কোন অসুবিধা নেই। এটাকে কেন্দ্র করে অহেতুক ঝগড়া-বিবাধ ও তর্কে লিপ্ত হওয়া সমীচীন নয়। হক্কানী আউলিয়ায়ে কেরাম ও ওলামায়ে এজামের মধ্যে গাউসে পাক পীরানে পীর দস্তগীর শায়খ সৈয়্যদ আব্দুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ গুনিয়াতুত তালেবীন, প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা ইসমাঈল হুক্কী হানাফী 'তাফসীরে রহুল বয়ানে সূরা ক্বদরের তাফসীরে, ইমামুদ্ দুনিয়া ফিল হাদিস, আমিরুল মুমেনিন ফিল হাদিস হযরত ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সহীহ্ বুখারীর ৫ম পারার 'বাবু সালাতিন্ নাওয়াফিল জামাআতান' অধ্যায়ে এবং

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

হযরত ইমাম মুসলিম তাঁর ‘সহীহ্ মুসলমী শরীফ’-এ বিশেষ নফলসমূহ আযান-ইকামত ছাড়া জামাত সহকারে আদায় করা জায়েয বলে ফায়সালা প্রদান করেছেন। বিশেষতঃ হেরেমাইন শরীফাইন তথা পবিত্র মক্কা শরীফ ও মদিনা মনোয়ারা, বায়তুল মুকাদ্দাস শরীফ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, লেবানন, বৈরুত, ইরান ও ইরাকসহ বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বড়-ছোট প্রায় মসজিদে রমজানের শেষ দশকের শেষ রাত্রে যুগযুগ ধরে সেহেরীর আগ পর্যন্ত বিশেষ নফল নামায ‘সালাতু কিয়ামুল লাইল’ নামে জমাআত সহকারে আদায় করা হয়। যারা মাহে রমজানের শেষ ভাগে জিয়ারত ও ওমরা আদায়ের জন্য মক্কা শরীফ ও মদিনা মনোয়ারায় হাজির হয়েছেন, তাঁরা অনেকেই উক্ত বিশেষ নফল নামায মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে জমাত সহকারে আদায় করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে ফিতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা কোন প্রকৃত ঈমানদারের আদর্শ হতে পারে না। আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলা সবাইকে ফিতনা-ফাসাদ হতে হেফাজত করুন। আমিন।

[তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা ক্বদরের তাফসীর, কৃত. ইমাম ইসমাইল হক্কী হানাফী রহ. দিওয়ানে আজিজ, ফতোয়ায়ে আজিজিয়া, কৃত. ইমামে আহলে সুন্নাত আল্লামা গাজী সৈয়দ আজিজুল হক শেরে বাংলা রহ. ও আনজুমান ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত আমার রচিত যুগজিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ সেলিম উদ্দীন কাদেরী**
আলিম ২য় বর্ষ,
শাহচান্দ আউলিয়া কামিল মাদরাসা
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: খতমে গাউসিয়া শরীফ আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে জানালে কৃতার্থ হবো।

উত্তর: কাদেরিয়া তরিকার মাশায়েখে এজাম ও আউলিয়ায়ে কেরাম কর্তৃক প্রবর্তিত ও নির্বাচিত এবং পবিত্র কুরআনুল করিম ও হাদীস শরীফ হতে সংগৃহীত অতি বরকতময় ও ফজিলতপূর্ণ জিকির-আযকার, দোয়া-দরুদ, বিভিন্ন সূরা ও আয়াতের সমষ্টিগত নাম হলো খতমে গাউসিয়া শরীফ। খতমে গাউসিয়া শরীফের তরতীবে যে ইসিম বা অজিফাগুলো স্থান পেয়েছে তা বিশেষ মর্যাদা ও ফজিলতে পরিপূর্ণ। যা ভক্তি সহকারে পালনের মধ্যে রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক কল্যাণ ও সফলতা। তাই ঘরে-বাসায়, দোকানে-অফিসে, মসজিদ-খানকায় ভক্তি ও আদবের সাথে আদায় করা অত্যন্ত ফজিলত ও বরকতময়। তাছাড়া কুরআন তেলাওয়াত, হামদ-নাত, মাশায়েখ হযরাতের শানে রচিত মানকাবাত, কসীদায়ে গাউসিয়া, দরুদে তাজ, অজিফা/ইসিমসমূহ, শাজরা শরীফ পাঠ, মিলাদ কিয়াম ও দোয়া-মুনাজাত ইত্যাদি ভক্তি ও আদবের সাথে আদায় করা উত্তম। এতে কোন অসুবিধা নেই। কসিদায়ে গাউসিয়া দরুদে তাজ ও অজিফাসমূহ বসে/দাঁড়িয়ে উভয় অবস্থায় পড়তে অসুবিধা নেই। তবে কারো যদি দাড়িয়ে পড়তে অসুবিধা বা কষ্ট হয় তখন বসে বসে পড়তে পারবেন। আর যিনি খতমে গাউসিয়ার ইমাম তিনি দাঁড়িয়ে পরিচালনা করতে অসুবিধা না হলে দাঁড়িয়ে পাঠ করবে। উল্লেখ্য এ সমস্ত খতমাত/খতমসমূহ নফল ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর খতমে গাউসিয়া শরীফের নির্ধারিত ইসিম/অজিফার পূর্বে কেরাত ও নাত ও মানকাবাত ইত্যাদি যা পড়া হয় তাও নফল/মুস্তাহাব ইবাদত হিসেবে গণ্য। সময় ও সুযোগ হলে তা পড়া উত্তম।

[শাজরা শরীফ, সিলিসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়া, ও আমার রচিত যুগজিজ্ঞাসা]

প্রশ্ন: কেউ ইন্তেকালের পর ফাতেহা শরীফ ও চাল্লিশা না করালে কি কোন ক্ষতি হবে? জানালে উপকৃত হবো।

উত্তর: ফাতেহা শরীফ, চাল্লিশা, চেহলাম, ফাতেহা ও কুলখানি ইত্যাদির দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হয় এবং এগুলো মুস্তাহাব ও জায়েয আমল। ইন্তেকালের পর মৃত ব্যক্তির পক্ষে ভাল ও নেক কাজগুলোর সওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহে ও কবরে পৌঁছে এবং তা অতি উপকারী ও আযাব হালকা হওয়া বিশেষতঃ মর্যাদা বুলন্দ হওয়ার বড় উসিলা। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইমাম আলাউদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহিম বাগদাদি রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

ان الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثوابها
وهو اجماع العلماء [تفسيرخازن : ج - ٤ - صفحه ২১৩]

অর্থাৎ নিশ্চয় মৃত ব্যক্তির পক্ষে সদকা করলে উক্ত ব্যক্তি উপকৃত হয় এবং তার সাওয়াব ও নেকী তার কাছে পৌঁছে। আর এটার উপর ওলামায়ে কেরামের ইজমা তথা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

[তাফসীরে খাজেন, ৪র্থ খন্ড, ২১৩নং পৃ.]

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

সুতরাং মৃত ব্যক্তির জন্য চেহলাম, চাল্লিশা অথবা মাসিক/বাৎসরিক ফাতেহাখানি, জিয়ারত ও বিভিন্ন খতম ও খানাপিনা ইত্যাদির ব্যবস্থা করার উদ্দেশ্য হল মাইয়্যেতের মাগফিরাত ও রফে দরজাতের জন্য দোয়া করা এবং তাঁদের কবরেও, রূহে সাওয়াব পৌঁছানো। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত মাহে রজব ও মাহে শাবান-১৪৪২ হিজরি সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর পর্ব দেখার অনুরোধ রইল।

[তাফসীরে খাজেন, জা'আল হক, ২য় খন্ড ও আমার রচিত যুগ-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ হাসিব বিন আকবর**
কালামিয়া বাজার, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: ব্যাংকে যারা চাকরি করে তাদের বেতন কি হালাল হবে?

উত্তর: বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকসহ সরকারী-বেসরকারি ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনস্থ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ প্রায় সব ব্যাংকে যেহেতু সুদের লেন-দেন হয়, সুতরাং ব্যাংকের লেন-দেন মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরামের মতে সুদের অবকাশ থেকে মুক্ত নয়। যদিও বর্তমান যুগের কোন কোন ফকিহ/মুফতি সুদের অন্তর্ভুক্ত নয় বা অবকাশ হতে মুক্ত মর্মে মত প্রকাশ করেছেন। যেসব মুসলমান সামর্থ্যবান এবং সুদবিহীন প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে সক্ষম তাদের জন্য জেনে-শুনে সুদী কারবারী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা গুনাহ্। তবে একান্ত প্রয়োজন ও বাধ্য হলে চাকরির অন্য কোথাও সুযোগ না হলে ব্যাংকের চাকরি করতে পারে। আর অন্যত্র সুযোগ হলে সুদমুক্ত প্রতিষ্ঠানে চলে যাবে। কারণ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুদখোর, সুদী লেনদেনকারী লেখক, সুদী কারবারে স্বাক্ষীদাতার ওপর অভিশাপ দিয়েছেন এবং সকলের গুনাহ্ সমান বলেছেন।

[সহীহ্ মুসলিম শরীফ, ২৮০৭নং হাদিস]

যারা একান্ত নিরুপায় হয়ে ব্যাংকে চাকরি করে তাদের জন্য বেতন হালাল হবে তবে ব্যাংকের চাকরি হতে দূরে থাকাই নিরাপদ।

✍ **মুহাম্মদ তচিবুল ইসলাম**
কাদেরিয়া তাহেরিয়া দারুল কুরআন মাদরাসা
কচুয়া, চাঁদপুর।

প্রশ্ন: একজন ব্যবসায়ী কিছু টাকা ধার চাইলেন, তাকে ধার দেওয়া হলো; কিন্তু কত দিনের জন্য তা বলা হলো না। পরবর্তীতে ওই ব্যবসায়ী ৬ মাস পরে ঐ টাকা এবং সাথে আরো পাঁচ হাজার টাকা বেশী দেয়, বেশী টাকা না নিতে চাইলে ব্যবসায়ী বলে আপনার টাকায় আমার লাভ হয়েছে, তাই আপনাকে লাভের কিছু অংশ খুশী মনে দিলাম। এখন এ টাকা নেওয়া শরীয়ত সম্মত হবে কিনা?

উত্তর: ঋণদাতার দাবী ব্যতীত ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছা করলে ঋণ পরিশোধের সময় দয়া করে ঋণদাতাকে কিছু টাকা বাড়িয়েও দিতে পারে অথবা ঋণ গ্রহীতা ইচ্ছা করলে যে মানের সম্পদ ঋণ নিয়েছিল তাকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মানের জিনিসও পরিশোধ বাবদ দিতে পারে। তবে বাড়িয়ে দেয়া যদি পূর্ব হতে কথা থাকে, যেমন ১০০০ (এক হাজার) টাকার পরিবর্তে ১১০০ (এক হাজার একশ) টাকা দিতে হবে, এমনটা হলে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে এবং হারামের অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ, যদি বাড়িয়ে দেয়ার স্পষ্ট কিংবা পরোক্ষ অস্পষ্ট কোন কথা না থাকে, তাহলে সুদের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ অনুগ্রহের বিনিময় অনুগ্রহ দিয়েই হয়। এরূপ অনুগ্রহের শিক্ষা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র সুন্নাত। যেমন হাদীসে পাকে উল্লেখ রয়েছে-

عن محارب بن دثار قال سمعت جابربن عبد الله قال كان لى على النبى صلى الله عليه وسلم دين فقضانى وزادنى [رواه ابو داود]

অর্থাৎ হযরত মুহারিব ইবনে দিসার রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের নিকট আমার কিছু ঋণ পাওনা ছিল, পরে তিনি যখন আমার ঋণ পরিশোধ করলেন, তখন আমার পাওনার চেয়েও কিছু বাড়িয়ে দিলেন।

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৩৩৪৭ ও সুনানে নাসায়ী হাদিস নং ৪৫৯১ ও ৪২৭৮]

উপরোক্ত হাদীসে পাক হতে প্রতীয়মান হয় যে, পাওনাদারকে বাড়িয়ে পাওনা পরিশোধ করাও সুন্নাত। এ ছাড়া (ঋণ) পাওনা পরিশোধকালে পাওনাদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো এবং তার জন্য কল্যাণের দোয়া করাও ইসলামের অনন্য শিক্ষা-এটাই সুন্নাত তরিকা।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

✍ **মুহাম্মদ আকিব**
ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: কাঁকড়া খাওয়া ইসলামী শরীয়তে বৈধ কিনা?

উত্তর: ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিকোণে ও মুহাক্কিক ফোকাহায়ে কেরামের মতে জলজ (পানিতে বাসকারী) প্রাণীসমূহের মধ্যে যেগুলো 'মাছ' জাতীয় সেসব প্রাণী খাওয়া জায়েজ বা বৈধ। তাছাড়া জেলে এবং নদী-সমুদ্র প্রাণীবিদগণের মতে যেগুলো মাছ হিসেবে গণ্য সেগুলো মাছ হিসেবে স্বীকৃত। আর যেসব প্রাণী তাদের মতে মাছের অন্তর্ভুক্ত নয় বা মাছ হিসেবে গণ্য নয় তা জলজ/সামুদ্রিক প্রাণী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং সেসব খাওয়া যাবে না। তাই কাঁকড়াকে কেউ মাছ বলে না বরং এটা সামুদ্রিক প্রাণী। এ কারণে কাঁকড়া (অক্টোপাস, স্কুইড ইত্যাদি) খাওয়া জায়েজ নাই। মাছ ছাড়া জলজ অন্য প্রাণী না খাওয়া প্রসঙ্গে রদ্দুল মোখতার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- ولايحل حيوان مائى الا السمك অর্থাৎ মাছ ছাড়া পানিতে (জলজ প্রাণী) যা পানিতে বাসকারী কোন প্রাণী খাওয়া জায়েজ নেই।

[রদ্দুল মুখতার, ৯ম খন্ড, ৪৪১নং পৃষ্ঠা. কৃত. ইমাম আলাউদ্দিন খাচকাফী হানাফী.]

ফিকহের বিখ্যাত ফতোয়াগ্রন্থ 'হেদায়া' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- ولاياكل من حيوان الماء الا السمك (هداية - كتاب الذبائح) অর্থাৎ মাছ ব্যতীত জলজ কোন প্রাণী খাওয়া যাবে না। [হেদায়া, জবেহ অধ্যায়, ৪৪২পৃ. ৪র্থ খন্ড] তাই বিশুদ্ধ অভিমত অনুযায়ী কাঁকড়া খাওয়া না-জায়েজ ও অবৈধ এবং কাঁকড়া ও ব্যাঙের বেচাকেনাও না জায়েয।

[ফতহুল কদির, হেদায়া, রদ্দুল মোখতার, ও বাহারে শরিয়ত ১১তম অংশ, পৃ. ১৬৯]

প্রশ্ন: মহিলাদের বোরকার ধরণ কী রূপ হওয়া ইসলামে নির্দেশ আছে জানতে চাই?

উত্তর: ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার নাম। এটি এমন এক জীবন বিধান যা মানুষকে নৈতিকতা শিক্ষার প্রতি সমধিক গুরুত্ব দেয়। আর নৈতিকতার অন্যতম রক্ষাকবচ হলো পর্দা। পর্দা নামায-রোযার মতোই ফরয বিধান। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনুল করীমে মহান আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَ لَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ- الاية...

তরজমা: (হে নবী) আপনি মু'মিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশ ঢেকে রাখে। [সূরা নূর, আয়াত-৩১]

পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার পর আরবের অবাধ নীতিতে চলতে অভ্যস্ত মহিলারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মাথার ওপর প্রশস্ত কালো চাদর (জিলবাব) ফেলে তা দিয়ে সমস্ত মাথা, মুখমন্ডল ও সারা শরীর আবৃত করে নিত।

বলাবাহুল্য যে, এ চাদরই ক্রমবিবর্তনের ধারায় বর্তমান সভ্যতায় এসে বোরকার রূপ পরিগ্রহ করেছে। অতএব, বর্তমানে পর্দার নির্দেশ পালনের জন্য মুসলিম মহিলাদের বোরকা পরিধান করেই বের হওয়া সমীচিন। বোরকা পরিধানের উদ্দেশ্য হলো সুন্দরভাবে মাথা, মুখমন্ডল ও পুরো দেহাবয়ব আচ্ছাদিত করা। বোরকার ব্যবহার ফ্যাশন বা পর পুরুষকে আকৃষ্ট করা অথবা লোক দেখানো নয়। বোরকা কোন রংয়ের তার কোন নির্দেশনা না থাকলেও বোরকা যেন বেশি চাকচিক্যপূর্ণ না হয় সেদিকে সুদৃষ্টি দিতে হবে। বোরকা চাকচিক্যপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন অর্থাৎ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন বোরকা পরিধান করা জায়েয নেই। তাছাড়া বোরকা শরীয়তসম্পন্ন হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন- ক. বোরকা এমন হবে যাতে সমস্ত শরীর ঢেকে যায়। খ. বোরকার কাপড় মোটা হতে হবে, যাতে শরীরের কোন অঙ্গ দেখা না যায়, গ. কাপড় এমন কারুকার্য খচিত, নকশাদার, চাকচিক্যপূর্ণ না হওয়া অর্থাৎ দৃষ্টি আকর্ষণকারী রংঙের না হওয়া, ঘ. ঢিলে ঢালা হতে হবে, ঙ. সংকীর্ণ না হওয়া, যাতে শরীরের অবয়ব বুঝা না যায়, চ. পুরুষের পরিদেয় পোষাকের সাদৃশ্য না হওয়া ইত্যাদি। তাই মহিলাদের বোরকা এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের শরীরের উঁচু নিচু অংশ বা অঙ্গসমূহ ফুটে না ওঠে এবং চাকচিক্য না হয়। যাতে পর পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ না হয়।

✍ **মুহাম্মদ হাসান**
চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: আমার লজ্জাস্থান দিয়ে মযি এবং কখনো প্রস্রাব বের হয়। তবে তা গড়িয়ে পড়ে না,

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

লজ্জাস্থানের মাথায় জমে থাকে। এ সমস্যা গত দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে। আমার এ সমস্যার জন্য তারাবী নামায পড়া হয় না এবং জুমার খুতবা কখনও শুনা হয় না। জুমার খুতবার শেষ পর্যায়ে মসজিদে হাজির হই। বারবার টয়লেটে গিয়ে ধোয়া এবং বার বার খুলে খুলে অযু আছে কিনা তা দেখা মানসিকভাবে আমাকে খুব যন্ত্রণা দেয়। এ টেনশনে আমাকে মানসিক রোগী বানিয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত, তারাবী নামাজ, জুমার নামায, মিলাদ মাহফিল, দ্বীনি মজলিশ ইত্যাদি কিভাবে আদায় করবো শরীয়তের দৃষ্টিতে নামায আদায়ের নিয়ম জানিয়ে ধন্য করবেন।

উত্তর: সর্বদা অল্প অল্প পরিমাণ প্রস্রাবের ফোঁটা বা মজি বের হতে থাকলে অথবা সব সময় বায়ূ নির্গত হলে এবং চিকিৎসার পরও কোন উপকার না হলে ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সে মাজুর হিসেবে গণ্য হবে। এমন ব্যক্তি প্রতি ওয়াক্বত নামাযের জন্য নতুন করে অযু করবে এবং এ অজু দিয়ে উক্ত ওয়াক্তের ফরয, সুন্নাত, কাযা, নফল নামায ও রমজান মাসে তারাবীহ্সহ যত নামায পড়তে চাই পড়তে পারবে। আর উক্ত সময়ে জুমার খোতবা শুনা ও কোরআন তেলাওয়াতও করতে পারবে। উল্লেখিত রোগের কারণে নামায অবস্থায় মজি ও প্রস্রাবের ফোঁটা বের হতে থাকলে, বায়ূ নির্গত হলেও যে ওয়াক্তের নামাজ আদায়ের জন্য অযু করেছিল উক্ত নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত নামায-কলমা আদায় করতে অসুবিধা হবে না। তবে উক্ত মাজুর ব্যক্তি এক ওয়াক্তের অযু দ্বারা অন্য ওয়াক্তের ফরয, সুন্নাত বা নফল কোন নামায আদায় করতে পারবে না। অন্য ওয়াক্তের নামায পড়ার জন্য পুনরায় নতুনভাবে তাকে অযু করতে হবে। মাজুর ব্যক্তির এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন মাজুরের সে রোগ তার ওযুকালীন সময়ে বা অজুর পর সবসময় দেখা দেয়। আর এরূপ না হলে এবং অযু ভঙ্গের অন্য কোন কারণ পাওয়া না গেলে উক্ত ফরয নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত ব্যক্তির অযু ভঙ্গ হবে না এবং তাকে মাজুরও বলা যাবে না। বরং সে এক ওয়াক্তের অযু দিয়ে অন্য ওয়াক্তের নামায ইবাদত বন্দেগী আদায় করতে পারবে, যদি অযু ভঙ্গ না হয়। ফরয নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে মাজুরের অযু ভেঙ্গে যায় বলতে যেমন কোন মাজুর আসরের সময় অযু করল, তাহলে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই তার অযু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর মাজুর জোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর অযু করল তাহলে যোহরের ওয়াক্ত শেষ হওয়া পর্যন্ত উক্ত অযু দিয়ে ইবাদত-বন্দেগী আদায় করতে পারবে। তাই যোহরের নামাযের সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত মাজুরের জন্য উক্ত ওযু দিয়ে উক্ত ওয়াক্তের নামায কোরআন তেলাওয়াত আদায় করা বৈধ হবে। সুতরাং এখন থেকে আপনি উক্ত অযু দিয়ে খোতবাও শ্রবন করতে পারবেন।

উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয় তাহলে পবিত্র কাপড় পরিধান করে নামায আদায় করবে এবং কাপড় পরিবর্তন সম্ভব না হলে ওই কাপড়সহ নামায আদায় করে নিবে তবে ওযু করার সময় সব সময় প্রস্রাব ও মজি বের হওয়া রোগী হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে সামনের লজ্জাস্থানের দিকে কাপড়ে ছিটিয়ে দিবে। আর আন্ডারওয়্যার, অর্ন্তবাস বা টিসু পেপার ব্যবহার করে নাপাকি ছড়িয়ে পড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে মাযুর প্রত্যেক ওয়াক্তে অযু করার সময় পরিধেয় কাপড়, লুঙ্গি, পায়জামা, আন্ডারওয়ার ইত্যাদিতে সামনের দিকে পানি ভালভাবে ছিটিয়ে দিবে।

[হাশিআতুত্ তাহতাবি আ'লা মারাকিল ফালাহ: ১৪৯পৃ, দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৫৬নং পৃষ্ঠা, হেদায়া-১ম খন্ড, ১৬০পৃ. বাহারে শরীয়ত, ২য় খন্ড, ও আমার রচিত যুগ-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি]

মুহাম্মদ আশেকে ইলাহী
ছাত্র-শাহচান্দ আউলিয়া নুরী হেফজাখানা, চট্টগ্রাম।

প্রশ্ন: রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার সাহাবী হযরত আমিরে মু'আবিয়াহ্ কি কাফের ছিলেন?

উত্তর: প্রিয়নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামার সাহাবী হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একজন জলীলুল কদর কাতেবে ওহী ও মুজতাহিদ সাহাবী ছিলেন। তিনি কাফের, ফাসিক ছিলেন ইত্যাদি বলা বা মনে করা হারাম, নিন্দনীয় ও গুনাহের কারণ এবং গুমরাহীর নামান্তর, কারণ, সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা শান-মান, সাধারণ মুসলমান ও ওলী আবদালের চেয়ে অনেক অনেক উর্ধ্বে এবং তাঁদের শান-মানে নিন্দা বা

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

গালমন্দ করা থেকে অথবা কু-ধারণা হতে বিরত থাকার জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বারবার সতর্ক করেছেন এবং কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- সহীহ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে-

عن ابى سعيد ن الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتسبوا اصحابى فلوان احدكم انفق مثل احدٍ ذهبًا مابلغ مدَّ احدهم ولانصيفه

অর্থাৎ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালমন্দ করো না। তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমান স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কর তবে তাঁদের এক মুদ বা অর্ধমুদ এর সম-পরিমাণ সাওয়াবও হবে না।

[সহীহ্ বুখারী শরীফ, পারা-১৪]

অপর হাদিসে উল্লেখ রয়েছে- প্রিয়নবী রাউফুর রহীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الذين يسبون اصحابى فقولوا لعنة الله على شركم [رواه الترمذى، مشكواة شريف554]

অর্থাৎ বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, তোমরা যখন ঐ সমস্ত লোকদেরকে দেখবে, যারা আমার সাহাবীদেরকে গালি দেয়, তখন বলবে তোমাদের এ ঘৃণ্য কাজের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

[তিরমিযী ও মিশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৪]

সাহাবীদের মন্দ বলা ও গালি দেয়ার পরিমাণ প্রসঙ্গে প্রিয়নবী রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة
والناس اجمعين

অর্থাৎ যারা আমার সাহাবায়ে কেরামকে গালি দেয় তাদের উপর আল্লাহর, ফেরেস্তাগণের এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ।

[নুযহাতুল মাজালিস, কৃত. ইমাম আব্দুর রহমান সফূরী (রহ.), ২য় খন্ড, ৫২০ পৃ.]

সাহাবীদের সম্মান করা প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اكرموا اصحابى فانهم خياركم

অর্থাৎ তোমরা আমার সাহাবায়ে কেরামকে সম্মান করো, কেননা তাঁরা তোমাদের চেয়ে অনেক উত্তম।

[মেশকাত শরীফ, পৃ. ৫৫৪]

আর আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একজন প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন। তাঁর ফজীলত বা মর্যাদা প্রসঙ্গে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। স্বয়ং হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য দোয়াও করেছেন। হাফেজুল হাদিস হারেস ইবনে ওসামা একটি বড় হাদীস শরীফ রেওয়ায়ত করেছেন। যার মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের ফজীলতসমূহ বর্ণিত রয়েছে। উক্ত হাদীসে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া সম্পর্কে বর্ণিত আছে- প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

ومعاوية ابن ابى سفيان اعلم امتى واجودها

অর্থাৎ হযরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আমার উম্মতের বড় জ্ঞানী, ও বড় দানবীর।

[তাতহীরুল জিন্নাহ্ ও হযরত আমীরে মুয়াভিয়া পর এক নজর কৃত. হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহ.]

উল্লেখ্য যে, সমস্ত ওলামা-মাশায়েখ মুহাদ্দেসীন ও সাহাবায়ে কেরাম হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার প্রশংসা করেছেন। যেমন ইমাম কস্তালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর শরহে সহীহ বোখারীতে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত আমির মুয়াবিয়া একান্ত প্রশংসার পাত্র ও অনেক মহৎ গুণাবলীর অধিকারী। তিনি ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী, ভদ্র, দয়ালু, বুদ্ধিমান, ওহী লেখক সাহাবী ছিলেন। শুধু তাই নয়, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে ১৬৩টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সহীহ বুখারী শরীফে ৪টি, সহীহ মুসলিম শরীফে ৫টি হাদীস এককভাবে স্থান পেয়েছে। তাছাড়া বাকী হাদিস শরীফসমূহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

আর সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা বা দৃঢ় বিশ্বাস হলো-

جماعة الصحابة رضى الله عنهم كلهم عدول
وهم قدوة اولى لهذه الامة المسلمة الى يوم القيامة

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের সকলেই ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভরযোগ্য। কিয়ামত পর্যন্ত এ উম্মতে মুসলিমার জন্য তারাই প্রথম আদর্শ।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রশ্নোত্তর

[শরহে আকায়েদে নাসাফী, কৃত. আল্লামা ইমাম সাদ উদ্দীন তাফতায়ানী (রহ.)]

উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ রয়েছে, সাহাবায়ে কেরামের একজনকে বেশি মুহাব্বত করে অন্যজনের সাথে শত্রুতা পোষণ করার কোন সুযোগ নেই। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামের ভালো দিকগুলো আলোচনার কেবল বৈধতা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে শরহে আকায়েদে নাসাফীতে উল্লেখ রয়েছে-

لايجوز ذكر هم الا بالخيرحبهم من علامات الايمان من ابغضهم فقد كفر ونافق وطغى

অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তাদেরকে ভালো দিক নিয়েই আলোচনা বৈধতা আছে। তাদেরকে ভালোবাসা ঈমানের আলামত। যারা তাদের সাথে শত্রুতা করে তারা নাফরমানী, মুনাফেকী এবং সীমালজ্ঞন করে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা, সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা ওয়াজিব এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করার নামান্তর। তাছাড়া সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ভাল ধারনা পোষণ করাও মুসলমানের ঈমানের পরিচয় বহন করে এবং তাদের ব্যাপারে মন্দ, খারাপ ও ধারনা করা মুনাফেকির আলামত। যেকোন সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কু-ধারণা হতে বেঁচে থাকা অপরিহার্য।

স্বয়ং হযরত ছিদ্দিকে আকবর, হযরত ওমর ফারূকে আযম, ও হযরত ওসমান গণি, হযরত মাওলা আলী মুশকিল কোশা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমসহ কোন সাহাবী, সম্মানিত তাবেঈন, তবে তাবেঈন, মাযহাবের ইমামগণ এবং তরিকতের শাইখগণ সকলেই হযরত আমির মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে নেহায়ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেছেন। তাঁর শানে কাফির, মুনাফিক ও ফাসিক এ জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করা ভন্ড, মুনাফিকের চরিত্র, কোন প্রকৃত ঈমানদারের চরিত্র হতে পারে না।

দু'টির বেশি প্রশ্ন গৃহীত হবেনা। একটি কাগজের পূর্ণপৃষ্ঠায় প্রশ্ন লিখে নিচে প্রশ্নকারীর নাম, ঠিকানা লিখতে হবে। প্রশ্নের উত্তর প্রকাশের জন্য উত্তরদাতার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানাঃ প্রশ্নোত্তর বিভাগ, মাসিক তরজুমান, ৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা), দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

নানুপুর এফ,এ, ইসলামিয়া সুন্নিয়া মাদরাসায় মিলাদুন্নবী মাহফিলে আলহাজ্ব মোহাম্মদ মহসিন

ইসলামের নামে সহিংশতা ও জঙ্গী তৎপরতা বন্ধ করতে হবে

ফটিকছড়ি নানুপুরস্থ এফ.এ ইসলামিক মিশনের উদ্যোগে পবিত্র জশনে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ওরছে কুল মাহফিল প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ জয়নুল আবেদীনের সভাপতিত্বে ২৫ মার্চ এফ.এ ইসলামিয়া সুন্নিয়া দাখিল মাদ্‌রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন আন্‌জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্টের ভাইস সিনিয়র প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন। প্রধান বক্তা ছিলেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈন উদ্দিন আশরাফী। বক্তব্য রাখেন অধ্যক্ষ আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান, গবেষক আল্লামা এম.এ মান্নান, শায়খুল হাদিস আল্লামা হাফেজ সোলেমান আনছারী, প্রধান ফকিহ আল্লামা মুফতি কাজী মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াজেদ, খতিব আল্লামা ক্বারী সৈয়দ আবু তালেব মুহাম্মদ আলাউদ্দিন, উপাধ্যক্ষ আল্লামা ড. মুহাম্মদ লেয়াকত আলী। পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মাষ্টার মুহাম্মদ আবুল হোসাইনের সঞ্চালনায় এতে আরো উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ আল্লামা ইব্রাহিম কাসেম আলকাদেরী, উপাধ্যক্ষ আল্লামা তৈয়্যব খান আলকাদেরী, অধ্যক্ষ আল্লামা আবুল কালাম রেজভী, উপাধ্যক্ষ আল্লামা আব্দুস শুক্কুর আনসারী, উপাধ্যক্ষ আল্লামা জসিম উদ্দিন আলকাদেরী, আল্লামা তৈয়্যবুল আলম আলকাদেরী, আল্লামা মুহাম্মদ হামেদ রেজা নঈমী, মাওলানা সরওয়ার আলম আলকাদেরী, মাওলানা জসিম উদ্দিন আবেদী, মাওলানা নঈমুল হক নঈমী, আলহাজ্ব মাওলানা করিম উদ্দিন নূরী, মাওলানা আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়্যব আলী, মাওলানা কামরুল হুদা, হাফেজ মাওলানা দিদারুল আলম, মাওলানা মুহাম্মদ সালাউদ্দিন, মাওলানা ফজলুল বারী, মাওলানা ইসমাইল হোসাইন প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন বলেন, ইসলামের নামে সহিংশতা ও জঙ্গী তৎপরতা বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় দেশ ও জাতি মহা বিপদের সম্মূখিন হবে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। সাম্য, মৈত্রী ও ভালোবাসার মাধ্যমে রাসুল করিম ইসলামের সুমহান বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। যার কারণে আজকে পৃথিবীর দেশে দেশে ইসলাম তথা মহানবীকে নিয়ে গবেষণা চলছে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী হতে বাঁচতে হলে ইসলামের সঠিক আদর্শ ও নবী করিমে সুন্নতের উপর আমলের কোন বিকল্প নেই। তারই ধারাবাহিকতায় আউলিয়া কেরামের দেখানো পথে মতে নিজের জীবন পরিচালিত করলেই শান্তির সমাজ বিনির্মিত হবে। সুন্নি আক্বিদা ভিত্তিক দ্বীনি শিক্ষার প্রসারে সমন্বীত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। দিনব্যাপী কর্মসূচীর মধ্যে খতমে কোরআন, খতমে গাউসিয়া শরীফ, খতমে খাজেগান, খতমে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতে রাসুল ও খতমে সহীহ বোখারী শরীফ এবং আখেরি মুনাজাত ও তাবারুক বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

ভারতে পবিত্র কোরআনের আয়াত পরিবর্তনের রিটঃ ইসলামের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র

...আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার অডিটরিয়মে গত ২১ মার্চ চট্টগ্রামের স্বনামধন্য প্রখ্যাত ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের উপস্থিতিতে রমজানুল মোবারক এবং সম-সমায়িক স্পর্শকাতর জরুরী বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী ।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন আনজুমান রিসার্চ সেন্টারের মহা-পরিচালক আল্লামা আব্দুল মান্নান, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশের চেয়ারম্যান শাইখুল হাদিস

আল্লামা কাজী মঈনুদ্দীন আশরাফী, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসার ফিক্হ আল্লামা কাজী আব্দুল ওয়াজেদ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জমা'আত বাংলাদেশের কো-চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা সোলায়মান আনসারী, অধ্যক্ষ আল্লামা বদিউল আলম রিজভী, অধ্যক্ষ মাওলানা ইসমাঈল নোমানী, উপাধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল আজিজ আনোয়ারী, ডক্টর মাওলানা আনোয়ার হোসাইন, হাফেজ আনিস উজ-জমান, আল্লামা সৈয়দ জালাল উদ্দীন আযহারী, ইমাম গাজী শেরে বাংলার দৌহিত্র মাওলানা ইউনুস রেজভী প্রমুখ।

উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম ভারতের আদালতে শিয়া সম্প্রদায়ের জৈনিক ব্যক্তি কতৃক পবিত্র কোরআনের ২৬টি আয়াতে করিমা পরিবর্তনের রিট দায়ের করায় ক্ষোভ ও নিন্দা প্রকাশ করেন এবং বলেন মূলত এটা বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র। বক্তারা ষড়যন্ত্রমূলক এ রিট অতিসত্ত্বর খারিজ করে ভারতসহ বিশ্বের কোটিকোটি মুসলমানদের অন্তরের জ্বালা নিরসন ও সর্বশ্রেষ্ঠ পবিত্র ঐশী গ্রন্থ আল কোরআনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার জন্য ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রতি আহবান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আলকাদেরী বলেন- পবিত্র কোরআনের একটি শব্দ ও একটি অক্ষর পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নাই। আল্লাহ-রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনরা যুগেযুগে এধরনের ষড়যন্ত্র করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে; ধ্বংস হতে বাধ্য। আরব ও বাংলাদেশসহ প্রত্যেক মুসলিম দেশের রাষ্ট্র প্রধানগণের ঈমানী দায়িত্ব তারা যেন ভারতের রাষ্ট্রদূত কে তলব করে কড়া ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

গাউসিয়া কমিটির সাংগঠনিক তৎপরতা

রংপুর মহানগর শাখার কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ রংপুর মহানগর শাখার কাউন্সিল গত ১৫ মার্চ স্থানীয় সুমি কমিউনিটি সেন্টারে আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী দুলুর সভাপতিত্বে ও আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী আকবর বাদলের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়্যারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুগ্ম মহা সচিব আলহাজ্ব এডভোকেট মোসাহেব উদ্দীন বখতিয়ার। এতে রংপুর মহানগরের ৩৩টি ওয়ার্ডের প্রতিনিধি, পীর ভাই ও বিভিন্ন দরবারের পীর মাশায়েখ উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ মাওলানা শাহিন আলম, নাতে রসূল পরিবেশন করেন মোহাম্মদ রেজাউল করিম হায়দার (সহ-সভাপতি), গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, খিলগাও থানা, ঢাকা মহানগর। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, আলহাজ্ব মোহাম্মদ তানবীর হোসেন আশরাফী, মাওলানা মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মওলানা হাফেজ মোহাম্মদ আবু ইশা, আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাফিজার রহমান, আলহাজ্ব মোহাম্মদ খোরশেদুল আলম, মোহাম্মদ হাসান আলী, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠুল। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আলোচনা শেষে কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ-এর সম্মানীত চেয়্যারম্যান, আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার নিন্ম লিখিত রংপুর মহানগর গাউসিয়া কমিটির উপদেষ্টা পরিষদ ও কার্যকারী পরিষদ ঘোষনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে মিলাদ ও দে'আ পরিবেশন করেন মাওলানা মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম (সুপার) তাহেরিয়া বদরুল আলম রোনা সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসা, চিলাহাটি।

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

উপদেষ্টা পরিষদ- সৈয়দ শামসুল হক বাবু, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা ড. মোহাম্মদ আফজাল হোসাইন, শাহ সুফি মোহাম্মদ আবরার আশরাফী (খলিফা), আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুল খালেক, অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ চৌধুরী, আলহাজ্ব মোহাম্মদ তানবীর হোসেন আশরাফী, হযরতুলহাজ্ব শাহ্ মোহাম্মদ গোলাম মুরতুজা আজিজি, আলহাজ্ব নুরুল ইসলাম নুরু, আলহাজ্ব মাওলানা আজগর আলী, মওলানা মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম, মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, মোহাম্মদ রেজাউল করিম হায়দার, মোহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফী, মওলানা হাফেজ মোহাম্মদ আবু ইশা, আলহাজ্ব মোহাম্মদ জহিরুল হক, আলহাজ্ব ডা. বি. এ. আনছারী, মোহাম্মাদ আলী, হযরতুলহাজ্ব মাওলানা মোহাম্মদ আবু বক্কর সিদ্দিক

(কাজী), ১৯. মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম আনাস।

কার্যকারী পরিষদ- সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী দুলু, সিনিয়র সহ সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ হাফিজার রহমান, সহ সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ খোরশেদুল আলম, আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আতিয়ার রহমান প্রামাণিক, মোহাম্মদ হাসান আলী, সেক্রেটারী আলহাজ্ব মোহাম্মদ আলী আকবর বাদল, সহকারী সেক্রেটারী মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম খন্দকার, কোষাধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোহাম্মদ নিজাম উদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন, যুগ্ম-সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ আবুল কাশেম কোরায়েশী, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান জীবন, যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ আনিকুল আহসান চৌধুরী, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আমিনুল আহসান বিপ্লব, যুগ্ম সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মিঠুল, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুস সালাম। নির্বাহী সদস্য প্রফেসর মোহাম্মদ মোস্তাকিম, মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন, মোহাম্মদ জাভেদ আলী, মোহাম্মদ শাহ আলম, মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, কাজী মুহাম্মদ এনামুল হক, মোহাম্মদ ওসমান গনি, আলহাজ্ব মোহাম্মদ সাইদুর রহিম সফি, মোহাম্মদ জিয়া উদ্দীন আদিল, মোহাম্মদ আসলাম পারভেজ, মোহাম্মদ জিন্নুর ইসলাম, মোহাম্মদ হায়দার আলী, মওলানা মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম (গণপূর্ত বিভাগ), মোহাম্মদ খোদা বক্স, মোহাম্মদ বাদল আশরাফী, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম দুলাল।

রংপুর জেলায় গেয়ারভী শরীফ

গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ রংপুর জেলা শাখার পবিত্র গেয়ারভি শরীফ মাহফিল গত ২৫ মার্চ নিউ ইঞ্জিনিয়ার পাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা গাউছিয়া কমিটির সভাপতি আব্দুল কাদির খোকন, বিশেষ অতিথি ছিলেন হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ শাহীন আলম। মাহফিল পরিচালনা করেন জিয়াদ পুকুর মাজার শরীফ সুন্নীয়া দাখীল মাদরাসার সুপার মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কাশেম, দোয়া মুনাজাত করেন মাওলানা মোহাম্মদ সাহীদার রহমান। উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মুজিবুর রহমান, মুস্তাক আহমদ, মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুস সালাম, মাওলানা সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

খিলগাঁও থানা শাখার ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্প ও ঔষধ বিতরণ কর্মসূচি

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, খিলগাঁও থানা, ঢাকার ব্যবস্থাপনায় গত ২৭ মার্চ প্রভাতী সংসদ, প্রভাতীবাগ, খিলগাঁও, ঢাকায় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, ঔষধ বিতরণ কর্মসূচী ও মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ঢাকার সভাপতি জনাব আলহাজ আবদুল মালেক বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কাসেম ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন, তাহেরিয়া সুন্নিয়া কমপ্লেক্সের সভাপতি আলহাজ্ব হযরত আলী, এলকার বিভিন্ন মসজিদের সম্মানিত খতিব। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার নেতৃবৃন্দ ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দ গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ, খিলগাঁও থানার বিভিন্ন মানবিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের ভূয়সী প্রশংসা করেন, এই ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্য অন্যান্য ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন সমূহকে আহবান জানানো হয়। গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ খিলগাঁও থানার পক্ষ থেকে সম্মানিত খতীবগণকে মাদকের কুফল সম্পর্কে নিজ নিজ মসজিদে জুমার নামাজের বক্তব্যের সময় আলোচনা করার পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য অনুরোধ জানান।

পরিশেষে স্বাধীনতা সংগ্রামের সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্তি হয়।

উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ৯নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড শাখার উদ্যোগে পবিত্র মেরাজুন্নবী উপলক্ষে মাহফিল গত ১১ মার্চ সংগঠনের সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল ইসলাম সওদাগরের সঞ্চালনায় মাহমুদ খান জামে মসজিদ চত্বরে অনুষ্ঠিত। তকরির পেশ করেন কাদেরীয়া তৈয়বীয়া কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ আল্লামা আবদুল আলিম রিজভী। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পাহাড়তলী থানার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মুসলিম উদ্দিন। বক্তব্য রাখেন পাহাড়তলী থানা সদস্য মুহাম্মদ আহমদ ছাফা, ৯নং ওয়ার্ডের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক নাঈমুল হাসান তানভীর, অর্থ সম্পাদক

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক আতিকুর রহমান হৃদয়, সদস্য মুহাম্মদ মুসলিম মিয়া, গোলপাহাড় ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ আলী হোসেন, ইস্পাহানী ইউনিটের সহ-সভাপতি মুহাম্মদ মামুন, নাজমুল হোসেন তৌহিদ, মুহাম্মদ ইসতিয়াক, মুহাম্মদ রিফাত, মুহাম্মদ রাকিব, মুহাম্মদ ইয়াকিন, মুহাম্মদ সাইফুল, মুহাম্মদ সৌরভ প্রমুখ।

পাহাড়তলী ১২নং ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল

গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ ১২নং ওয়ার্ড শাখার মাসিক সভা ও দাওয়াতে খায়র মাহফিল গত ১৮ মার্চ মুহাম্মদ আলাউদ্দিন খাঁনের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মুহাম্মদ ইউছুপ আলীর সঞ্চালনায় ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের ২য় তলায় অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ১২নং ওয়ার্ড শাখার অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন, পাহাড়তলী ইউনিট শাখার প্রচার সম্পাদক মুহাম্মদ নেজাম, পীর আলী শাহ্ ইউনিটের সভাপতি মুহাম্মদ জাফর এবং মধ্যম সরাইপাড়া ইউনিট শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, মুহাম্মদ শামছুল হক (ভাসানী) প্রমুখ। দাওয়াতে খায়র বিষয়ে আলোচনা করেন ভেলুয়ার দিঘী শাহী জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুখতার আহমেদ আল-ক্বাদেরি।

চন্দনাইশ পৌরসভা ৯নং ওয়ার্ড শাখার কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ পৌরসভা ৯নং ওয়ার্ড শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল গত ১২ মার্চ শুক্রবার চন্দনাইশ পৌরসভা গাছবাড়িয়া মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে কমিটির সভাপতি জাফর আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ গাজী নুরুল আবছারের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, মুহাম্মদ হারুনুর রশিদ চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ মাষ্টার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাফ্ফর আহমদ, অর্থ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম, সহ-প্রচার সম্পাদক আলমগীর ইসলাম বঈদী, চন্দনাইশ উপজেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল গফুর খান, মাওলানা আবুল কাশেম আনসারী, ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ লোকমান, পৌরসভার সভাপতি আলহাজ্ব মেজবাহ উদ্দিন, সিঃ সহ-সভাপতি জসিম উদ্দিন মিয়া, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ শহিদুল ইসলাম, মুহাম্মদ আমির হোসেন। উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ জমির উদ্দিন, মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন, মোসলেম উদ্দিন, সেলিম উদ্দিন খোকা, মুহাম্মদ জাফর চৌধুরী, আবু ছালেক, আব্দুস সালাম, আব্দুল আলিম চৌধুরী, রিদোয়ানুল ইসলাম, সেকান্দর হোসেন সোহেল, মিনহাজ উদ্দিন, আবু জাসেদ, গিয়াস উদ্দিন, ইয়াছিন আরফাত, একরামুল ইসলাম রাহাত, সাঈদ হোসেন, পারভেজ প্রমুখ।

জাফর আহমদকে সভাপতি, গাজী নুরুল আবছার কে সাধারণ সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট ২০২১-২০২৩ কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

চন্দনাইশ পৌর ওয়ার্ড শাখার কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চন্দনাইশ পৌরসভা ৬নং ওয়ার্ড শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ আলমগীর ইসলাম বঈদী'র সভাপতিত্বে ১২ মার্চ জুমাবার খানকায়ে কাদেরিয়া সৈয়্যদিয়া তৈয়বিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব কমর উদ্দিন সবুর। বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব নেজাবত আলী বাবুল, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ হাবিব উল্লাহ মাষ্টার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মোজাফ্ফর আহমদ, চন্দনাইশ পৌরসভার সভাপতি আলহাজ্ব মেজবাহ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ মোরশেদ আলম। নির্বাচন কমিশনার ছিলেন গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ পৌরসভার সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ মহিদুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ মঈন উদ্দিন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম ইয়াছিন এর সঞ্চালনায় উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আহমদুর রহমান আনসারী, সিরাজুল ইসলাম কোম্পানী, রফিক আহমদ কোম্পানী, মাহমুদুর রহমান আলকাদেরী, মুজিবুর রহমান কোম্পানী, আব্দুল মজিদ, রফিক আহমদ, আব্দুর রহিম সওদাগর, রিদোয়ান সাজ্জাদ প্রমুখ। ফজল আহমদ জেহাদীকে সভাপতি আলহাজ্ব জাফর আহমদ কোম্পানীকে সাধারণ সম্পাদক, আদনান হোসাইনকে সাংগঠনিক সম্পাদক, আরমান

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com
The Monthly Tarjuman

হোসাইনকে অর্থ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

সাতবাড়িয়া শাখার মিলাদুন্নবী মাহফিল

গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ সাতবাড়িয়া মোজাহের পাড়া ইউনিট শাখার উদ্যোগে পবিত্র ঈদ-এ মিলাদুন্নবী মাহফিল প্রবীন আলেমেদ্বীন মাওলানা মোহাম্মদ আলী'র সভাপতিত্বে গত ১৬ মার্চ মোজাহের পাড়া জামে মসজিদ মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন চন্দনাইশ উপজেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান মাওলানা সোলাইমান ফারুকী। প্রধান বক্তা ছিলেন অধ্যক্ষ আল্লামা মুফতি আহমদ হোছাইন আল-কাদেরী। বিশেষ বক্তা ছিলেন মাওলানা সৈয়দ হাসান আল-আযহারী, হাফেজ মাওলানা ক্বারী হারুনুর রশিদ, মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াসুল করণী, মাওলানা মুহাম্মদ আরফাত উদ্দিন আলকাদেরী। উপস্থিত ছিলেন সাতবাড়িয়া ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সভাপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, মুহাম্মদ জহির উদ্দীন হিরু, খোরশেদ আলম মেম্বার, এড. মোজাম্মেল হক ফারুকী, মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন, মোহাম্মদ ফারুক, মোহাম্মদ সাহেদ, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মুহাম্মদ বেলাল, আবুল কালাম, আবু বক্কর, মোহাম্মদ মিজান, আবু ছিদ্দিক, মোহাম্মদ রবিন, শাকিল, পারভেজ, রিয়াদ প্রমুখ।

পটিয়া বড়লিয়া ইউনিয়ন শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ পটিয়া উপজেলার বড়লিয়া ইউনিয়ন শাখার দ্বি-বার্ষিক কাউন্সিল গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ওকন্যারা সৈয়দ খান (রহঃ) কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

বড়লিয়া ইউনিয়ন গাউছিয়া কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব আলী আকবর খানের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক নুরুল আবছারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বধেয় অতিথি ছিলেন এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্রগ্রাম দক্ষিণ জেলার সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ কামরুদ্দিন সবুর। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্রগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাস্টার, দক্ষিণ জেলার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ নেজাবত আলী বাবুল, সহ সংগাঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফফর আহমদ, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন উপজেলা সভাপতি মাহবুবুল আলম এম.কম. সহ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন উপজেলা সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম চৌধুরী শামীম, নির্বাচন কমিশন সদস্য ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি ডা. মুহাম্মদ আবু ছৈয়দ, সহ সভাপতি আবদুল মোনাফ চৌধুরী, যুগ্ম সম্পাদক জাগির হোসেন মেম্বার, সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী শফিকুর রহমান, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল আবছার, সহ অর্থ সম্পাদক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, দাওয়াতে খায়র সম্পাদক আলহাজ্ব হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, দপ্তর সম্পাদক আনোয়ার হোসেন।

নির্বাহী সদস্য-মুহাম্মদ আবু নাছের, মুহাম্মদ ফৌজুল কবির চৌধুরী ও শাখাওয়াত হোসেন হিরু প্রমুখ। উপস্থিত ডেলিগেটদের মতামতের ভিত্তিতে আলহাজ্ব আলী আকবর খানকে প্রধান উপদেষ্টা, জাহাঙ্গীর আলমকে সভাপতি, মুহাম্মদ নুরুল আবছারকে সাধারণ সম্পাদক ও তাজুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।

আনোয়ারা সদর ইউনিয়ন শাখার অভিষেক

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা সদর ইউনিয়ন শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান ও দাওয়াতে খাইর প্রশিক্ষণ কর্মশালা মোহাম্মদ মিয়া মেম্বারের সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন ছিদ্দিকী সুমন এর সঞ্চলনায় বিলপুর আজগর আলী তালুকদার শাহী জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সভাপতি আলহাজ্ব মোহাম্মদ কমর উদ্দিন সবুর, প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাষ্টার, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফফর আহমদ, আনোয়ারা উপজেলা সিনিয়র সহ-সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম আনোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক এম.মনির আহমদ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব নাজিম্ উদ্দিন চৌধুরী, এস.এম. আব্বাস। উপজেলা কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্ব মুহাম্মদ শামসুল আলম, আলহাজ্ব মোহাম্মদ লোকমান, মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ, মোহাম্মদ এমদাদুল হক বকুল, মোহাম্মদ আলমগীর চৌধুরী, এম. মোজাম্মেল হক ও মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম (নুরু) প্রমুখ।

www.anjumantrust.org Email: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

বরুমচড়া ইউনিয়ন শাখার অভিষেক

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলাধীন বরুমচড়া ইউনিয়ন শাখার অভিষেক অনুষ্ঠান ও দাওয়াতে খাইর মাহফিল প্রশিক্ষণ কর্মশালা হাজী মোহাম্মদ আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে ও মোহাম্মদ ইলিয়াছ রেজার সঞ্চালনায় আদর্শ পাড়া হযরত আবু বকর (রাঃ) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাষ্টার, প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মোজাফফর আহমদ, বিশেষ অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা সহ-দাওয়াতে খাইর সম্পাদক মাওলানা মোহাম্মদ মোরশেদুল হক আলকাদেরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আনোয়ারা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক এম.মনির আহমদ চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাজী বজল আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব নাজিম উদ্দিন চৌধুরী, এস.এম. আব্বাস, মাওলানা মোহাম্মদ ইদ্রিছ আনোয়ারী।

জাহানপুর ইউনিট শাখার কাউন্সিল সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি দক্ষিণ উপজেলা শাখার আওতাধীন জাহানপুর ইউনিট শাখার কাউন্সিল গত ৩ এপ্রিল বিএমসি কলেজ সংলগ্ন মসজিদ প্রাঙ্গণে শাখার সভাপতি মুহাম্মদ দিদারুল আলম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি দক্ষিণ উপজেলা শাখার সহ দাওয়াতে খায়র সম্পাদক মাওলানা হারুনুর রশীদ আলকাদেরী। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ জাফতনগর ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রোকন উদ্দীন চৌধুরী লাভলু। বক্তব্য রাখেন মাওলানা কুতুব উদ্দীন রেজভী, মাওলানা হাফেজ আব্দুর রহমান আলকাদেরী, মাওলানা জিয়াউর রহমান, মাওলানা জোবায়ের হোসাইন ক্বাদেরী, মাষ্টার মুহাম্মদ জসিম উদ্দিন, মাষ্টার মুহাম্মদ বেলাল উদ্দীন, মুহাম্মদ নূরুল আলম মোস্তফা। উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ নূরুল আলম,মুহাম্মদ আলমগীর, মুফতি বিল্লাল প্রমূখ।

উক্ত কাউন্সিল অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে মাষ্টার মুহাম্মদ জসিম উদ্দিনকে সভাপতি ও মাওলানা মুহাম্মদ জোবায়ের হোসাইন কাদেরীকে সাধারণ সম্পাদক, মাষ্টার মুহাম্মদ নুরুদ্দীনকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং মুহাম্মদ আবু হেনা মোস্তফাকে অর্থ সম্পাদক করে ৩১সদস্য বিশিষ্ট গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ জাহানপুর ইউনিট শাখা গঠন করা হয়।

এছাড়াও আলহাজ্ব মাওলানা ইসমাইল আলকাদেরী, আলহাজ্ব মুহাম্মদ মজলিশ মিয়া সওদাগর, মুহাম্মদ দিদারুল আলম মুন্না সহ ১০ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা হয়।

দক্ষিণ ধর্মপুর শাহী জামে মসজিদ শাখার কাউন্সিল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি দক্ষিণ উপজেলা শাখার আওতাধীন ১৮ নং ধর্মপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ধর্মপুর শাহী জামে মসজিদ ইউনিট শাখার কাউন্সিল অধিবেশন দক্ষিণ ধর্মপুর জি এম ফোরকানীয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি দক্ষিণ উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা সরওয়ার আলম আলক্বাদেরী। প্রধান কাউন্সিলর ও প্রধান বক্তা ছিলেন যথাক্রমে ইউনিয়ন শাখার সভাপতি মাওলানা হারুনুর রশীদ আলকাদেরী ও ইউনিয়ন শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কুতুব উদ্দীন রেজভী। বক্তব্য রাখেন মাওলানা আব্দুল মান্নান আনসারি, মাওলানা শহিদুল আজম, হাফেজ মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, মুহাম্মদ শফিউল আলম লালু। উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মুহাম্মদ ফরিদুল আলম, হাজ্বী আব্দুল হাকিম, মুহাম্মদ আইয়ুব আলী, মুহাম্মদ জামাল উদ্দিন, জহুর আহমদ, মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন রোভেল, দিদারুল আলম, আব্দুল মান্নান, মুহাম্মদ জালাল উদ্দিন প্রমূখ। হাজ্বী মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে সভাপতি ও মুহাম্মদ শফিউল আলম লালুকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১সদস্য বিশিষ্ট শাখা গঠন করা হয়।

নানুপুর ইউনিয়ন শাখার অভিষেক সম্পন্ন

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি দক্ষিণ উপজেলা শাখার আওতাধীন ১৪নং নানুপুর ইউনিয়ন শাখা ও ইউনিয়নের আওতাধীন ইউনিটসমূহের অভিষেক অনুষ্ঠান গত ২৪ মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মাওলানা আবু জাফর হেলালীর সঞ্চালনায় এতে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন শাখার সভাপতি আল্লামা সৈয়দ মুঈনুল ইসলাম আলকাদেরী। প্রধান অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার। বিশেষ অতিথি ছিলেন এফ. এ. ইসলামিক সুন্নিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা সৈয়্যদ জয়নুল আবেদীন আলকাদেরী। প্রধান বক্তা ছিলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ ফটিকছড়ি দক্ষিণ উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা সরওয়ার আলম আলক্বাদেরী, শপথ বাক্য পাঠ করান উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নঈমুল হক নঈমী। বক্তব্য রাখেন, মাষ্টার আবুল হোসাইন, মাওলানা হারুনুর রশীদ আলকাদেরী, আল্লামা কামরুল আহসান, মাওলানা জয়নাল আবেদিন, ফরিদুল আলম সওদাগর, আইয়ুব আলী, সরওয়ার আলম, সৈয়্যদ মুহাম্মদ মারুফ, মুহাম্মদ নাজমুল হাসান, মুহাম্মদ মুখতার।

বেতাগীতে ইমাম আজম আবু হানিফা রহ. স্মরণে মাহফিল

বেতাগী আনজুমানে রহমানিয়ার ব্যবস্থাপনায় ও বেতাগী রহমানিয়া জামেউল উলূম মাদরাসার সহযোগিতায় ইমাম আযম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলায়হির স্মরণে ৭ম মাহফিলে বক্তারা বলেন, ইমাম আযম আবু হানিফা প্রবর্তিত হানাফী মাযহাব বিশুদ্ধ ও সর্বাধিক অনুসরণকারী মাযহাব। যারা চার মাযহাব মানে না তারা পথভ্রষ্ট। গত ১৪ মার্চ রাঙ্গুনিয়াস্থ দরবারে বেতাগী আস্তানা শরীফে অনুষ্ঠিত মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন সাজ্জাদানশীন মাওলানা মুহাম্মদ গোলামুর রহমান (আশরফ শাহ্)। প্রধান অতিথি ছিলেন মাওলানা হাফেজ সৈয়দ রুহুল আমীন, প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা আবুল আসাদ মুহাম্মদ জোবাইর রজভী, মাওলানা ইলিয়াছ নুরী, মাওলানা আহমদ করিম নঈমি, মাওলানা মাহফুজুল হক আলকাদেরী, মাওলানা নজরুল ইসলাম ও মাওলানা মুহাম্মদ আলী নঈমি প্রমুখ।

পটিয়ায় এম.এন গ্রুপের নূর ওয়াশিং পাউডার উদ্বোধন

সম্প্রতি পটিয়া পাঁচুরিয়া মেসার্স নূর সোপ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঙ্গনে এম. এন. গ্রুপের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান নূর ওয়াশিং পাউডার ও নূর বিউটি সোপ শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা এম. এন গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিশিষ্ট সমাজসেবক মুহাম্মদ নূর সোবহান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধক ছিলেন রাঙ্গুনিয়া রানির হাট আল- আমিন ফাজিল মাদ্রাসার সিনিয়র আরবী প্রভাষক আলহাজ্ব মাওলানা গাজী আবুল কালাম বয়ানী। প্রধান অতিথি ছিলেন জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া কামিল মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি সোলাইমান আনছারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন পূবালী ব্যাংক লিমিটেড চাক্তাই মডেল শাখার সহকারী মহা ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হারুন উর রশিদ। উপস্থিত ছিলেন নূর সোপ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজের পরিচালক মুহাম্মদ নূর আলি চৌধুরী, মুহাম্মদ নূর রহমান চৌধুরী, এম.এন. ট্রাস্টের পরিচালক মুহাম্মদ নূর রায়হান চৌধুরী, মুহাম্মদ নেজাম উদ্দিন, জাকের, সাইফুদ্দিন খালেদ চৌধুরী, ট্রেইনার রকি চৌধুরী, মুহাম্মদ সাকিব আল-কাদেরী প্রমূখ।

নূর ওয়াশিং পাউডার এর অনন্য ফর্মূলা সাদা কাপড় কে করে অধিক সাদা এবং রঙিন কাপড় কে করে নতুনের মত উজ্জ্বল। কাপড়ের উর্জ্জলতা অটুট রাখতে নূর ওয়াশিং পাউডার খুবই কার্যকর ও উন্নত বলে জানান প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

রাউজানে দক্ষিণ হিংগলা তৈয়্যবিয়া স্মৃতি সংসদের সুন্নী সম্মেলন ও সংবর্ধনা

রাউজান দক্ষিণ হিংগলা তৈয়্যবিয়া স্মৃতি সংসদের ব্যবস্থাপনায় সুন্নী সম্মেলন গত ২৩ মার্চ সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণ হিংগলা তৈয়্যবিয়া জামে মসজিদ ময়দানে গাউসিয়া কমিটি দক্ষিণ হিংগলা ও কলমপতি শাখার সহযোগিতায় আয়োজিত সম্মেলনে প্রধান ও সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র জমির উদ্দিন পারভেজ। উদ্বোধক ছিলেন গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ কমিশনার। সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আবু মুছা সিদ্দীকির সভাপতিত্বে প্রধান বক্তা ছিলেন উপাধ্যক্ষ মুফতি আবুল কাসেম মুহাম্মদ ফজলুল হক, দাওয়াতে খায়র মাহফিল পরিচালনা করেন সাদার্ন ইউনিভার্সিটির প্রভাষক সৈয়দ জালাল উদ্দিন আযহারী।

সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় পর্ষদের যুগ্ম মহাসচিব এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার, দৈনিক পূর্বদেশের সহকারী সম্পাদক অধ্যাপক আবু তালেব বেলাল, আহসান হাবিব চৌধুরী হাসান, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, এরশাদ খতিবী ও পৌর কাউন্সিলর জসিম উদ্দিন চৌধুরী। আলোচক ছিলেন সিদ্দিক আহমদ কন্ট্রাক্টর, খতিব সেকান্দর হোসাইন আলকাদেরী, মাওলানা আবু তৈয়ব

www.anjumantrust.org E-mail: anjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

আনছারী, মাওলানা ছালামত রেজা কাদেরী ও খতিব আহমদুল হক কাদেরী।

মাকসুদুল আলম সুমন ও মোরশেদুল আলমের যৌথ সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি ছিলেন আবদুর রহমান চৌধুরী, অধ্যক্ষ মাওলানা ইলিয়াছ নুরী, সোলাইমান মেম্বার, আবদুর রহিম, মিজানুল করিম রাহাত, ফোরকান উদ্দিন রুবেল ও ওমর ফারুক সুজন।

শোক সংবাদ

মীর মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়ার ইন্তেকাল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সিনিয়র সহ-সভাপতি সিলসিলায়ে আলীয়া ক্বাদেরীয়ার অন্যতম খেদমতগার আলহাজ্ব মীর মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়া (৭২) গত ১ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে, ৫ মেয়ে, নাতী-নাতনী, আত্মীয় স্বজন সহ অসংখ্য পীর ভাই রেখেযান। মরহুমের ১ম নামাজে জানাযা ঐদিন বাদে জোহর জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়া মাদ্রাসা ময়দানে, ২য় নামাজের জানাযা বাদে মাগরিব দেওয়ানহাট ফায়ার ব্রিগেড মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। মীর সেকান্দর মিয়ার ইন্তেকালে আনজুমান ট্রাস্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, সেক্রেটারী জেনারেল আলহাজ্ব মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মুহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারি আলহাজ্ব মোহাম্মদ সিরাজুল হক, এসিসট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স সেক্রেটারি অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলিয়ার চেয়ারম্যান আলহাজ্ব প্রফেসর দিদারুল ইসলাম, অধ্যক্ষ/সচিব আলহাজ্ব মাওলানা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান আল কাদেরী, গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মুহাম্মদ, মহাসচিব শাহজাদ ইবনে দিদার, করোনা রোগীর সেবা ও মৃতদেহ কাফন-দাফন কর্মসূচীর প্রধান সমম্বয়ক এডভোকেট মোছাহেব উদ্দিন বখতিয়ার, গাউসিয়া কমিটি চট্টগ্রাম উত্তর জেলার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জমির উদ্দীন মাস্টার, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সভাপতি কমর উদ্দিন সবুর, সাধারণ সম্পাদক হাবিব উল্লাহ মাস্টার, চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি মাহবুবুল আলম, সহ-সভাপতি আলহাজ্ব তছকির আহমদ, সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াছ আল কাদেরী, শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ যে মীর মুহাম্মদ সেকান্দর মিয়া গাউসিয়া কমিটি ডবলমুরিং থানার সভাপতি, হাসান আলী জামে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি, গাউসিয়া তৈয়্যবিয়া মোজাহেরিয়া-মকসুদিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, পোস্তার পাড়া মীর বাড়ী সরকারি প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি, বাংলাদেশ মোটর পার্টস এন্ড টায়ার- টিউব ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি সহ অসংখ্য ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্থার সাথে জড়িত ছিলেন, তিনি আওলাদে রসূল আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়দ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ (রহ.)'র মুরিদ এবং আনজুমান ট্রাস্ট ও জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদাসার খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন।

মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন খালেদের ইন্তেকাল

আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট'র সেক্রেটারী জেনারেল মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন'র ভাগিনা মুহাম্মদ নিজাম উদ্দিন খালেদ গত ১৫ মার্চ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বৎসর। তিনি স্ত্রী, ১ মেয়ে, ২ ছেলেসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রেখে যান। মরহুমের নামাজে জানাযা চট্টগ্রাম ষোলশহরস্থ জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া কামিল মাদ্রাসা ময়দানে বাদ নামাজে এশা অধ্যক্ষ মাওলানা মুফতি ছৈয়দ মুহাম্মদ অছিয়র রহমান'র ইমামতিতে অনুষ্ঠিত হয় এবং পরে মরহুমকে দায়েম নাজির জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থানে দাফন করা হয়।

আনজুমান ট্রাস্ট'র সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব মুহাম্মদ মহসিন, এডিশনাল জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ সামশুদ্দিন, জয়েন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মোহাম্মদ সিরাজুল হক, এসিস্টেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী এস.এম. গিয়াস উদ্দিন শাকের, ফাইন্যান্স সেক্রেটারী মোহাম্মদ সিরাজুল হক, প্রেস এন্ড পাবলিকেশন সেক্রেটারী প্রফেসর কাজী শামসুর রহমান, কেন্দ্রীয় গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ'র চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ, জামেয়ার চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ দিদারুল ইসলাম, আনজুমান সদস্য মোহাম্মদ নূরুল আমিন, মুহাম্মদ সাহাজাদ ইবনে দিদার, শেখ নাছির উদ্দিন আহমেদ, মুহাম্মদ তৈয়বুর

www.anjumantrust.org E-mail:tarjuman@anjumantrust.org
www.anjumantrust.org E-mail:mantaltarjuman@gmail.com
মাসিক তরজুমান The Monthly Tarjuman

রহমান, উত্তর জেলার সম্পাদক এডভোকেট মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, দক্ষিণ জেলার সভাপতি মুহাম্মদ কমর উদ্দিন সবুর, সম্পাদক মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাস্টারসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-সদস্যবৃন্দ, মরহুমের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

রিদওয়ান আশরাফীর মায়ের ইন্তেকাল

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মদ রিদওয়ান আশরাফীর মাতা বুলসান আরা (শাজাহাঁ বেগম) গত ১৮ মার্চ নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন। মরহুমার ইন্তেকালে গাউসিয়া কমিটির কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আরহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। এছাড়াও কাদেরিয়া তাহেরিয়া সাবেরিয়া সুন্নিয়া মাদরাসার সভাপতি অধ্যাপক আব্দুর রউফ, গাউসিয়া কমিটি সৈয়দপুর উপজেলা শাখার সভাপতি ও সম্পাদক এডভোকেট হাসনেন ইমাম সোহেল, মুহাম্মদ শাহেদ আলি কাদেরী, রংপুর জেলা ও মহানগর গাউসিয়া কমিটির সভাপতি যথাক্রমে আলহাজ্ব আব্দুল কাদির খোকন, আলহাজ্ব ওয়াজেদ আলি দুলু, লালমনিরহাট জেলা গাউসিয়া কমিটির সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ইদ্রিস আলি, আলহাজ্ব শাকের আলি চৌধুরী দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা বদিউজ্জামান, দিনাজপুর জেলা গাউসিয়া কমিটির সদস্য সচীব এরশাদ হোসেন মাস্টার, ঠাকুরগাঁ গাউসিয়া কমিটির সদস্যসচীব এরফান বসুনিয়া, পঞ্চগড় জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক অধ্যক্ষ ড.আব্দুর রহমান ও মাওলানা বদিউজ্জামান, বগুড়া জেলা গাউসিয়া কমিটির সভাপতি অধ্যক্ষ মাওলানা রুহুল্লাহ প্রমুখ।

মোহাম্মদ জুলহাস উদ্দিনের সহধর্মিণীর ইন্তেকাল

গাউসিয়া কমিটি, বাংলাদেশ টাঙ্গাইল জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জুলহাস উদ্দিনের সহধর্মিণী নাজমা বেগম (৫৫) টাঙ্গাইল শহরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৫ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বামী ও দুই পুত্র অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। গাউসিয়া কমিটি কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যান আলহাজ্ব পেয়ার মোহাম্মদ কমিশনার, মহাসচিব আলহাজ্ব শাহজাদ ইবনে দিদার, যুগ্ম মহাসচিব এড. মোছাহেব উদ্দিন বখতেয়ার এক বিবৃতিতে তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং রূহের মাগফিরাত কামনা করেছেন। এছাড়া গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশ টাঙ্গাইল জেলা শাখার সভাপতি আলহাজ্ব অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আব্দুল হাই এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ হুমায়ুন কবীর আল কাদেরি, আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল মান্নানসহ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দ শোক জ্ঞাপন করেছেন।

সৈয়দ মুহাম্মদ মুছা

গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ বড়লিয়া ইউনিয়ন শাখার সহ সভাপতি সৈয়দ মুহাম্মদ মুসা গত ৭ মার্চ ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে গাউসিয়া কমিটি পটিয়া উপজেলার সভাপতি মাহবুবুল আলম (এম.কম.), সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম চৌধুরী (শামীম), সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব শফিকুল ইসলাম ইউনিয়ন সভাপতি মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ নুরুল আবছার সহ ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

মুহাম্মদ ইসহাক

গাউসিয়া কমিটি হাটহাজারী পৌরসভা শায়েস্তা খাঁ ইউনিট শাখার প্রচার সম্পাদক ইসতিয়াক শাহনেওয়াজ আসিফ এর পিতা হাটহাজারী বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সাবেক সভাপতি লায়ন মুহাম্মদ ইসহাক (৫৫) গত ৫ এপ্রিল নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন (ইন্না...রাজেউন)। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৩ ছেলে, ২ মেয়ে সহ অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান। মরহুমের ইন্তেকালে হাটহাজারী বাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ আলী আজম, গাউসিয়া কমিটি হাটহাজারী পৌরসভার সভাপতি সৈয়দ আহমদ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক আবদুল মাবুদ আয়ুব, সাংগঠনিক সম্পাদক নাছির উদ্দিন রুবেল শোক প্রকাশ করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

www.anjumantrust.org E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

প্রযুক্তির অবাধ বিচরণ থেকে শিশু-কিশোরদের দূরে রাখুন!

গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org

আজকের শিশুরা আগামীর ভবিষ্যৎ। তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য, চিন্তা-চেতনা, মনন ও মানসিকতা যত উন্নত হবে ভবিষ্যৎ দেশ- জাতি তত সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ের শিশুদের সুস্থ মানসিকতা নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন বেশির ভাগ শিশু গবেষক, সচেতন মহল এবং অভিভাবকগণ। আর এই উদ্বেগের মূল কারণ হলো মোবাইল ও প্রযুক্তির অযাচিত ব্যবহার।

প্রযুক্তি আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক উন্নয়নে অপরিহার্য। নিঃসন্দেহে প্রযুক্তির বহুমাত্রিক দিক রয়েছে। প্রযুক্তির অনেক অনেক ভালো দিক যেমন রয়েছে, রয়েছে তেমনি দুই একটি মন্দ দিকও। তার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দিক নিয়েই আমি আলোচনা করতে চাই।

মানব শিশুর মন কাঁদামাটির মতোই কোমল থাকে। শিশুকে যেভাবে, যে পরিবেশে গড়ে তোলা হবে শিশু সেভাবেই বেড়ে উঠবে। কাঁদামাটি যতটা নরম থাকে এই কাদামাটি দিয়ে গড়া ইট কিন্তু ততটাই শক্ত হয় অর্থাৎ পরিবেশের কারণে শিশু মনে কোনো অভ্যাস একবার স্থায়ী আসন গেঁড়ে বসলে তা থেকে বের হয়ে আসা কঠিন। আমাদের দেশে একটি শিশু ৫-৭ বছর বয়সে ঘরোয়া পরিবেশে যত সহজে বাংলা শিখতে পারে, তার পরবর্তী ৫-৭ বছর প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েও কিন্তু তত সহজে ইংরেজি শিখতে পারে না। এ থেকেও বোঝা যায় পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকতা শিশু মনের ওপর কতটা প্রভাব ফেলে।

নিজের সন্তানকে কে না ভালোবাসে। সন্তানকে ভালোবাসতে গিয়ে যে শিশুটি 'মা-বাবা' শব্দটি ভালো করে উচ্চারণ করতে পারে না তাকে কানে মোবাইল ফোন ধরিয়ে বলি 'নাও তোমার আন্টির সঙ্গে কথা বলো'। হয়তো কান্না থামাতে গিয়ে মোবাইল ফোনে ভিডিও গান দেখাই। কান্না থামে। ভালো, কিন্তু এই শিশুটিই ৫-৭ বছর বয়সে অধীর আগ্রহ নিয়ে মোবাইলে ভিডিও গান দেখে অথচ এই বয়সে মোবাইল ফোন দেখে তার ভয় পাওয়ার কথা। মোবাইল হাত থেকে নিতে গেলে শিশুটি কান্নাকাটি শুরু করে। বলা হয়ে থাকে, 'অভ্যাস মানুষের দাস,' অভ্যাসের দরুণ সময়ের পরিক্রমায় এক সময় মোবাইল-ই হয়ে ওঠে শিশু-কিশোরদের নিত্যদিনের বহুমাত্রিক বিনোদনের সঙ্গী। মোবাইল ছাড়া এ জগত তার কাছে একদম অসার মনে হয়।

১২-১৪ বছরের ছেলে বা মেয়ের আজকাল ব্যক্তিগত মোবাইল ফোন থাকে। ইন্টারনেটে তার অবাধ বিচরণ। টাকা দিয়ে মেগাবাইট কিনে। সহপাঠী বা বন্ধুদের কাছ থেকে জানতে পারে কোন সাইটে কি পাওয়া যায়। বুঝলাম, ইন্টারনেটে শিক্ষণীয় অনেক কিছুই আছে কিন্তু আপনার ১৪ বছরের কিশোর বয়সী ছেলে বা মেয়েটি যে ইন্টারনেটের ভাল সাইটগুলো দেখছে এর কোনো গ্যারান্টি কি আপনি দিতে পারেন? আপনার ছেলে বা মেয়ে সারা রাত জেগে জেগে এফএম রেডিও শুনছে যেখানে ভালোবাসা, বয়ফ্রেন্ড, গার্লফ্রেন্ড শব্দগুলো কমন। অথবা কোনো ছেলে বা মেয়ের সঙ্গে মোবাইল ফোনে রাত ১২টার পর কথা বলছে, আপনি কি তার খবর রাখছেন? ভয়ঙ্কর কথা হলো, যৌবনের শুরুতে যার ডার্ক সাইটের সর্বত্র বিচরণ। ব্যক্তিগত মোবাইলের নামে যার হাতে ব্লু-ফিল্মের বাক্স, বিকৃত অভিলাষে অসামাজিক কার্যকলাপ এমনকি খারাপ কিছুতে জড়ালে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে কি?

www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, ফেসবুক শিশু-কিশোরদের জন্য আরেক আতঙ্কের নাম। ইউনিসেফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৩ শতাংশ শিশু-কিশোর সোশ্যাল মিডিয়ায় হয়রানির শিকার হয়। এর মধ্যে একাধিকবার হয়রানির শিকার হয়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ শিক্ষার্থী এবং এসব কারণে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। ৮১ দশমিক ২ শতাংশ শিক্ষার্থী সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিয়মিত

পাঠকের কথামালা

সময় দেয় এবং ৮০ দশমিক ১ শতাংশ শিক্ষার্থী কোনো হয়রানির শিকার হয়নি।

জরিপটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশে এখনও শিশু-কিশোরদের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ইন্টারনেট গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। প্রযুক্তির এ যুগে শিশু-কিশোরদের প্রযুক্তি থেকে দূরে রাখা উচিত নয়। তাই বলে প্রযুক্তিতে অবাধ বিচরণের সুযোগ প্রদান করাও ঠিক নয়। দেশে, বিশেষ করে রাজধানীতে খেলাধুলার পরিসর বা খেলার মাঠ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। ফলে শিশু-কিশোরদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রযুক্তিতে অতিমাত্রায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। তারা প্রযুক্তি কোনো কিছু জানা বা শেখার জন্য ব্যবহার করছে কি-না সে বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ। অবাধ বিচরণের সুযোগ থাকলে শিশু না বুঝে ডার্ক ওয়েবে ঢুকে পড়তে পারে।

আমরা প্রযুক্তিকে ব্যবহার করব, তবে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রযুক্তি যেন আমাদের ব্যবহার না করে। বিশেষ করে শিশুদের প্রযুক্তি ব্যবহারে। ব্যবহারের শুরু থেকে সময় নির্ধারণ করে দিতে হবে। তাকে বোঝাতে হবে এটি শুধু খেলার মাধ্যম নয়, বরং জানার মাধ্যমও। এ জন্য অভিভাবকদেরও শিশুদের সামনে প্রযুক্তি ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে। কমবয়সী শিশুদের কোনোভাবেই প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে দেয়া উচিত নয়। তাদের সামনে প্রযুক্তি পণ্য উন্মোচন করাও উচিত নয়।

উন্নত দেশে সন্তানদের ইন্টারনেট ব্যবহারের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য বেশকিছু প্রযুক্তি বা অ্যাপস রয়েছে। শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে কাজ করে এমন দুটি দাতব্য সংস্থা হল চাইল্ড লাইন ও এনএসপিসিসি। এসব সংস্থা শিশু-কিশোরদের জন্য নিরাপদ ইন্টারনেট জগত তৈরি করতে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে এমন সংস্থার অভাব রয়েছে।

শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে প্রযুক্তির অবাধ, খোলামেলা, লাগামহীন বিচরণ হতে আমাদের সন্তানদের বুঝাতে বা দূরে রাখতে হবে। নৈতিক শিক্ষায় জোর দিতে হবে। আর এই কাজটি করতে চার দেয়ালের মধ্যের উপাদান অর্থাৎ মা-বাবা-ভাই-বোনকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ডিজিটাল বিশ্ব গড়ে তুলতে গিয়ে যাতে শিশুর জীবন বিপদের দিকে ঠেলে দেয়া না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। নাগরিক জীবনের শত ব্যস্ততার মাঝেও মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ বা ইন্টারনেট ব্যবহার যাতে নিজের সন্তানের জীবন বিপন্ন করে তুলতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে আমাদেরকেই। পাশাপাশি, অভিভাবকদের অনুরোধ করব- নৈতিক, ধর্মীয় শিক্ষা এবং দেশপ্রেমে আপনার সন্তানকে উজ্জীবিত ও উৎসাহিত করুন।

লেখক : কলামিস্ট, সাংবাদিক, সংগঠক ও চেয়ারম্যান- গাউছিয়া ইসলামিক মিশন, কুমিল্লা।

www.anjumantrust.org, E-mail: tarjuman@anjumantrust.org
The Monthly Tarjuman
www.anjumantrust.org, E-mail: monthlytarjuman@gmail.com